টিভি রিপোর্টিং

সুজন মেহেদী

টিভি রিপোর্টার হয়ে ওঠার শর্টকাট কোনো পথ নেই। অভিজ্ঞতা দিয়ে ধীরে ধীরে কাজটি আয়ত্ত করতে হয়। অবশ্য একজনের অভিজ্ঞতা অন্যদের পথনির্দেশনা দেয়। সম্প্রচার সাংবাদিকতায় আট বছরের ঠেকে-শেখা অভিজ্ঞতার সঙ্গে সবশেষে প্রযুক্তির ব্যবহার যুক্ত করে সাংবাদিক সুজন মেহেদী এই বই লিখেছেন তাঁর অনুজদের জন্যে। খুঁজে বের করেছেন টিভি রিপোর্টার হয়ে ওঠার দুর্বলতাগুলো। ইন্ট্রো থেকে শুরু করে মেদহীন ঝরঝরে স্ক্রিপ লেখা, সাবলীল পিটিসি বা সরাসরি সম্প্রচারে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর সহজ কিছু সূত্র তিনি এই বইয়ে তুলে ধরেছেন পরম মমতায়। তার বিশ্বাস বইটি টিভি রিপোর্টার হতে উৎসুক নবীনদের উপকারে আসবে।

www.pathagar.com

টিভি রিপোর্টিং

www.pathagar.com

টিভি রিপোর্টিং

সুজন মেহেদী

ঐতিহ্য

www.pathagar.com

টিভি রিপোর্টিং
সুজন মেহেদী

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
মাঘ ১৪১৭
ফেব্রুয়ারি ২০১১

গ্রন্থস্বত্ব
মাহফুজা আক্তার লাকী

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
তিনশত টাকা

TV REPORTING by Shujon Mehedi.
Published by Oitijjhya.
Date of Publication : February 2011.

website: www.oitijjhya.com
Email: oitijjhya@gmail.com

Copyright@2011Mahafuza Akter Lucky
All rights reserved including the right
of reproduction in whole or in part in any form.

Price: Taka 300.00 US$ 15.00
ISBN 978-984-8863-91-6

www.pathagar.com

উৎসর্গ

মা শিরিনা ইসলাম
বাবা কাজী ওহিদুল ইসলাম
ও
সহধর্মিণী মাহফুজা আক্তার লাকী
আমার জন্য নিবেদিতপ্রাণ এই তিনজন মানুষকে।

www.pathagar.com

এই বইয়ের সমস্ত ঘটনাই কাল্পনিক। টিভি সংবাদকে জীবন্ত করে তুলতে বাস্তবে কিছু পরিচিত বা বিখ্যাত মানুষদের নাম ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র।

www.pathagar.com

নিবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে পড়ার সময়ই বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভি'র রিপোর্টার হিসেবে যুক্ত হয়ে পড়ি। তখন টেলিভিশন সাংবাদিকতার ওপর বাংলা কোনো বই ছিল না। বাংলায় টিভি সংবাদের স্ক্রিপ্ট লেখার কোনো দিক নির্দেশনাও তাই পাইনি। এনটিভি'র অগ্রজ প্রতিবেদকদের দেখেই স্পট রিপোর্টিং, স্ক্রিপ্ট ও পিটিসি সম্পর্কে যে ধারণা পেয়েছি তাইই ছিল মূল ভরসা। ফলে তখন থেকেই সম্প্রচার সাংবাদিকতা সম্পর্কিত বিদেশি বইগুলো আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হয়ে ওঠে। টিভি সাংবাদিকতার কারিগরি ও কৌশলগত বিষয়ে বিদেশি বইগুলোর নির্দেশনা অনুসরণ করতে থাকি আর মনে মনে বাংলায় একটি ভালো বই লেখার ইচ্ছাও লালন করতে থাকি তখন থেকেই।

সাংবাদিকতা বা সংবাদ উপস্থাপনার ওপর সংক্ষিপ্ত কোর্স করায় এমন কিছু প্রতিষ্ঠানের আহবানে মাঝে মাঝে ক্লাস নিতে গিয়েছি। সেখানকার আগ্রহী শিক্ষার্থীদের ক্লাস করানোর আগে সংক্ষিপ্ত কিছু প্রস্তুতি নেওয়া লাগে। তখনো ভরসা বিদেশি বই আর নিজের অভিজ্ঞতা। হাতে-কলমে টিভি রিপোর্টিং শেখার মতো ভালো কোনো বইয়ের নাম বলতে না পারার অতৃপ্তিও এই বই লেখায় আমাকে প্ররোচনা দিয়েছে।

আমি বইটি লিখেছি মূলত সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে। কারণ রেফারেন্স হিসেবে তারা যেসব বিদেশি বই পড়ে থাকে তার সাথে আমাদের দেশের টিভি সাংবাদিকতার মিল নেই বললেই চলে। এই বইয়ে আমি পশ্চিমা টিভি রিপোর্টিংকে আমাদের দেশের প্রযুক্তি, কৌশল ও ধরন এর সাথে মেলানোর চেষ্টা করেছি।

আমি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি স্পট কাভারেজ, স্ক্রিপ্ট লেখা ও ভালো পিটিসি কীভাবে দেওয়া যায় তার ওপর। ফলে নতুন যারা টিভি সাংবাদিকতা পেশায় এসেছেন তারা দিক-নির্দেশনা পাবেন বলে আশা করি। পুরনো যারা টিভি সাংবাদিকতা করছেন তারা তো অভিজ্ঞতা দিয়ে ঠেকে-ঠুকে ভেঙে-চুরে যার যার নিজের মতো স্টাইল দাঁড় করিয়েছেন। তাদের জন্য হয়ত বইটি কোনো উপকারে নাও আসতে পারে। তারপরও যদি কোনো অভিজ্ঞ টিভি রিপোর্টারের মনে হয়, বইটি তার কোনো উপকারে এসেছে তবে নিজেকে ধন্য মনে করব।

আগেই বলেছি বইটি সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে লেখা। তাই যেখানে যেখানে দরকার মনে করেছি ছবি যোগ করেছি যেন কোনো বিষয় বুঝতে শিক্ষার্থীদের কষ্ট না হয়। প্রতিটি অধ্যায় শেষে অনুশীলনী রেখেছি এবং বইয়ের শেষে পরিশিষ্টে স্ক্রিপ্ট লেখার কিছু নিয়মাবলি আছে যেন তা শিক্ষার্থীরা অনুসরণ করতে পারে। আর এই বইটি যদি কখনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসেবে বিবেচিত হয় তখন অনুশীলনীগুলো শিক্ষকদেরও সাহায্য করবে বলে আশা করি।

www.pathagar.com

বইটি লেখার সময় সর্বজনাব খায়রুল আনোয়ার মুকুল, নাজমুল আশরাফ, হাসনাইন খুরশেদ, সুপন রায়, সামসুদ্দিন হায়দার ডালিম, আমিনুর রশীদ, ফাহিম আহমেদ, ফরিদ আলম ও সেলিম খানের কথা অনেক বেশি মনে পড়েছে। যারা টিভি সাংবাদিকতা শুরুর সময় নানাভাবে আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। বলা যায় আমার টিভি সাংবাদিকতার হাতেখড়ি সেই সময়ের এনটিভি'র এই গুণী মানুষগুলোর কাছে।

লেখা শুরু করতেই সহকর্মী সাংবাদিক শাকিল আহমদ, কেরামত উল্লাহ বিপ্লব, শরিফুল ইসলাম, তালাত মামুন, মোস্তফা আকমল, পরাগ আরমান, আব্দুল্লাহ তুহিন প্রমুখের উৎসাহ আমাকে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করেছে। অগ্রজ সাংবাদিক জ ই মামুন এবং সাইফুল আলম চৌধুরী কষ্ট স্বীকার করে বইয়ের বেশ কিছু ভুল-ত্রুটি শুধরে দিয়েছেন। তাদের মূল্যবান পরামর্শ বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে। বন্ধুবর জিয়াউল হক, আবু বকর সিদ্দিকী হিরণ, মুহিব আহমেদ সব সময় বই লেখার খোঁজ খবর নিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধে রেখেছেন। সহপাঠী সুহৃদ আব্দুর রহমান জাহাঙ্গীর, মোশাররফ হোসেন মামুন, মুজাহিদুল ইসলাম জুয়েলের অনুপ্রেরণা-পরামর্শ ও ইমরান মজিদ টিভি সাংবাদিকতার কয়েকটি রেফারেন্স বই সময় মতো না দিলে বইটি হয়ত লেখাই হতো না। প্রকাশনা সংস্থা ঐহিত্যের প্রধান নির্বাহী আরিফুর রহমান নাইমের আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর সহায়তা না পেলে বইটি এত তাড়াতাড়ি আলোর মুখ দেখত না।

আমার জানা, বোঝা ও সীমাবদ্ধতার কোনো শেষ নেই। চেষ্টা করেছি ভালো কিছু উপহার দেওয়ার। জানি, এখনো অনেক অপূর্ণতা রয়ে গেছে। ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। অভিজ্ঞ সাংবাদিক, শিক্ষক বা শিক্ষার্থী কারো চোখে কোনো ভুল ধরা পড়লে জানানোর অনুরোধ করছি।

'টিভি রিপোর্টিং' বইটি আমার টিভি সাংবাদিকতার প্রায় আট বছরের ঠেকে শেখা অভিজ্ঞতার ফসল। অনেক দিন ধরে লেখার ইচ্ছে থাকলেও নানা কারণে তা হয়ে উঠছিল না। হঠাৎ চ্যানেল ওয়ান বন্ধ হলে আমি বেকার হয়ে পড়ি। কর্মহীন সময়ে তাই কিছু একটা করার চেষ্টা করেছি। আপনাদের কাছে তাই বইটি সমাদৃত হলে আমার আনন্দের কোনো সীমা থাকবে না।

১৬ অক্টোবর ২০১০

সুজন মেহেদী
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
E-mail: mehedi_one@yahoo.com

www.pathagar.com

সূচি

প্রথম অধ্যায় টিভি সংবাদ
টিভি সাংবাদিক/১৩
টিভি সংবাদ/১৪
ছবির সংবাদ শক্তি/১৫
ঘটনার গতি/১৬
আলোচিত মন্তব্য/১৬
বিষয়ের তাৎক্ষণিকতা/১৭
দর্শকের আগ্রহ ও আবেগ/১৮
সংবাদ মূল্য/১৯
সুখ্যাতি/১৯
সংবাদ রসায়ন/২২
সংবাদ উপাদান/২২
টেলিভিশনের নীতি/২৩
ব্রেকিং নিউজ/২৪

দ্বিতীয় অধ্যায় টিভি সংবাদ কাঠামো
লিঙ্ক বা ইনভিশন/২৬
ওয়ার্ড টাইমিং/২৯
প্যাকেজ/৩১
প্রতিবেদকের কণ্ঠ বা ভয়েস ওভার/৩৩
সাক্ষাৎকার বা সাউন্ড অন টেপ (সট/সিঙ্ক)/৩৩
জনমত বা ভক্সপপ/৩৪
পারিপার্শ্বিক শব্দ বা এমবিয়েন্ট/৩৫
ক্যামেরার সামনে রিপোর্টার বা পিটিসি/৩৬
প্রতিবেদকের পরিচয় বা পে অফ/৩৭
সংরক্ষিত ছবি বা ফাইল ফুটেজ/৩৮
সাধারণ ছবি বা জিভি/
তথ্য সারণী বা গ্রাফিক্স/৩৮
এস্টন/৪০
ফোনো/লাইভ ফোনো/৪১
সজীব সম্প্রচার বা লাইভ/৪২
স্টুডিও ডিসকাসন/৪২
ডোনাট/৪৩
নিউজ ডেভোলপিং/৪৪
উভ/৪৬
রান ডাউন/৪৬
স্ট্রিং বা ওপেনিং হিট/৪৭
খবরের নাম বা স্লাগ/৪৮
সেগমেন্ট/৪৮
সংবাদ শিরোনাম/৪৮
কামিংআপ/৪৯

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায় টিভি প্রতিবেদন
দিনের সংবাদ/৫০
এঙ্গেল বা সাইড স্টোরি/৫৩
ফলোআপ স্টোরি/৫৪
পেগ স্টোরি/৫৪
বিশেষ রিপোর্ট/৫৫
অনুসন্ধানী প্রতিবেদন/৫৭
অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির ধাপ/৬১
অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির কৌশল/৬১
ফিচার স্টোরি/৬২
সাক্ষাৎকার প্রতিবেদন/৬৫
সজীব সম্প্রচার বা লাইভ রিপোর্টিং/
লাইভের প্রস্তুতি/৬৭
লাইভের ধরন/৬৯
লাইভে প্রতিবেদকের করণীয়/৭০
লাইভ এর অসুবিধা/৭১
স্কুপ নিউজ/৭৩

চতুর্থ অধ্যায় বার্তাকক্ষ
বার্তা প্রধান/৭৬
প্রধান বার্তা সম্পাদক/৭৬
বার্তা সম্পাদক/৭৮
নিবাহী প্রযোজক/৭৮
বার্তা প্রযোজক/৭৯
চিফ রিপোর্টার/৮০
ইনটেক এডিটর/৮১
ভিডিও এডিটর/৮১
ভিডিও ক্যামেরাম্যান/৮২
নিউজরুম এডিটর/৮৩
সংবাদ পাঠক/৮৪
প্রতিবেদক/৮৫

পঞ্চম অধ্যায় যন্ত্রপাতির ব্যবহার
ভিডিও ক্যামেরা/৮৮
ট্রাইপড/৯০
বেবি লেগস/৯০
মাইক্রোফোন/৯১
টেপ/মেমোরি কার্ড/৯৩
মাইক্রোফোন স্ট্যান্ড/৯৩
এডিটিং প্যানেল/৯৪
ভিডিও টেপ রেকর্ডার বা ভিটিআর/৯৫
স্টুডিও/৯৫

www.pathagar.com

অটোক্লিপ্ট/অটোকিউ/৯৬
পিসিআর ও এমসিআর/৯৭
এসএনজি/৯৭

ষষ্ঠ অধ্যায় অ্যাসাইনমেন্ট
দিনের কর্মসূচি/৯৯
আকস্মিক ঘটনা/১০০
পরিকল্পিত সংবাদ/১০১
ঘটনাস্থল/১০২
শপিং লিস্ট/১০২

সপ্তম অধ্যায় ক্যামেরা ও ছবি
ক্যামেরার চোখে দেখা/১০৪
ছবি তোলার আগে/১০৫
ছবি তোলার সময়/১০৭
টিভি প্রতিবেদনের ছবি/১০৯

অষ্টম অধ্যায় স্পট রিপোর্টিং
ঘটনাধর্মী প্রতিবেদন/১১৮
বক্তব্যধর্মী প্রতিবেদন/১১৯
আনুষ্ঠানিকতা/১১৯
ঘটনাস্থল কাভারের কিছু নিয়ম/১২০
অগ্নিকাণ্ড/১২০
সড়ক দুর্ঘটনা/১২১
অপরাধ/১২২
সেমিনার/১২৩
সংবাদ সম্মেলন/১২৪
জনসভা/১২৫

নবম অধ্যায় সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য/১২৭
ঘটনাস্থল সাক্ষাৎকার/১২৮
ডেডলাইন সাক্ষাৎকার/১২৯
পরিকল্পিত সাক্ষাৎকার/১৩১
প্রস্তুতি ও করণীয়/১৩২
ভালো শ্রোতা হোন/১৩৩
পরিকল্পিত সাক্ষাৎকারের ছবি/১৩৪
ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার/১৩৫
ওয়েটিংরুম সাক্ষাৎকার/১৩৬
টেলিফোন সাক্ষাৎকার/১৩৬
ডোর স্টেপিং/১৩৭
লুকানো ক্যামেরায় ধারণ/১৩৭
রাজনীতিবিদদের সাক্ষাৎকার/১৩৭
রাজনীতিবিদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার কৌশল/

www.pathagar.com

দশম অধ্যায় পিটিসি
পিটিসি'র গুরুত্ব/১৪২
কখন পিটিসি দিতে হয়/১৪২
পূর্ণ দৈর্ঘ্য পিটিসি/১৪৩
সূচনা পিটিসি/১৪৫
মিড পিটিসি/১৪৬
উপসংহার পিটিসি/১৪৮
উপসংহার পিটিসি'র সূত্র/১৫২
পিটিসি'র শট/১৫৩
পিটিসি দেওয়ার সময় করণীয়/১৫৪

একাদশ অধ্যায় টিভি সংবাদ স্ক্রিপ্ট
টিভি স্ক্রিপ্ট/১৫৭
টিভি স্ক্রিপ্ট ও সংবাদপত্র স্ক্রিপ্ট/১৫৭
টিভি স্ক্রিপ্টের উদাহরণ/১৫৯
লিঙ্ক বা ইন্ট্রো লেখা/১৬১
প্যাকেজ লেখার নিয়ম/১৬৪
অপরাধ বিষয়ক টিভি রিপোর্ট/১৬৭
দুর্ঘটনা/ দুর্যোগ সংবাদ/১৭০
সংবাদ সম্মেলনের স্ক্রিপ্ট/১৭৪
পেগ স্টোরির স্ক্রিপ্ট/১৭৮
কূটনৈতিক সংবাদের স্ক্রিপ্ট/১৮৪
বিতর্কিত বিষয় নিয়ে প্যাকেজের স্ক্রিপ্ট/১৮৬
ফিচার স্ক্রিপ্ট/১৮৭
বিজনেস স্টোরির স্ক্রিপ্ট/১৮৯
প্যাকেজ লেখার সহজ সূত্র/১৯২
উভ লেখা/১৯২
ডোপ শিট/১৯৫

দ্বাদশ অধ্যায় ভিডিও চিত্র সম্পাদনা
টুইন টাওয়ার কনসেপ্ট/১৯৯
ভিডিও চিত্র বাছাইয়ের কিছু নিয়ম দৃশ্যচিত্র/২০০
দৃশ্যচিত্র সাজানোর নিয়ম/২০০
দৃশ্যচিত্র/২০২
শব্দ সম্পাদনা/২০৫
চূড়ান্ত সম্পাদনা/২০৬

পরিশিষ্ট
স্ক্রিপ্ট লেখার সময় যা মানতে হবে/২০৭
সহজ শব্দের তালিকা/২১০
কৃতজ্ঞতা স্বীকার/২১৩

www.pathagar.com

অধ্যায় ১
টিভি'র সাংবাদিক

টেলিভিশন প্রতিবেদক বা রিপোর্টারকে ২৪ ঘণ্টাই ত্রস্ত থাকতে হয়। প্রস্তুত থাকতে হয়, যে কোনো সময় যে কোনো ধরনের কাজে নেমে যাওয়ার জন্য। এমনকি প্রতিবেদক যদি ছুটিতেও থাকে তাও তাকে খোঁজ খবর রাখতে হয়। এর মধ্যে বড় কোনো ঘটনা ঘটলে প্রতিবেদককে কিছু বলতে হয় না. তিনি নিজেই দায়িত্ব নিয়ে কাজে নেমে পড়েন। এরই নাম হচ্ছে টেলিভিশন সাংবাদিকতা।

সংবাদ হচ্ছে জন্মের অপেক্ষায় থাকা অনাগত শিশুর মতো। সবাই জানে সে জন্ম নেবে, কিন্তু ঠিক কখন সে জন্ম নেবে তা কেউ জানে না। আর এই সংবাদের পেছনে টিভি প্রতিবেদককে আঠার মতো লেগে থাকতে হয়, কারণ ছবি মিস করলে টেলিভিশনে সংবাদ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। বলা হয় যত মার মার কাট কাট ছবি, তত বেশি মার মার কাট কাট সংবাদ। ঘটনার সাথে সাথে ছবি তুলতে থাকুন, লোকজনের সাক্ষাৎকার নিন, ঘটনাগুলো আপনার অফিসকে জানাতে থাকুন সাথে সাথে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে এমন কিছু বলুন যা কেউ জানে না, জানলেও এত ভাবার সময় নেই। আপনি প্রতিবেদক যখন মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বলবেন, তখন সবাই ভাববে, হ্যাঁ তাই তো, এই কথাটা আমার মাথায় কেন আসেনি ?

দুঃখজনক হচ্ছে অনেকেই ইদানীং টিভি রিপোর্টার হতে চায় কেবল স্টার বা তারকা হবার জন্য। তারা কেবল বিখ্যাত হতে চায় অভিনেতা বা বিজ্ঞাপনের মডেলদের মতো। সমাজে, সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, হোটেল বা রেস্টুরেন্ট পার্টিতে আলাদা একটু বেশি সমাদর পেতে এ পেশাকে বেছে নিতে চায়। তাদের অনেকেই এ পেশাকে ভালোবাসে না। সাংবাদিক হবে দেশপ্রেমিক, সে হবে নির্ভীক-সৎ, লেখনিতে বস্তুনিষ্ঠ এবং কর্মে নিরপেক্ষ। এই গুণ অর্জনের জন্য তাকে সেনাবাহিনীর মতো প্রশিক্ষন দেওয়া হবে না। এই পেশায় যেদিন সে নাম লেখাবে, সেদিন থেকে এই গুণগুলো একটু একটু করে মনে; মন থেকে মস্তিস্ক সেখানে থেকে অস্থি মজ্জায় মিশে যেতে থাকবে।

www.pathagar.com

সাংবাদিকের দেশপ্রেমিকতা বা সততার জন্য বাস্তবে কোনো পুরস্কার নেই। ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য পেনশন নেই, নেই কোনো সরকারি বা বেসরকারি পেশাগত নিরাপত্তা। সেনাবাহিনীর মতো তার হাতে কোনো অস্ত্র নেই যা দিয়ে সহজেই অন্যকে ঘায়েল করা যায়। তাই সহজেই প্রভাবশালীরা জ্বালাতন করবে, পুলিশ হয়রানি করবে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। তবে তখন খুব বেশি সাংবাদিক বন্ধুকে আপনার পক্ষে পাবেন না। কারণ রাজনৈতিক কিছু সুবিধার আশায় তারা অন্যায়কে অন্যায় বলতে বিব্রত হতে পারেন।

সাংবাদিকের জীবনে প্রটোকলের বাছবিচার নেই। সকালে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সাথে নাস্তা করে বিকেলে কড়াইল বস্তিতে নোংরা কাপে চা খেতে গিয়ে ঘা ঘিনঘিন করলে চলবে না।

এতকিছু নেই, তারপরও মানুষ সাংবাদিকতায় কেন আসেন ? যারা রাষ্ট্র ও সমাজের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান আশা না করেই দেশ ও দেশের মানুষকে সুন্দর দিন উপহার দিতে চান, তারা এই পেশাকেই বেছে নেন।

টিভি সংবাদ

কোনো এক সকালে খবর এল ময়মনসিংহের কাছে দুটি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন ঘটনাস্থলেই মারা গেছে। আহত দেড় শতাধিক। আহতদের উদ্ধার কাজ চলছে। উত্তরবঙ্গের সাথে ঢাকার সব ধরনের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে পড়েছে। ১০/১২ হাজার মানুষ বিভিন্ন স্টেশনে আটকা পড়েছে।

একই দিন দুপুরে প্রধানমন্ত্রী মধুমতি নদীর ওপর সেতু উদ্বোধন করলেন। এর ফলে গোপালগঞ্জ ও পিরোজপুর জেলার সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হলো। পূরণ হলো জেলা দুটির প্রায় ১৫ লাখ মানুষের দীর্ঘ দিনের দাবি। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে তাই যেন এক উৎসব।

পত্রিকার বার্তা বিভাগ পরদিনের দৈনিকের জন্য ব্যানার শিরোনাম করতে পারে

মধুমতি সেতু চালু

গোপালগঞ্জ ও পিরোজপুরের মধ্যে যোগাযোগের নতুন দিগন্ত সূচনা

কিন্তু টেলিভিশনের কি একইভাবে সেতু উদ্বোধনের ঘটনাকে প্রধান শিরোনাম করা উচিত ? কারণ টিভির দর্শকদের কাছে সংঘর্ষ কবলিত ট্রেন, আহতদের রক্তমাখা শরীর, উদ্ধার তৎপরতা, স্টেশনে স্টেশনে আটকে পড়া যাত্রীদের দুর্ভোগ

www.pathagar.com

আর অন্তহীন অপেক্ষার ছবি অনেক বেশি আবেদনের জন্ম দেয়। আর এজন্যই টিভির সংবাদ নিজের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে আলাদা এক রূপে দর্শকের কাছে উপস্থাপিত হয়।

একটি ঘটনা কখন টিভিতে সংবাদ হয়ে ওঠে ? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আমরা বুঝতে চেষ্টা করি পুরো প্রথম আলোতে একদিনে যত সংবাদ থাকে তা পড়তে কমপক্ষে ৮/১০ ঘণ্টা লাগে। আর টিভির প্রাইম টাইম বুলেটিনের সময় কত ? বিজ্ঞাপন বিরতি মিলিয়ে ৫০ মিনিট। এর মধ্যে সংবাদ ৩৫ মিনিটের বেশি হবে না। ফলে সংবাদপত্র যা ধারণ করে টিভি প্রচার করে তার মাত্র ৫ থেকে ১০ ভাগ সংবাদ। আর এজন্য টিভি কয়েকটি বিষয় প্রাধান্য দিয়ে তার বুলেটিন সাজায়।

১. ছবির সংবাদ শক্তি
২. ঘটনার গতি
৩. আলোচিত মন্তব্য
৪. বিষয়ের তাৎক্ষণিকতা
৫. দর্শকের আগ্রহ ও আবেগ
৬. সংবাদ মূল্য
৭. সংবাদ রসায়ন
৮. সংবাদ উপাদান
৯. টেলিভিশনের নীতি

ছবির সংবাদ শক্তি

টিভির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি হচ্ছে ছবি বা Visual। ছবি যখন জীবন্ত হয়ে ওঠে বা ছবি যখন কথা বলে তখন অনেক ছোট বিষয় টিভির পর্দায় বড় সংবাদ হয়ে ওঠে।

আমরা প্রায়ই রেল ক্রসিংগুলোতে বাস-ট্রেন দুর্ঘটনার কথা শুনি। এসব ঘটনায় কেউ না কেউ তো হতাহত হচ্ছেই। বিখ্যাত কেউ না হলে এক-দুজনের প্রাণহানিতে সংবাদপত্রের পাতায় এক কলাম জায়গা পাওয়াও কঠিন ব্যাপার। কিন্তু টিভি ক্যামেরায় যদি ঘটনাটি উঠে আসে তখন তা সবাইকে নাড়িয়ে দিতে বাধ্য।

২০০৯ সালে এটিএন বাংলার প্রতিবেদক এস এম বাবু ও ক্যামেরাম্যান খলিলুর রহমান জুয়েল রেল ব্যবস্থা নিয়ে প্রতিবেদন করতে গিয়ে ঘটনাক্রমে ঢাকার মগবাজার রেল ক্রসিং এ এমনই এক দুর্ঘটনা ক্যামেরায় তুলে আনেন। ছবির এই শক্তিতে এটিএন বাংলার স্ক্রিনে ঘটনাটি প্রধান শিরোনাম হিসেবে স্থান

www.pathagar.com

পায়। আর তার পরের কটা দিন বাংলাদেশের সব টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্রের আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে রেল ক্রসিং এ দুর্ঘটনার বিষয়টি।

আরেকটি ঘটনা খেয়াল করি। একটি স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের যাবার কথা। যথারীতি সব চ্যানেলের সাংবাদিক ক্যামেরাম্যানরা হাজির। কিন্তু তারা শুনলেন অনুষ্ঠান শুরুর ১০ মিনিট আগে এসে ছোট একটা বক্তব্য দিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয় চলে গেছেন। আয়োজকদের কাছ থেকে দরকারি দু-একটা তথ্য নিয়ে সংবাদপত্রের প্রতিবেদকরা ছোট এক কলাম নিউজ করে দিলেন। কিন্তু টিভি প্রতিবেদকরা কী করবেন ? কেউ যেহেতু ছবি পায়নি তাই সংবাদটি আর কারো করা হলো না। অর্থাৎ ছবি না থাকলে টিভির কাছে ওই সংবাদের কোনো গুরুত্ব নেই। আর এজন্যই বলা হয় ছবিই হচ্ছে টেলিভিশনের প্রধান শক্তি।

ঘটনার গতি

যে কোনো ধরনের সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, গোলাগুলি, অস্বাভাবিক মৃত্যু, মানুষের ভোগান্তি, বহুতল ভবনে ফাটল, আতঙ্কিত মানুষের ছোটাছুটি, মহাসড়কের যানজট, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রীসহ রাজনৈতিক কর্মসূচির তার গতির কারণে টিভির জন্য বড় সংবাদ হয়ে ওঠে।

বিরোধী দলীয় নেতা ঢাকার দশটি স্থানে গরিবদের মাঝে খাবার বিতরণের ঘটনা সংবাদ পত্রের জন্য খুবই ছোট খবর। তবে টেলিভিশনের জন্য বড় খবর। পাটুরিয়া ঘাটে দীর্ঘ যানজট সংবাদপত্রের জন্য দু'কলাম নিউজ, তবে ঈদের আগে হয়ত টিভির প্রধান শিরোনাম। নেত্রকোনার হাওড়ে হঠাৎ বন্যায় দুটি গ্রাম তলিয়ে যাওয়া এবং সেখানে সরকারি কর্মকর্তাদের না যাবার খবর সংবাদপত্রের জন্য তেমন বড় ঘটনা নয়, তবে টিভি প্রতিবেদক যদি দুর্গত মানুষের কষ্ট ধারণ করে এনে তুলে ধরেন, তা টিভির জন্য বড় সংবাদ হতে বাধ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মধুর কেন্টিনে দু'দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষ, ৫ জন আহত; ঘটনাটি যদি টিভি ক্যামেরার সামনে ঘটে, তাহলে ?

এভাবেই যে কোনো ঘটনার গতি, উত্তেজনা, আকর্ষণ টিভি সংবাদের উপাদান তৈরি করে দেয়।

আলোচিত মন্তব্য

কে কী বলেছেন--তা সংবাদপত্রের পাঠকরা জানতে পারেন কেবল সাংবাদিকের লেখার মাধ্যমে। টিভির দর্শকরা রিপোর্টারের মুখ থেকে তা তো জানতে পারেনই

www.pathagar.com

উপরন্তু সেই ব্যক্তির মুখ থেকেও শুনতে পারেন তিনি কী বলেছেন। টিভি এই বাস্তবতাকে বাস্তব করেই তুলে ধরতে পারে বলেই যে কোনো মন্তব্য নিজ কানে শোনা আর টিভি সেটের সামনে শোনার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। ফলে টিভি সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মন্তব্যকে শিরোনামে বিশেষ স্থান দিয়ে তাকে আলোচিত মন্তব্য করে তোলে যা হয়ত পরদিনের সংবাদপত্রে বড় জোর এক কলাম শিরোনাম হিসেবে জায়গা পাবার যোগ্য।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে চাকর-বাকর বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী। এটি সংবাদপত্রের জন্য কত বড় সংবাদ ? এক কলামের নিশ্চয় বেশি নয়। তবে টিভির জন্য প্রধান শিরোনাম।

বিশ্বজুড়ে টিভি স্টেশনগুলো বিখ্যাত ব্যক্তির বা বিখ্যাত ব্যক্তি সম্পর্কে বেফাঁস মন্তব্যকে সবসময় বড় সংবাদ হিসেবে বিবেচনা করে। সুতরাং টিভি সংবাদে বেফাঁস মন্তব্যের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শীর্ষ রাজনীতিবিদরা একে অপরের কড়া সমালোচনা করে 'অর্বাচীন' জাতীয় মন্তব্য করলে তা টিভির জন্য প্রধান শিরোনামের তালিকায় চলে আসে। ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে একদিন ভারতের সব চ্যানেলের শিরোনাম ছিল এমন

> রাজনীতির মাঠে রাহুল গান্ধীকে এখনো বাচ্চা ছেলে বলেই মনে করেন তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী ও কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেলে কলকাতায় এক সংবাদ সম্মেলনে সম্প্রতি রাহুলের পশ্চিমবঙ্গ সফর নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে এ মন্তব্য করেন মমতা। তবে দিল্লিতে কংগ্রেসের এক সাংগঠনিক সভা শেষে এ নিয়ে কোনো মন্তব্যই করেননি রাহুল।

দেশে বিতর্ক চলছে এমন বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের যে কারো মন্তব্য টিভির জন্য বড় সংবাদ হয়ে ওঠে। কিছুদিন আগে যখন টেন্ডারবাজি, অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির ঘটনায় ছাত্রলীগের কিছু নেতা-কর্মীদের নামে অভিযোগ আসত, তখন ছাত্রলীগ নিয়ে যে কারো মন্তব্যই টিভি শিরোনামে স্থান পেয়েছিল।

বিষয়ের তাৎক্ষণিকতা

রেডিও-টেলিভিশন হলো এমন দুটি মাধ্যম যা যখন ঘটনা তখনই দর্শকদের জানাতে পারে। ব্রেকিং নিউজ দেওয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা তাই কেবল টেলিভিশনের।

www.pathagar.com

২০০৮ সালে ভারতের অন্ধ্র প্রদেশে তিন বছরের এক শিশু কুয়ায় পড়ে যাওয়ার পর দমকল বাহিনী প্রায় ৮ ঘণ্টার চেষ্টায় তাকে উদ্ধার করে। স্থানীয় বেশকিছু টিভি ঘটনাটি সরাসরি সম্প্রচার করেছিল। কিন্তু ঘটনা শেষ হবার পর সংবাদপত্রের জন্য সংবাদ ছিল খুব সামান্য।

একইভাবে যেদিন মন্ত্রিসভা শপথ নেবে সেদিন কারা মন্ত্রী হচ্ছে, কার কার বাসায় সরকারি গাড়ি যাচ্ছে, এসব নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারে কেবল সম্প্রচার মাধ্যম। মন্ত্রিসভা গঠনের পর সেটা তো সাদামাটা সংবাদ। মানুষের আগ্রহ থাকে কেবল মন্ত্রিসভা গঠনের আগ পর্যন্ত। আর ধারাবাহিকভাবে সেই খবরের আপডেট দিয়ে যাওয়া কেবল রেডিও-টিভির পক্ষেই সম্ভব।

দর্শকের আগ্রহ ও আবেগ

টিভি মূলত বিনোদন মাধ্যম, তাই সেখানে সংবাদের মাধ্যমেও বিনোদন দেওয়ার চেষ্টা থাকে। এখানে ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা, চলমান ছবি-শব্দ আর সাক্ষাৎকারের মিলনে যে আবেগ তুলে ধরা যায় অন্য কোনো সংবাদ মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। মানুষের বিবেককে নাড়া দেওয়ার জন্য টিভি অনেক বড় কাজ করতে পারে। সিডর বা আইলায় বেঁচে যাওয়া মানুষের জীবন যন্ত্রণা টিভিতে যেভাবে তুলে ধরা সম্ভব, তা কি সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনে করা যাবে ? কোনো এক রহিমার কথা সেখানে হয়ত ভিতরের পাতায় তিন কলাম বক্স নিউজ হতে পারে। কিন্তু রহিমার ক্ষুধার কষ্টের অস্ফুট কান্না তুলে ধরতে পারে, কেবল টেলিভিশনের স্ক্রিন।

বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনার পর সেনা কর্মকর্তাদের পরিবারের যে কষ্ট, যন্ত্রণা, স্বজন হারানোর বেদনা, লাশ দাফনের সময়ের যে আবেগ মাখা কান্নার স্রোত তা তো শুধু টিভির পক্ষেই দেখানো সম্ভব। তাই টিভি সবসময় দর্শকের এই আবেগ ও আগ্রহকে বিবেচনা করে।

দেশে যেখানে সমস্যার অন্ত নেই সেখানে ঢাকার গোপীবাগ এলাকার পানি ও গ্যাসের চরম সংকট কতটুকু গণমাধ্যমে আসে ? টিভিই পারে কেস স্টাডির মতো করে উদাহরণ আকারে মানুষের এই সংকট তুলে ধরতে।

এসএসসি এইচএসসি পরীক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক পরীক্ষার শুরু থেকে ফলাফল পর্যন্ত বিস্তারিত ঘটনা টিভি প্রচার করে। পাশাপাশি বাংলাদেশের সাফল্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আনন্দ উৎসবের কেন্দ্রে পরিণত হলে তা সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরতে পারে কেবল টিভি সংবাদ।

শাহরুখ খান বা ম্যারোডোনার যে কোনো সংবাদ দর্শকের আগ্রহের কারণেই বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলোর বড় সংবাদ হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

সংবাদ মূল্য

সংবাদপত্র বা টিভি--মাধ্যম যাই হোক না কেন সংবাদ বিবেচনার মাপকাঠি তার গুরুত্ব। সংবাদপত্রে জায়গার সীমাবদ্ধতা না থাকায় যে কোনো ঘটনা বিস্তারিত জানানোর সুযোগ আছে। তবে সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে সব সংবাদই টিভিতে সংক্ষিপ্ত আকারে পুরো ঘটনা তুলে ধরা হয়। টিভি সংবাদে ঘটনার ছবির সাথে সাক্ষাৎকার এবং ঘটনার সময়ের পারিপার্শিক আওয়াজ বা শব্দ ব্যবহার করে তাকে জীবন্ত করে তোলা হয়। দর্শকদের সামনে এমনভাবে ঘটনাকে নিয়ে আসা হয় যেন মনে হয় তিনি নিজ চোখেই পুরো ঘটনা দেখছেন।

সংবাদপত্রের মতোই দেশ-বিদেশের যে কোনো বড় ও আলোচিত ঘটনা টিভি শিরোনামে স্থান পাবে এটাই স্বাভাবিক। মুম্বাই এর দুটি হোটেলে সন্ত্রাসী হামলা, বাংলাদেশের বিএসইসি ভবন বা নিমতলীর অগ্নিকাণ্ড গুরুত্বসহকারে স্থান পায়। তেমনি জ্বালানি তেলের দাম বাড়া, শেয়ার বাজারের উল্লেখযোগ্য ওঠা-নামা, চালসহ নিত্য দরকারি পণ্যের দাম বাড়া, বেতন কমিশন গঠনসহ যে কোনো বড় ঘটনা তার ফলোআপ টিভি সংবাদে বিশেষ স্থান পায়।

টেলিভিশন আসলে যে কোনো ঘটনা সংক্ষিপ্ত অথচ জীবন্ত করে তুলে ধরতে পারে।

আধুনিক সাংবাদিকতায় কোনো ঘটনা সংবাদ হয়ে ওঠার জন্য তার মধ্যে মূল্য নির্ধারক পাঁচটি শর্তকে মাপকাঠি মনে করা হয়। দেশ বা বিদেশের কোনো ঘটনা কোনো বৈশিষ্ট্যের টেলিভিশনের সংবাদ হয়ে ওঠার জন্য সংবাদের মধ্যে নিচের এই শর্তগুলো জরুরি।

ক. সুখ্যাতি (Prominence)
খ. নৈকট্য বা স্বার্থ (Proximity)
গ. দ্বন্দ্ব বা সংঘাত (Conflict)
ঘ. আকার (Size)
ঙ. আন্তর্জাতিক গুরুত্ব (International Importance)

সুখ্যাতি

কোনো ঘটনার মধ্যে কোনো খ্যাতিমান জড়িয়ে থাকলে তা সংবাদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা খেলতে গিয়ে সামান্য আহত হবার ঘটনা যেমন সংবাদ তেমন নোবেল জয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুসের অর্থ কেলেংকারির অভিযোগ উঠলে তাও সংবাদ। একইভাবে নতুন কিছু থাক বা না থাক আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী যাই বলেন, তা সংবাদ। ঐশ্বরিয়া

www.pathagar.com

রাইয়ের বিয়ের খবর বা প্রিন্স চার্লসের প্রেমের ঘটনা আমাদের দেশের টেলিভিশনে সংবাদ হয়ে ওঠে তাদের খ্যাতির কারণেই।

কোনো ঘটনা হয়ত খবর হবারই যোগ্য নয়, কিন্তু দেখা গেল তার সাথে জড়িয়ে আছেন কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, সাথে সাথেই তা খবর। পকেট মার হয়ে যাবার ঘটনা খুব সাধারণ তবে যদি তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ঘটনা হয় ? পুলিশ প্রধান বা আইজিপির বাসায় চুরির ঘটনা অবশ্যই বড় সংবাদ।

নৈকট্য বা স্বার্থ

যে ঘটনার সাথে মানুষের যোগসূত্র থাকে এবং তা যখন টিভিতে প্রচারিত হয় তখন সে সর্বোচ্চ আগ্রহ নিয়ে দেখে। কুমিল্লার একটি ঘটনা তা যত ছোটই হোক, দেশ বা বিদেশের যে প্রান্তেই থাকুক না কেন কুমিল্লাবাসীর মনোযোগ টানতে বাধ্য। একজন মানুষের অনেকগুলো আগ্রহের জায়গা থাকে। যেমন তার বেড়ে ওঠা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আবাসস্থল, কর্মক্ষেত্র, খেলাধুলা, বিনোদন ইত্যাদি। কোনো একটি খবর যখন এর যে কোনো একটি আগ্রহের সাথে মিলে যায় তখন সে দ্বিগুণ আগ্রহে সংবাদ দেখে থাকে।

বিদেশের সংবাদ বাংলাদেশের টিভির জন্য সংবাদ কি না তা মাপার প্রথম মাত্রা হচ্ছে, ঘটনার মধ্যে কোনোভাবে বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কিছু আছে কি না ? সৌদি আরবে হজের সময় প্রতিবছরই নানাভাবে অনেক হাজি মারা যায়। অবশ্যই তা সংবাদ। তবে এর মধ্যে যদি কোনো বাংলাদেশী হাজি থাকেন তবে তা আরও বড় সংবাদ।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি প্রতি সপ্তাহে নানা বিষয়ে ব্রিফিং দেন। যখন তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু বলেন, তখন তা বাংলাদেশের জন্য সংবাদ হয়ে ওঠে। একইভাবে আন্তর্জাতিক গলফ খেলার সংবাদ এদেশের চ্যানেলে থাকে না বললেই চলে। কিন্তু বাংলাদেশি কোনো গলফার যদি সেই টুর্নামেন্টে ভালো ফল করেন, তা অবশ্যই বড় সংবাদ।

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ। যখন আন্তর্জাতিক কোনো ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন বাংলাদেশও এর মধ্যে পড়ে। ফলে এটিও গুরুত্ব পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইয়োরোপের যে কোনো দেশ যখন অবৈধ অভিবাসী নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়, তখন স্বাভাবিক কারণেই তা বাংলাদেশের জন্য বড় খবর।

মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি আলোচনার সফলতা বা ব্যর্থতা আমাদের নানাভাবে প্রভাবিত করে। মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসকারী বাংলাদেশী শ্রমিকদের ভাগ্য, বৈদেশিক মুদ্রা আয় আর তেলের দাম কমা-বাড়ার বিষয়টি এর সাথে জড়িত। এছাড়া

www.pathagar.com

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম হবার কারণে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থের প্রতি বাংলাদেশের টিভি সমর্থন দেয়।

দ্বন্দ্ব বা সংঘাত

প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ভালো থাকবে এইটাই স্বাভাবিক। যদি কোনো কারণে প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রীর সম্পর্কে কোনো আপত্তিকর মন্তব্য করেন তা সংবাদ।

শিক্ষামন্ত্রীর ছেলে যদি শিক্ষানীতি বিরোধী মিছিল-সমাবেশে অংশ নেন বা স্ত্রী যদি স্বামীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়ান তা কেবল সংবাদ হয় তাদের মধ্যের দ্বন্দ্বের কারণে।

এছাড়া সাধারণত দ্বন্দ্ব, হানাহানি, হিংসা বা প্রতিযোগিতামূলক যে কোনো বক্তব্য বা পদক্ষেপই সংবাদ। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিএনপির হুমকি বা ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান সবসময়ই বড় সংবাদ। যুদ্ধ, গোলাগুলি, বন্দুকযুদ্ধ, অগ্নিসংযোগ, বোমাবাজি, হরতাল, অবরোধ, হকিস্টিক-লগি-বৈঠা-লাঠি-ঝাড়ু মিছিল যত ছোট বা বড় হোক তা টিভির জন্য সংবাদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আকার

আকারই বিবেচনা করে কোনটি সংবাদ আর কোনটি সংবাদ নয়। ১০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধারের ঘটনা টিভি চ্যানেল প্রচার করতে নাও পারে তবে ১০ হাজার বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধারের ঘটনা প্রচারযোগ্য। গণপিটুনিতে ডাকাত আহত হবার খবর গুরুত্বপূর্ণ নয় তবে নিহত হলে অবশ্যই খবর। নিহতের সংখ্যা বেশি হলে আরও বড় খবর। ১০০ টাকা কুড়িয়ে পেয়ে ফেরত দেওয়ার ঘটনা সংবাদ নয় তবে রিকশাওলার এক লক্ষ টাকা ফেরত দেওয়া বড় ঘটনা। এতে ওই রিকশাওলার মনের বড়ত্ব ফুটে ওঠে। একরাতে সাধারণ কারো বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা সামান্য হতে পারে তবে ১০/১২ বাড়িতে বা এক মাসে একই এলাকায় ২০ বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা মোটেই সামান্য নয়।

আন্তর্জাতিক গুরুত্ব

বাংলাদেশের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই অথচ আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রধান আলোচনার বিষয় হবার কারণে তা বাংলাদেশের মানুষেরও আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মার্শাল ম্যাকলুহানের গ্লোবাল ভিলেজ ধারণার ওপর খবরের আন্তর্জাতিক

www.pathagar.com

মান নির্ধারিত হয়। চিলির খনিতে শ্রমিকদের আটকে পড়ার ঘটনা যেন আমাদের দিনাজপুর খনি শ্রমিকদের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাদের উদ্ধারের ঘটনায় আমরা আরও বেশি আলোড়িত হই। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মন্দা কোনো না কোনোভাবে আমাদের প্রভাবিত করে। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য বা ভারতের নির্বাচন, জলবায়ু সম্মেলন, ন্যাটো, জি-এইট বা ইয়োরোপীয় ইউনিয়নের খবরও এদেশের টিভি চ্যানেলের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

উইকিলিকস এর তথ্য ফাঁস, আল কায়েদা, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ, ইরাক-ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের মতো বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক গুরুত্বের কারণেই এদেশের মিডিয়ায়ও সমানভাবে গুরুত্ব পায়। রাশিয়া বা অস্ট্রেলিয়ার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বা আইসল্যান্ডে আগ্নেয়গিরি জ্বলে ওঠার সংবাদ তার গুরুত্বের কারণে এদেশেও বড় সংবাদ।

সংবাদ রসায়ন

রসায়নে যেমন অণু ও পরমাণুর মিলনে রাসায়ানিক যৌগ তৈরি হয়, ঠিক সেভাবে একটি সংবাদ উপাদানের সাথে আরেকটি উপাদানের মিলনে সংবাদ তৈরি হয়।

যেমন:

একজন স্ত্রী + একজন স্বামী = ০

একজন স্ত্রী +৫ জন স্বামী = সংবাদ

একজন মানুষ+ সাধারণ জীবন = ০

একজন মানুষ+ অসাধারণ ঘটনা = সংবাদ

একটি লঞ্চ দুর্ঘটনা+৩ জন সামান্য আহত = ০

একটি লঞ্চ দুর্ঘটনা+মন্ত্রীর পরিবারের তিনজন সামান্য আহত= সংবাদ

সংবাদ উপাদান

সংবাদ মূল্যের বিচারে রাজনীতি, অপরাধ, বাণিজ্য-অর্থনীতি, যুদ্ধ, জ্বালানি, খেলাধুলা, বিনোদন, যৌনতা ইত্যাদিই বড় সংবাদ উপাদান হয়ে থাকে। যে সংবাদের মধ্যে এই উপাদানগুলো থাকে তখন সেগুলোকে সংবাদ মূল্যের আলোকে মূল্যায়ন করে টিভির জন্য সংবাদ হবে কি হবে না তা ঠিক করা হয়।

www.pathagar.com

টেলিভিশনের নীতি

প্রত্যেকটি টিভি'র নিজস্ব রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। এর ভিত্তিতেই ঠিক করা থাকে তার প্রচার নীতি। টিভির এই নীতিই আসলে ঠিক করে কোন সংবাদ তারা প্রচার করবে বা করবে না। কোনটাকে গুরুত্ব দেবে আর কোনটাকে যেন তেনভাবে দেখাবে। প্রতিদিন এসাইনমেন্ট এডিটরের কাছে কয়েকশো সংবাদ অনুষ্ঠানের কাগজ জমা পড়ে। ৪০ মিনিটের বুলেটিনের জন্য তার পক্ষে ২০ টির বেশি এসাইনমেন্ট কাভার করাও সম্ভব নয়। এজন্য টিভি কর্তৃপক্ষকে অনেক বেশি সিলেকটিভ হতে হয়।

গাজীপুরে মাজরা পোকা দমনে কৃষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের খবরটি কেউ প্রচার না করলেও চ্যানেল আই প্রচার করবে। কারণ কৃষি ভিত্তিক সংবাদ জনপ্রিয় করতে তারা কাজ করছেন। রাজনীতি, সুশাসন, সামাজিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে কোনো সংবাদ গুরুত্ব পায় এটিএন বাংলায়। একুশে টেলিভিশন অর্থ-বাণিজ্য ও শেয়ার বাজার সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এরকম একেক টিভির একেক রকম বৈশিষ্ট্য থাকে।

সব চ্যানেল একই ঘটনা কাভার করলেও নিজস্ব নীতির কারণে পরিবেশনা আলাদা হয়। চ্যানেলগুলো মালিক বা তার নির্দেশিত সংবাদকে অগ্রাধিকার দেয়, এক্ষেত্রে দর্শক তা পছন্দ না সমালোচনা করল তা নিয়ে টিভি কর্তৃপক্ষ মোটেই ভাবে না।

রাজনৈতিক কারণে চ্যানেলগুলোর সংবাদ পরিবেশনের পার্থক্য তো থাকেই পাশাপাশি ভারত-পাকিস্তান বা বাঙালি-পাহাড়ি ইস্যুতে একেক চ্যানেল তাদের মতো করে সংবাদ প্রচার করে। এসময় বস্তুনিষ্ঠতা নিরপেক্ষতা ব্যাহত হয়। কারণ এসময় বিশেষ চ্যানেলটি একটা পক্ষ নিয়ে কাজ করে। স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা তথা অবাধ তথ্য প্রবাহের জন্য জরুরি হচ্ছে রাজনৈতিক কারণে পক্ষ অবলম্বন না করে নিরপেক্ষভাবে তথ্য তুলে ধরা।

কিছু চ্যানেল আবার নানা কারণে সাংবাদিকতার নীতি বিসর্জন দিয়ে সরকার তোষণে মেতে ওঠে। স্বজনপ্রীতিও অনেক সময় টিভির নীতি হয়ে দাঁড়ায় (যে সব টিভি চ্যানেল নীতিহীনতায় মেতে ওঠে সেখানে এসব বেশি চোখে পড়ে)। তারকা খ্যাতি পাওয়া কোনো প্রতিবেদকের অখাদ্য মানহীন ও গুরুত্বহীন প্রতিবেদনও দর্শকের সামনে নানা রঙে তুলে ধরা হয়। আর নতুন প্রতিবেদকের বিশেষ ভালো মানের প্রতিবেদন দিনের পর দিন বুলেটিনে জায়গা পায় না।

www.pathagar.com

টীকা: ব্রেকিং নিউজ

যে ঘটনা সম্পর্কে আগে কেউ জানত না, হঠাৎ করেই তা ঘটল, সেই ঘটনাটি সবার আগে জানিয়ে দেওয়াকে বলে ব্রেকিং নিউজ। টিভি চ্যানেলগুলো স্ক্রল, টীকার, বিশেষ বুলেটিন বা এইমাত্র পাওয়া খবর হিসেবে 'ব্রেকিং নিউজ' প্রচার করে থাকে। যেমন:

- নিমতলিতে আগুন জ্বলছে, শতাধিক মানুষের প্রাণহানির আশংকা।
- পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে হিলারি ক্লিনটনের নাম ঘোষণা করলেন নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা।

অনেক খবর পরে সাধারণ খবরে পরিণত হয় কিন্তু তাৎক্ষণিকতার বিচারে ব্রেকিং নিউজ হিসেবে প্রচারিত হয়। যেমন:

- ব্যাঙ্গালোরু টেস্টে ভারত ১০ রানে হারাল অস্ট্রেলিয়াকে।
- মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিতে যাচ্ছেন শাহজাহান খান, এনামুল হক, শিরিন শারমীন চৌধুরী ও এ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম।

যখন গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা ঘটছে, ধারাবাহিকভাবে তার অগ্রগতি জানানোও ব্রেকিং নিউজ। যেমন:

- দমকলের ১০টি গাড়ি নিমতলীর আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। এ পযন্ত ৪১ জনের লাশ উদ্ধার।
- প্রথমার্ধের খেলা শেষে ইতালির বিরুদ্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে আছে ব্রাজিল।

www.pathagar.com

ব্রেকিং নিউজকে অনেক টিভি চ্যানেলে Flash News/News Flashও বলা হয়।

ইদানীং টিভির পাশাপাশি Online Newspaper এবং Online News Agencyও ব্রেকিং নিউজ দিচ্ছে। যা অবশ্যই ইতিবাচক। তারপরও ব্রেকিং নিউজের জন্য দর্শকরা আজো টিভির উপর নির্ভরশীল। টিভি যেভাবে চলমান ছবি ও তথ্য দিয়ে ঘটনা প্রমাণ করে এখনো তা Online Newspaper এবং Online News Agency এর পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। তাই আজো ব্রেকিং নিউজ বলতে কেবল টিভির ব্রেকিং নিউজকেই বোঝানো হয়। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ব্রেকিং নিউজ এখনো টেলিভিশনের একচ্ছত্র অধিকার।

অনুশীলনী

১। টিভি সংবাদের কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যকে আপনি সংবাদপত্রের তুলনায় আলাদা করে দেখেন ?

২। টিভি সংবাদে ছবির আলাদা গুরুত্বকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন ?

৩। টিভি সংবাদ বিচারের মাপকাঠিগুলো কী কী ? নিচের খবরগুলো কোন কোন বিচারে বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলে সংবাদ হবার যোগ্য, ব্যাখা করুন।

ক. মধ্যপ্রাচ্যে অর্থনৈতিক মন্দা

খ. খেলতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সামান্য আহত

গ. সৌদিআরবে ১৫৩ হাজির মৃত্যু, ১২ জন বাংলাদেশি

ঘ. বাংলাদেশকে ভালোবাসেন অমিতাভ বচ্চন

ঙ. এরশাদের সাথে দাম্পত্য জীবন নিয়ে বিদিশার বই প্রকাশ

চ. চারহাজার ইয়াবা ট্যাবলেটসহ তিন এমপির ছেলে গ্রেফতার

ছ. এক সপ্তাহ ভাত না খেয়ে আছে আইলা দুর্গত নসিমন বেগম

জ. হরতালের আগের দিন রাজপথে শতাধিক গাড়ি ভাঙচুর

ঝ. পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে পিস্তল ছিনতাই

ঞ. অস্ট্রেলিয়ার কাছে বাংলাদেশের টেস্ট সিরিজ হার

৩। ব্রেকিং নিউজ দেওয়ার সুযোগ আজো টিভির একচ্ছত্র অধিকার ? কেন আপনি এই বক্তব্যকে সমর্থন বা বিরোধিতা করেন ?

৪। টিভির নিজস্ব প্রচার নীতি কি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচারে বাধা, নাকি সহায়ক ভূমিকা রাখে ?

www.pathagar.com

অধ্যায় ২
টিভি সংবাদ কাঠামো

বিশ্বের যে কোনো টিভিতে প্রচারিত সংবাদ কাঠামোগতভাবে একই রকম। অনেক ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ১৯৮০ সাল থেকে মার্কিন সংবাদ চ্যানেল সিএনএস-এর দাঁড় করানো কাঠামোর ওপরই আজকের টিভি সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে।

বিশ্বের যে কোনো চ্যানেলের সংবাদ ভালো করে খেয়াল করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। তা হলো প্রতিটি সংবাদের শুরুতে একটা লিঙ্ক (Link) থাকে যা দিয়ে একজন উপস্থাপক সংবাদটিকে পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর সংবাদের নানা ধরনের ডালপালা থাকে। উপস্থাপক সেই ডালপালার সূত্র ধরিয়ে দেন। টিভি সংবাদ সাধারণত প্যাকেজ (Package) আকারে প্রচারিত হয়। সংক্ষিপ্ত আকারে উভ (OOV) হিসেবে দেখানো হয়। সেক্ষেত্রে ছবি না পাওয়া গেলে গ্রাফিক্স বা এনিমেশন এর সাহায্যে দেখানো হয়। অনেক সময় শুধু বক্তব্য বা সিঙ্ক শোনানো হয়। প্রধান সংবাদের ক্ষেত্রে ডালপালার সব শাখা প্রশাখা দেখানো হয়। একে News Developing বা Major Story বলে। আমরা একে একে সব বিষয় নিয়েই আলোচনা করব।

Link / Lead/ In Vision(IV)

সংবাদপত্রের সংবাদের প্রথম প্যারাকে যেমন বলা হয় Intro বা সংবাদ সূচনা, তেমনি টিভির বেলায় বলা হয় Lead বা শিরোনাম, Link বা সংযোগ, In Vision অথবা বা সংক্ষেপে IV । সংবাদ পাঠককে যখন স্ক্রিনে দেখা যায় তখন আসলে তিনি কোনো কিছুকে Link করেন। এই দেখা যাওয়ার কারণে একে In Vision বা দৃশ্যমান বলে। সংবাদের শুরুতে কেবল গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো জানানো হয় বলে একে Leadও বলা হয়।

www.pathagar.com

অর্থাৎ সংবাদ যাই হোক, প্যাকেজ, উভ বা সরাসরি সম্প্রচার বা অন্যকিছু Link (লিঙ্ক) সেখানে থাকবেই। আর গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের যখন Multiplying বা Developing হয় তখন সংবাদ পাঠক সংবাদের নানা অংশের সাথে বার বার লিঙ্ক করেন।

লিঙ্ক বা ইন্ট্রোর মাধ্যমে টিভির বার্তা বিভাগ বেশকিছু উদ্দেশ্য পূরণ করে।

ক. দর্শককে সংবাদের দিকে আগ্রহী করে তোলা।
খ. সংবাদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে দর্শককে সংক্ষেপে জানানো।
গ. একটি সংবাদ থেকে অপর সংবাদে যাওয়ার গতি সঞ্চার করা।
ঘ. একটি বুলেটিন বা মাল্টিপ্লাইং স্টোরির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন ।
ঙ. সংবাদ ও প্রতিবেদকের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করা।
চ. সংবাদ বা বুলেটিনের শুরুতে যথাযথ শব্দের মাধ্যমে সংবাদকে বিনোদন হিসেবে তুলে ধরা।
ছ. পুরো সংবাদের মধ্যে বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলা।

এই কাজগুলো আসলে একইভাবে সংবাদ পাঠকদের কাজ। পশ্চিমা দেশে বুলেটিনের লিঙ্ক লেখার দায়িত্ব থাকে সংবাদ পাঠকদের। ফলে তারা নিজেদের দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রমাণের জন্যই কাজটি সুচারুরূপে করেন। সেসব দেশে সিনিয়র প্রতিবেদকরা সংবাদ পাঠক হিসেবে কাজ করেন। অবশ্য আমাদের দেশে সংবাদ পাঠক হিসেবে সাধারণত সুন্দরী গৃহবধূরা কাজ করেন। তাই এদেশে লিঙ্ক লেখার কাজটি প্রতিবেদকদেরই করতে হয়। এতে সংবাদ পাঠকদের কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে।

এবার আমরা নানা ধরনের লিঙ্কের বেশ কিছু উদাহরণ লক্ষ করি

ক. প্যাকেজের লিঙ্ক

দেশের মাধ্যমিক স্তরে ১৮ বছরে ছাত্রী সংখ্যা ৩০ শতাংশেরও বেশি বাড়লেও আশংকাজনক হারে কমছে ছাত্র সংখ্যা। ব্যানবেইজের গবেষকরা বলছেন, উপবৃত্তি দেওয়ার কারণে মেয়েদের স্কুলে পাঠালেও ছেলেদের স্কুলে না দিয়ে কাজে পাঠিয়ে দিচ্ছে অভিভাবকরা। এ অবস্থা কমাতে গরিব ছেলে শিক্ষার্থীদেরও উপবৃত্তি দেওয়ার কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। দীপু চৌধুরীর রিপোর্ট।

www.pathagar.com

খ. ফোনো লিঙ্ক

দুদিনের টানা বৃষ্টিতে কক্সবাজারের বেশকিছু এলাকায় পাহাড় ধসে অন্তত ৫০ জন মারা গেছে। দুর্গত এলাকায় উদ্ধার কাজের পাশাপাশি চলছে ত্রাণ তৎপরতা। এ মুহূর্তে কক্সবাজারে আছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি কেরামত উল্লাহ বিপ্লব। আমরা সরাসরি টেলিফোনে কথা বলব তার সাথে। বিপ্লব.. ..

গ. স্টুডিও আলোচনার লিঙ্ক

বিকেলে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত জাতীয় সংসদে ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট পেশ করেছেন। বাজেট সম্পর্কে মূল্যায়নের জন্য আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। মিস্টার ভট্টাচার্য আমাদের স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগতম। আপনি জানেন.. .. ..

ঘ. সরাসরি সম্প্রচারের লিঙ্ক

এ পর্যন্ত পাওয়া খবরে সারাদেশে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ চলছে। তবে রাজশাহীর দুটি কেন্দ্রে বিএনপি সমর্থকদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ মুহূর্তে রাজশাহীতে আছেন আমাদের রিপোর্টার সরোয়ার হোসেন।

সরোয়ার, বিএনপি নেতারা কী অভিযোগ করেছেন ?

সরোয়ার: বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক আমাদের কাছে কিছুক্ষণ আগে অভিযোগ করেছেন যে.. .. ..

এদিকে রাজশাহীতে বিএনপি নেতাদের অভিযোগ নিয়ে নির্বাচন কমিশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে কথা বলেছেন আমাদের আরেকজন রিপোর্টার শহীদ আলম। শহীদ...

শহীদ: হ্যাঁ... মৌমিতা বলুন।

সংবাদ পাঠিকা: আপনি তো সরোয়ারের কথা শুনছিলেন। বিএনপি নেতাদের এসব অভিযোগ সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য কী ?

শহীদ: অভিযোগটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার জেনেছেন। তবে তিনি বলছেন.. .. ..

ঙ.ব্রেকিং লিঙ্ক

এইমাত্র পাওয়া খবরে জানা গেছে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া চট্টগ্রাম সিটি নির্বাচনে মঞ্জুর আলমকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন।

Link বা In Vision সাধারণত ১২ থেকে ২০ সেকেন্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। বিবিসি'র গবেষকরা দেখিয়েছেন যে এর চেয়ে বেশি সময়ের লিঙ্ক দর্শকরা সংবাদ পাঠককে একটানা দেখতে বিরক্তি বোধ করে।

www.pathagar.com

সংবাদপত্র ও টেলিভিশন সংবাদ সূচনা (ইন্ট্রো/ লিড/ লিঙ্ক/ ইনভিশন) এর নমুনা।

সংবাদপত্র	টেলিভিশন
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আগামী সেপ্টেম্বরের আগেই পুনরায় মধ্যপ্রাচ্য শান্তি আলোচনা শুরুর জন্য ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন, দু'পক্ষের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু'র সাথে দীর্ঘ বৈঠক করেন ওবামা। বৈঠকের পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে দু'পক্ষের আলোচনায় বসা উচিত।– - ৫০ শব্দ	মধ্যপ্রাচ্য শান্তি আলোচনা আবারো শুরু করতে ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিন নেতাদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। মঙ্গলবার হোয়াইট হাউজে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু'র সাথে বৈঠক শেষে তিনি বলেন, সেপ্টেম্বরের আগেই দু'পক্ষের আলোচনায় বসা উচিত।– - ৩৬ শব্দ --– ১৫ সেকেন্ড

Word Timing

উপরের ছকটিতে টিভি সংবাদের ঘরটিতে ৩৬টি শব্দ আছে। পাশে লেখা আছে ১৫ সেকেন্ড। সাধারণভাবে প্রতি এক সেকেন্ডে ৩টি ইংরেজি শব্দ পড়া যায়। আর বাংলায় প্রতি সেকেন্ডে পড়া যায় ২.৫ বা আড়াইটি শব্দ। টিভিতে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে হয়। দেড় থেকে দু'মিনিটের একটি প্যাকেজের মধ্যে একটি পুরো ঘটনা সাজাতে হয় টিভি রিপোর্টারকে। ফলে রিপোর্টারকে সবসময় সময়ের হিসাব করে চলতে হয়।

আধুনিক টিভি সংবাদ সম্প্রচার ব্যবস্থায় বেশ কিছু অত্যাধুনিক সফটওয়ার ব্যবহার করা হয়। এসব সফটওয়ার স্বয়ংক্রিয়ভাবে একজন রিপোর্টার স্ক্রিপ্ট লেখার সাথে সাথেই স্ক্রিপ্টটি পড়তে তার কত সময় লাগবে তার হিসাব স্ক্রিপ্টের কোনায় হিসাব রাখত। ফলে রিপোর্টার যখন স্ক্রিপ্ট লিখতে থাকেন তখনই তিনি জানতে পারেন তিনি কত মিনিট, কত সেকেন্ডের স্ক্রিপ্ট লিখেছেন।

www.pathagar.com

Evening News	Reporter:Ed.McMillan Editor:Jn.Roberts	15.33 17.42
Script: ok	Link মধ্যপ্রাচ্য শান্তি আলোচনা আবারো শুরু করতে ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিন নেতাদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। মঙ্গলবার হোয়াইট হাউজে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু'র সাথে বৈঠক শেষে তিনি বলেন, সেপ্টেম্বরের আগেই দু'পক্ষের আলোচনায় বসা উচিত। বিস্তারিত জানাচ্ছেন এডওয়ার্ড ম্যাকমিলান।	00:17:00
ID:P03072410 Footage: Y	PKG প্রেসিডেন্ট ওবামার সাথে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু'র এটা দ্বিতীয় বৈঠক... এডওয়ার্ড ম্যাকমিলান, এনবিসি নিউজ, ওয়াশিংটন	01:47:12
Update:17:42	Played:None	DUR:02:04:12

উপরের ছবিটি একটি টিভি সংবাদ সফটওয়ারের। সফটওয়ারের সাধারণত দুটি অংশ থাকে। বামপাশের অংশটি সময় নির্দেশক। ডান পাশের অংশটিকে বলে কাজের জায়গা। বামপাশে রানডাউনসহ নানা রকম নির্দেশনা থাকে। আমরা দেখছি বামপাশে উপরে দেখা যাচ্ছে সন্ধ্যার খরব। তার নিচে স্ক্রিপ্ট সম্পাদিত হয়েছে তার নির্দেশনা। এরপর প্যাকেজের আইডি বা পরিচিতি নম্বর। যার অর্থ দাঁড়ায় ৩ নম্বর প্যাকেজ, তারিখ ২০১০ সালের ২৪ জুলাই। ফুটেজ-Y এর অর্থ Yes বা ছবি নিউজ সার্ভারে পৌঁছে গেছে।

ডানপাশে দেখা যাচ্ছে প্রতিবেদক এডওয়ার্ড ম্যাকমিলান তার কাজ শেষ করেছেন বিকাল ৩টা ৩৩ মিনিটে। তার প্যাকেজ সার্ভারে জমা পড়েছে বিকেল ৫টা ৪২ মিনিটে। বার্তা সম্পাদক জন রবার্টস ছবিটি বুঝে নিয়েছেন। একেবারে নিচের সারিতে দেখা যাচ্ছে Played None অর্থাৎ স্টোরিটি একবারও প্রচার হয়নি। লিংক ও প্যাকেজ মিলিয়ে স্টোরিটির সময় লাগবে ২ মিনিট ৪ সেকেন্ড ১২ ফ্রেম। (১ সেকেন্ড = ২৫ ফ্রেম)। অর্থাৎ ডিজিটাল ভিডিও সিস্টেমে ২৫টি স্টিল ছবি ঘুরতে ১ সেকেন্ড সময় লাগে।

বর্তমান টিভি সংবাদ প্রচারের জন্য বেশকিছু জনপ্রিয় সফটওয়ার আছে। যেমন Octopus, ENPS, I News, WASP News, Q Master, News Desk, Basic, ReutersPS ইত্যাদি। এসব সফটওয়ারে স্ক্রিপ্টের কোনায় টাইমিং থাকার কারণে বার্তা সম্পাদকেরও বুঝতে সুবিধা হয় যে রিপোর্টার কত মিনিট কত সেকেন্ডের স্ক্রিপ্ট লিখেছেন। ফলে সংবাদ সম্পাদনা করে স্ক্রিপ্ট ছোট

www.pathagar.com

না বড় হলো তাও তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারেন। বার্তা সম্পাদক যখন ফাইনাল স্ক্রিপ্ট রিপোর্টারের হাতে দেন তখন রিপোর্টার বুঝতে পারেন প্যাকেজটি কত সময়ের হবে। স্ক্রিপ্টের সময় হচ্ছে রিপোর্টারের ভয়েজ ওভারের সময়। তার সাথে এমবিয়েন্ট, সিংক ও ভক্সপপের সময় যোগ করলেই, প্যাকেজের মোট সময় কত হবে তা ধারণা করা যায়।

নিচে কয়েকটি সফটওয়ারের ছবি তুলে ধরা হলো

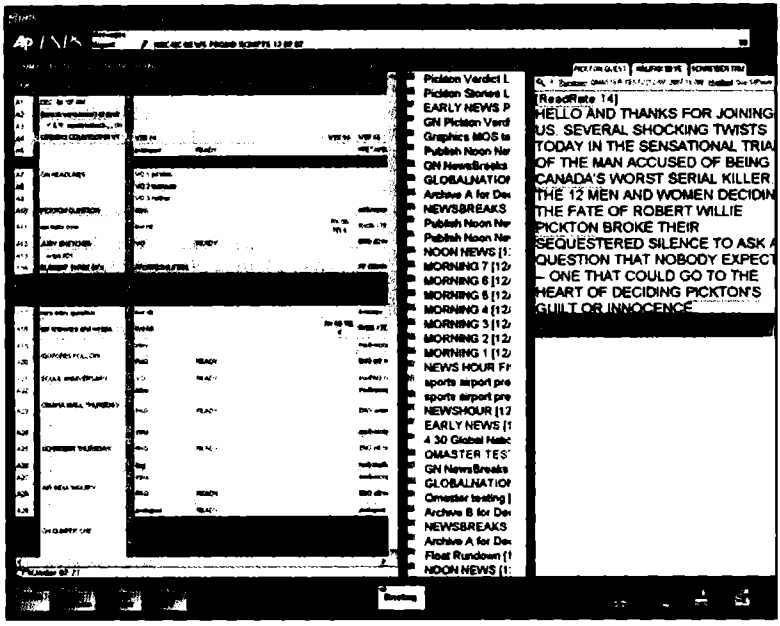

উপরেরটি Q Master সফটওয়ারের একটি রানডাউনের চিত্র।

Package (প্যাকেজ)– সংক্ষেপে PKG

ঘটনাস্থল থেকে তোলা ছবি ব্যবহার করে তৈরি প্রতিবেদকের নিজের কণ্ঠে প্রচারিত সংবাদকে Package (প্যাকেজ) বা PKG বলে। Package শব্দের অর্থ সমাহার। একে প্যাকেজ বলার কারণ হচ্ছে এর মধ্যে অনেক উপাদান মিলিয়ে পরিপূর্ণ সংবাদ হিসেবে দর্শকের সামনে তুলে ধরা হয়।

www.pathagar.com

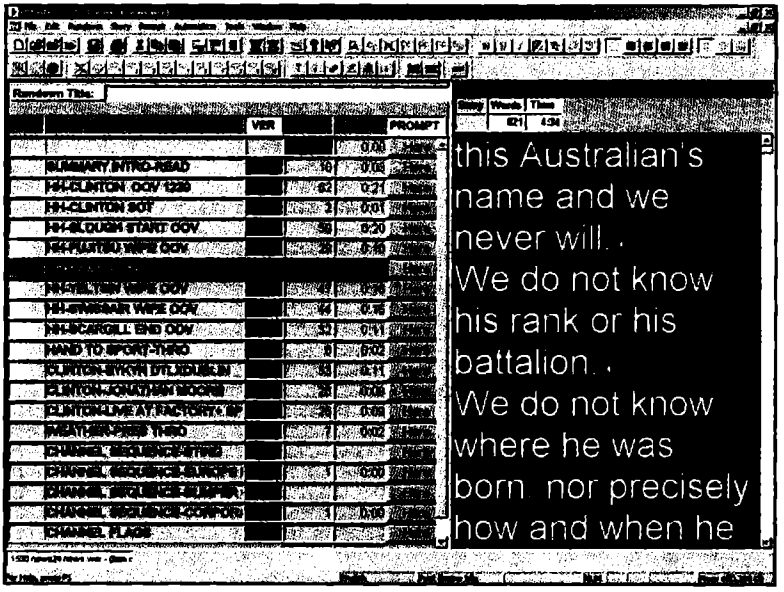

একটি ENPS সফটওয়ারের নমুনা

লিঙ্ক উদাহরণ ক-এ একটি প্যাকেজের লিঙ্ক তুলে ধরা হয়েছে। একটি প্যাকেজে যা যা থাকে :

প্রতিবেদকের কণ্ঠ Reporter's Voice Over

ঘটনার ছবি Footage

ফাইল ছবি File Footage

সাক্ষাৎকার Sound on Tape-SOT/ Sound Byte

জনগণের বা প্রত্যক্ষদর্শীদের মতামত Voxpop

ঘটনার পারিপার্শ্বিক শব্দ Natural Sound/ Ambient

প্রতিবেদকের নাম ও ঘটনাস্থলের পরিচিতি Aston/Super Impose

তথ্য চার্ট Graphics

স্বকণ্ঠে প্রতিবেদকের পরিচিতি Pay Off

ক্যামেরার সামনে প্রতিবেদকের মূল্যায়ন Piece to the camera-PTC/ Stand Up

এত সব উপাদান থাকে বলে একে Package বলা হয়। প্রতিবেদকের স্বকণ্ঠে প্রচারিত News Storyও বলা হয়। তবে এই উপাদানগুলোর মধ্যে সবই যে একটা প্যাকেজে থাকতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধ্যকতা নেই। একটি ঘটনা

www.pathagar.com

প্রমাণ করতে যে কয়টি উপাদান লাগে প্রতিবেদক কেবল সেই উপাদানগুলো ব্যবহার করেই Package বা News Story তৈরি করতে পারেন। সাংবাদিকতার জন্য বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্রিটেনের গোল্ড স্মিথ ইউনিভার্সিটি দেড় থেকে দু'মিনিটের প্যাকেজকে আদর্শ বলে মনে করে। দরকার হলে এরচেয়ে কিছু বেশি সময় নেওয়া যেতে পারে, তবে সাক্ষাৎকার, এমবিয়েন্ট এর সাবলীল ব্যবহারের মাধ্যমে একে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে যেন প্যাকেজ লম্বা হলেও দর্শকের বিরক্তির কারণ না হয়।

প্রতিবেদকের কণ্ঠ বা Reporter's Voice Over

আমরা টিভি পর্দায় সংবাদ অংশে যে কণ্ঠস্বর শুনি তা আসলে প্রতিবেদকের কণ্ঠস্বর। একে Voice Over বলে। প্রতিবেদক ঘটনাস্থল থেকে আসার পর সংবাদের স্ক্রিপ্ট লেখেন। এরপর তা বার্তা সম্পাদককে দেখান। বার্তা সম্পাদক সম্পাদকীয় নীতি, ভাষাগত ও কৌশলগত সমস্যা দূর করে প্রচার যোগ্য স্ক্রিপ্ট প্রতিবেদককে দেন। স্ক্রিপ্টটি প্যাকেজ হিসেবে মনোনীত হবে কিনা বার্তা সম্পাদক সেই সিদ্ধান্ত নেন। প্যাকেজ হলে প্রতিবেদককে স্ক্রিপ্টটি তার স্বকণ্ঠে রেকর্ড করতে হয়। অর্থাৎ একটি সম্প্রচার সংবাদে যতখানি প্রতিবেদকের বক্তব্য থাকে তাকে বলে ভয়েস ওভার।

প্রতিবেদককে এডিট প্যানেলে গিয়ে ভয়েস ওভার লিপ মাইক্রোফোনের সাহায্যে ভয়েস রেকর্ড করতে হয়। ভিডিও এডিটররা ফাম্বল (রিপোর্টারের জড়তা-এ্যা- এ্যা ইত্যাদি শব্দ) কেটে বাদ দিয়ে প্যাকেজের জন্য ফাইনাল ভয়েস ওভার তৈরি করেন। যার ওপর পরে ফুটেজ ও সিঙ্ক বসানো হয়।

সাক্ষাৎকার বা Sound on Tape- SOT/ Sound Bite

টিভি সংবাদকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য প্যাকেজে দেওয়া প্রতিবেদকের ভয়েস ওভারকে সাক্ষাৎকার দিয়ে প্রমাণ করতে হয়। বিশ্বজুড়ে টিভি সাংবাদিকতায় একে Sound on Tape বা SOT (সট) বলে। সাক্ষাৎকার থেকে কেবল দরকারি অংশ কামড়ে নেওয়া হয় বলে এর অন্য নাম Sound Bite । ভয়েস ওভার ও সাক্ষাৎকার মিলিয়ে ঘটনার Synchronization করা হয় বলে এই সাক্ষাৎকার অংশটি Sync (সিঙ্ক) নামেও বহুল পরিচিত। Sync বা SOT নাম যাই হোক না কেন জিনিস একই। টিভি রিপোর্টে সাধারণত ১০ থেকে ২০ সেকেন্ডের সিঙ্ক বা সট ব্যবহার করা হয়। যখন কেউ পাল্টাপাল্টি অভিযোগ করেন, একে অন্যের প্রশ্নের উত্তর দেন অথবা একই ধরনের কথা বলেন তখন এক বা একাধিক সিঙ্ক বা সট একসাথে ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

নিচে একটি প্যাকেজের উদাহরণ থেকে আমরা ভয়েস ওভার, সিঙ্ক/সট ইত্যাদির ব্যবহার দেখে নিই।

ভয়েস ওভারঃ রাস্তা খোঁড়ার পর কাজ শেষে কেন তা ভরাট করা হচ্ছে না জানতে চাইলে ঢাকা ওয়াসার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ইউসুফ চৌধুরী জানান, তিনমাস আগেই রাস্তা পুনর্নির্মাণের টাকা সিটি কর্পোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
সিঙ্ক/সটঃ ইউসুফ চৌধুরী, নিবার্হী প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা
(রাস্তা তৈরির দায়িত্ব তো আমাদের না। রাস্তা তৈরি করবে সিটি কর্পোরেশন। গত মার্চ মাসে আমরা তাদেরকে টাকা দিয়ে দিয়েছি। এখনো কেন তারা রাস্তা ঠিক করে দিচ্ছে না, এটা উনাদের জিজ্ঞাসা করেন।
ভয়েস ওভারঃ তবে সিটি মেয়র সাদেক হোসেন খোকা বলছেন, ওয়াসার কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে বর্ষাকাল এসে যাওয়ায় আপাতত রাস্তা ঠিক করা হচ্ছে না।
সিঙ্ক/সটঃ সাদেক হোসেন খোকা, মেয়র ঢাকা সিটি কর্পোরেশন।
(ওয়াসার কাজ শেষ হলো মাত্র ১৫ দিন এখন তো বর্ষাকাল এসে গেছে। এখন যদি রাস্তা ঠিক করি ছ'মাসও টিকবে না। বর্ষা শেষ হলেই কাজ শুরু করে দেব।)

এভাবে ভয়েস ওভারে প্রতিবেদকের দেওয়া তথ্য প্রমাণ করার জন্য সিঙ্ক বা সট ব্যবহার করা হয়। যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু সিঙ্ক/সট ব্যবহার করা উচিত।

জনমত বা Voxpop

কোনো বিষয় সম্পর্কে সাধারণ মানুষ বা কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী কী ভাবছে তা হচ্ছে জনমত। জনগণের মতামতকে ইংরেজিতে বলে Voice Of People । ল্যাটিন ভাষায় একে বলে Voxpopuli। সম্প্রচার সাংবাদিকদের কাছে তা সংক্ষেপে Voxpop নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত ও সমাদৃত।

সরকারের নীতি বা উদ্যোগ নিয়ে জনগণ কী ভাবছে, কোনো এলাকার অভাব-অভিযোগ-সম্ভাবনা নিয়ে সেখানকার মানুষের বক্তব্য মূলত ভক্সপপ। যেমন পার্বত্য, চর বা দ্বীপ এলাকা এমনকি বস্তিবাসী, কামার, কুমার, তাঁতি, জেলে, গ্রামবাসী---এমন মানুষের বক্তব্য যাদের মুখের কথায় তাদের সমসাময়িক অবস্থা বা আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

এছাড়া দুর্ঘটনা বা সংঘর্ষের ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যকেও ভক্সপপ বলা হয়। হরতাল নিয়ে অনেক মানুষের নেওয়া বক্তব্যও ভক্সপপ। বস্তিতে আগুন লাগার ঘটনায় তিনজন প্রত্যক্ষদর্শী বস্তিবাসীর বক্তব্য যেমন ভক্সপপ, তেমনি ভোলার নদী ভাঙন বা গাইবান্ধার বন্যা নিয়ে ভুক্তভোগীদের বক্তব্যও ভক্সপপ।

ভক্সপপ বিভিন্ন শ্রেণী, পেশা ও বয়সের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। অনেক মানুষের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত হয় ফলে সংবাদে বৈচিত্র্য আসে। সংবাদে ঘটনার

www.pathagar.com

আড়ালে থাকা সত্য তুলে আনে, আবেগের জন্ম দেয়, মোট কথা প্রতিবেদককে তথ্য পেতে ও তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে এই জনমত।

একটি প্যাকেজের প্রতিটি অংশে দুই বা তার অধিক ভক্সপপ ব্যবহার করা হয়। কারণ একজন মানুষের বক্তব্য কখনো জনমত হিসেবে প্রমাণিত নয়। ভক্সপপ সাধারণত ৩ থেকে ৭ সেকেন্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। তবে ভয়েস ওভার প্রমাণের জন্য প্রতিবেদকের নিজের মতো করে ভক্সপপ ব্যবহারের স্বাধীনতা আছে। বিশেষ করে আবেগঘন মুহূর্তের ভক্সপপের দৈর্ঘ্য একটু বেশি হলে ক্ষতি নেই।

অনেকে সিঙ্ক এবং ভক্সপপ এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না। সাধারণভাবে বলা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত কোনো ঘটনা দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বক্তব্যকে বলা হবে ভক্সপপ আর উপাচার্য বা প্রক্টরের বক্তব্যকে বলা হবে সিঙ্ক।

পারিপার্শ্বিক শব্দ বা Ambient / Nat Sound

প্যাকেজ বা নিউজ স্টোরিকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য যে ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে সেই ঘটনার পারিপার্শ্বিক শব্দ থাকা জরুরি। অর্থাৎ যখন ছবিতে দেখা যাচ্ছে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হচ্ছে তখন যদি তার সেই আওয়াজ কিছুটা শোনা যায় তাহলে ওই ছবিকে আরও বেশি সজীব মনে হয়। ছবির সাথে সমন্বিত এই শব্দকে বলা হয় Natural Sound(Nat Sound) বা Ambient Pause। প্রতিবেদকের দেওয়া ভয়েস ওভার এর মাঝখানে একটু ফাঁকা করে সেখানে এমবিয়েন্ট বাড়িয়ে দিলে রিপোর্টটি অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

বলা হয়ে থাকে, টিভি ও রেডিওর প্যাকেজের শুরু এবং শেষে এমবিয়েন্ট থাকতেই হবে। মাছের বাজার নিয়ে রিপোর্ট হচ্ছে আর সেখানে হইচই-হাঁক-ডাক নেই, চিৎকার চেঁচামেচির কোনো আওয়াজ থাকবে না, তা নিশ্চয় হতে পারে না!

একটি উদাহরণ দেখি

এমবিয়েন্ট- (নাগরদোলা ঘোরার শব্দ)-নাগরদোলা ঘোরার শট-৫ সেকেন্ড

ভয়েস ওভার-বাঙালির নতুন বছরকে ঘিরে লাখো মানুষের সমাগম আর তাদের মুখরিত কোলাহলে প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল পুরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রমনা ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এলাকায়।

এমবিয়েন্ট-(ঢোলের বাদ্য ও বেহারাদের হৈ হৈ) বেহারাদের পাল্কি নেওয়ার শট-৩ সেকেন্ড

ভয়েস ওভার- বেহারার তালে তালে বরকনের শোভাযাত্রা, পুতুল নাচ, জারি ও পালা গানের আসর, হালখাতার আয়োজন থেকে শুরু করে নবান্ন উৎসব যেন গ্রাম বাংলাকে ছাড়িয়ে তার চিরায়ত ঐতিহ্যে বরণ করে নিতে এসেছিল রাজধানীকে।

এমবিয়েন্ট–সানাইয়ের সুর -পুতুল নাচের শট ৩ সেকেন্ড।

www.pathagar.com

এত গেল ফিচার ধরনের প্যাকেজের এমবিয়েন্ট ব্যবহার। পাশাপাশি ফ্যাশান শো, সংগীতানুষ্ঠান বা নাচের অনুষ্ঠানসহ যে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এমবিয়েন্ট ব্যবহার করে মনোমুগ্ধকর করে তোলা যায়।

হার্ড নিউজ-এর এমবিয়েন্ট ব্যবহারের উদাহরণ

এমবিয়েন্ট (দুই রাউন্ড গুলির শব্দ)-ক্যামেরায় এনজি শটে মানুষের ছোটাছুটি
ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে কয়েক দফা বন্দুকযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন এলাকা সকাল থেকেই সব ধরনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।
এমবিয়েন্ট: (ধর ধর, মিছিল শ্লোগান) একদল ছাত্র লাঠি নিয়ে ধাওয়া করছে।
সেই সাথে চলে দু'পক্ষের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। ভোরে মুহসীন হলের দোতলা থেকে এক ছাত্রদল কর্মীকে ফেলে দেওয়ার জের ধরে নটা বাজতে না বাজতেই রণক্ষেত্রে পরিণত হয় পুরো ক্যাম্পাস।
ভক্সপপ: দুজন ছাত্র

আবার দুটো একই ধরনের ঘটনা নিয়ে তৈরি একটি প্যাকেজের মাঝখানে এমবিয়েন্ট ব্যবহার করে সাবলীলভাবে জোড়া লাগানো যায়।

... বাংলাদেশের সাথে বাণিজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও বাড়বে বলেও জানান চীনা উপ-রাষ্ট্রপতি।
এমবিয়েন্ট: রাইফেল নামানোর শব্দ
এর আগে সকালে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে যান সফররত চীনা অতিথি। সেখানে তাকে গার্ড অব ...

ক্যামেরার সামনে রিপোর্টার বা PTC

ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে ক্যামেরার সামনে রিপোর্টার তার রিপোর্টের যে অংশ বর্ণনা করেন তাকে Piece to the camera বা Perform to the camera সংক্ষেপে PTC বলে। বেশিরভাগ সময় ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে দেওয়া হয় বলে একে Stand Upও বলা হয়। সাধারণত ঘটনাস্থলে গিয়ে ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করার পর প্রতিবেদক পিটিসি দেন। পরে ভিডিও সম্পাদনার প্যানেলে প্যাকেজের শুরু, মাঝে বা শেষে যুক্ত করেন। পিটিসি নিয়ে এই বইয়ের দশম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রতিবেদকের পরিচয় বা Pay Off

প্রতিটি সংবাদের শেষে প্রতিবেদক তার নিজের নাম ও কোন জায়গা থেকে রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন তা জানান। একেই Pay Off বলে। যেমন:

পিটার আর্নেট	জ ই মামুন	হামিদ মীর
সিএনএন, বাগদাদ, ইরাক	এটিএন বাংলা, চট্টগ্রাম	জিও নিউজ, ইসলামাবাদ

টিভি সংবাদ শেষে শুনেছি এমন কিছু Pay Off-এর কয়েকটি উদাহরণ দেখলাম। প্রতিবেদক পিটিসি এর শেষে Pay Off দিতে পারেন আবার ভয়েস ওভারের শেষেও দিতে পারেন।

সংরক্ষিত ছবি বা File Footage

টিভি স্টেশনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পুরনো ও সাম্প্রতিক ছবি থাকে। রিপোর্টের প্রয়োজন অনুসারে এসব পুরনো ছবি পুনরায় ব্যবহার করা হয়। এই পুরনো ছবিকে File Footage বলে। প্রতিটি টিভি স্টেশনে ছবি বা টেপ সংরক্ষণের জন্য আলাদা আর্কাইভ বা লাইব্রেরি থাকে। যেখান থেকে একজন প্রতিবেদক তার পছন্দ মতো ছবি বেছে নিতে পারেন। এজন্য একে Archive বা Library Footageও বলা হয়।

প্রতিবেদনে পুরনো কোনো ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিতে বা পুরনো ঘটনার সাথে নতুন ঘটনার সম্পর্ক তৈরি করতে File Footage ব্যবহার করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে যেসব ছবি ব্যবহার করা হয় তা সবই File Footage। একইভাবে ধরা যাক প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন আগে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করলেন, কিছুদিন পর তা বন্ধ হয়ে গেল তখন যদি প্রধানমন্ত্রীর ওই উদ্বোধনের ছবি ব্যবহার করা হয়, তা হবে File Footage।

ফাইল ফুটেজ ব্যবহারের সময় সেই ছবির ওপর Aston-এর মাধ্যমে File Footage লিখে সম্ভব হলে তারিখ দিয়ে দিতে পারলে ছবি নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করা যায়। তা না হলে হঠাৎ করে যে কেউ পুরনো ছবি দেখে নতুন ছবি মনে করতে পারে। ফাইল ছবি ব্যবহারের সময় তাই টিভি সাংবাদিকদের সততার পরিচয় দেওয়া উচিত।

www.pathagar.com

সাধারণ ছবি বা General View-GV

বেসরকারি টিভি চ্যানেলের জন্য জাতীয় সংসদ ভবনে ক্যামেরা প্রবেশ নিষিদ্ধ। বাংলাদেশের কোনো আদালত কক্ষেও ক্যামেরা প্রবেশের অনুমতি নেই। তাই বলে কি সংসদ বা আদালতের খবর টিভিতে প্রচার করা হবে না ? যারা মোটামুটি টিভিতে সংবাদ দেখেন তারা জানেন যে, এসব ক্ষেত্রে প্রতিবেদক বা সংশ্লিষ্ট টিভি চ্যানেলগুলো সংসদ বা আদালতের বাইরের ছবি দেখিয়ে থাকেন। এটাই সাধারণ ছবি বা General View একে GV (জিভি)ও বলা হয়।

কাজের সুবিধার জন্য প্রতিটি টিভি স্টেশন দরকারি জিভি তুলে আর্কাইভে সংরক্ষণ করে। সচিবালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যলয়, বঙ্গভবন, সেনাসদর, হাইকোর্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সদরঘাট, বাংলাদেশ ব্যাংক, সংসদ ভবন, নগর ভবন, কাঁচা বাজার, পাইকারি বাজার, বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ টিভি স্টেশনে নানা ধরনের জিভি থাকে। যখন সংশ্লিষ্ট সংবাদ হাতে আসে না অথচ ছবি থাকে না তখন জিভি শট ব্যবহার করা হয়।

টিভি সাংবাদিকতার সাধারণ নিয়ম হচ্ছে প্রতিবেদক যে কাজে যে ঘটনাস্থলেই যান না কেন সেখানকার জিভি শট নিয়ে রাখা বাধ্যতামূলক। প্যাকেজে ঢোকা ও বের হবার সময় বা প্যাকেজে ঘটনাস্থল প্রমাণের জন্য জিভি শট নিয়ে রাখতে হয়।

তবে পুরনো জিভি ব্যবহারে কিছু বিষয়ে অবশ্যই প্রযোজক এবং প্রতিবেদককে সতর্ক থাকতে হবে। যেদিন সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে সেদিন খটমটে রোদ ঝলমলে সচিবালয়ের জিভি ব্যবহার করা যাবে না। রাতে কেউ প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করলেন তখন দিনের বেলায় তোলা জিভি ব্যবহার করা যাবে না। অর্থাৎ জিভি যেন ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেদিকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে।

তথ্য সারণী বা Graphics

গত পাঁচ বছরের এইচএসসি ফলাফলের চিত্র

www.pathagar.com

টিভি রিপোর্টকে গ্রহণযোগ্য, বোধগম্য ও সবার কাছে সহজ করে তুলতে Graphics ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম। টিভিতে Video ছবির পাশাপাশি তুলনামুলক ছবি দেখানোর জন্য Graphics-এর সাহায্য নেওয়া হয়। গত কয়েক বছরের চালের দামের চিত্র বা এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের রিপোর্টকে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলতে Graphics-এর বিকল্প নেই। টিভি সাংবাদিকতায় একে সংক্ষেপে বলা GFX হয়।

আবার কোনো ব্যক্তিকে ঘিরে সংবাদ প্রচারের সময় তার Video ছবি না থাকলে তখন স্টিল ছবি দিয়ে Graphics এর সাহায্যে এনিমেশন করে দেখানো হয়। ঈদ উপলক্ষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানানোর সংবাদটি Graphics এর সাহায্যে দুজনের ছবি একই স্ক্রিনে পাশাপাশি রেখে খবরটি পরিবেশন করা হয়। আবার রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী কোনো দিবস উপলক্ষে বাণী দিলে Graphics-এর সাহায্যে তাদের Still ছবি দেখিয়ে খবর পরিবেশন করা হয়।

টিভি সংবাদে GFX–এর নানামুখী ব্যবহার হয়। এর একটি হলো এনিমেশন। কোথাও ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে; বিষয়টি দর্শকদের সামনে তুলে ধরার জন্য ওই ঘটনার এনিমেশন কার্ডের মাধ্যমে ঘটনাটিকে জীবন্ত করে তোলা যায়।

প্রধানমন্ত্রীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট

Picture GFX-এর একটি টিভি স্ক্রিন

রিপোর্টের মধ্যে পরিসংখ্যান দেবার সময় GFX ব্যবহার করা উচিত। যথাযথভাবে GFX ব্যবহার করা হলে রিপোর্টের মান বহুগুণ বেড়ে যায়। যেহেতু এই কাজটি টিভির বিভাগ করে থাকে তাই তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা, আন্তরিকতার ওপর রিপোর্টের সাফল্য নির্ভর করে। সুতরাং কার্ড তৈরির আগে বিষয়টি

www.pathagar.com

প্রতিবেদক কীভাবে স্ক্রিনে তুলে ধরতে চান তা সংশ্লিষ্ট Graphics কর্মীদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। পাশাপাশি Graphics-এ যেন বানান এবং তথ্যগত ভুল না থাকে সেদিকে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।

এস্টন– Aston/Super Impose

টিভি সংবাদ বা অনুষ্ঠানের সময় টিভি স্ক্রিনে যাদের ছবি দেখা যায় সাথে সাথে তাদের নামও স্ক্রিনে ভেসে ওঠে। এই প্রযুক্তিকে Aston বা খোদাই ফলক বলা হয়। Aston নামে একটি মার্কিন কোম্পানি প্রথম স্ক্রিনের ওপর অক্ষর ফুটিয়ে তোলার এই প্রযুক্তি আবিষ্কার করে। ছবির ওপর প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাম লেখা হয় বলে একে Super Imposeও বলা হয়।

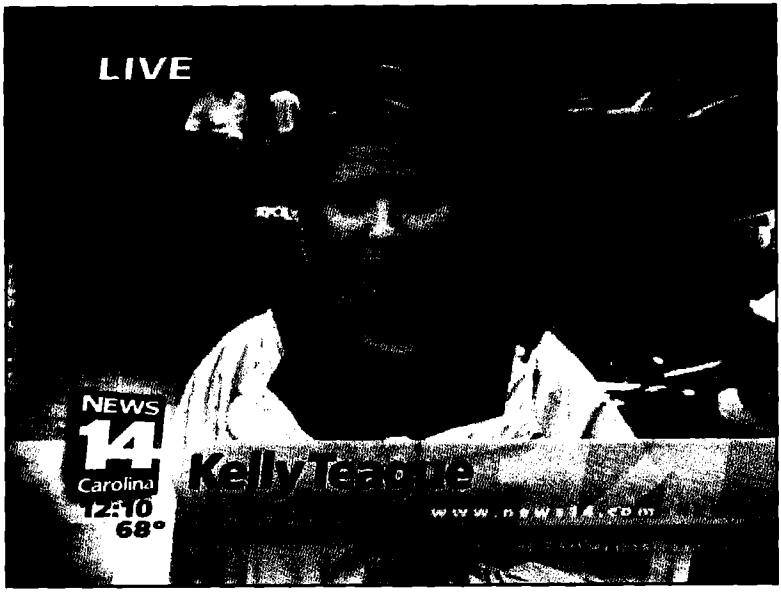

টিভি রিপোর্টে প্রতিবেদক ও যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে তাদের পরিচয় দেওয়ার জন্য এস্টন ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে সাধারণত প্যাকেজের শুরুতে এস্টন ব্যবহার করা হয়। বিবিসি, সিএনএন এবং আলজাজিরা রিপোর্টে পিটিসি থাকলে সেখানে আরেকবার এস্টন ব্যবহার করে থাকে। ভারতের কিছু চ্যানেল ক্যামেরাম্যানেরও এস্টন দেয়।

www.pathagar.com

এস্টন বসানো হয় দর্শকদের চেনার সুবিধার জন্য। একজন মানুষ যত বিখ্যাতই হোন না কেন তাকে যে বিশ্বের সব মানুষ চিনবে এমন কোনো কথা নেই। এজন্য সব ধরনের সিঙ্ক/সট/ভক্সপপের ওপর এস্টন বসানো উচিত। সেই সাথে মনে রাখতে হবে এস্টন-এ কোনোভাবেই বানান ভুল হওয়া চলবে না।

ফোনো/ লাইভ ফোনো

এ অধ্যায়ের শুরুতে--খ লিঙ্ক এর উদাহরণের কথা আপনাদের মনে আছে ? সেখানে সংবাদ পাঠক সরাসরি প্রতিবেদকের সাথে কথা বলছিলেন আর যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে টেলিফোন ব্যবহার করা হয়েছিল। সংবাদের যে অংশ টেলিফোনের মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা হয় তাকে বলা হয় লাইভ ফোনো (Live Phono)। এছাড়া অনেক সময় সংবাদে টেলিফোন বক্তব্য নেওয়া হয় তাকে বলা হয় ফোনো (Phono) ।

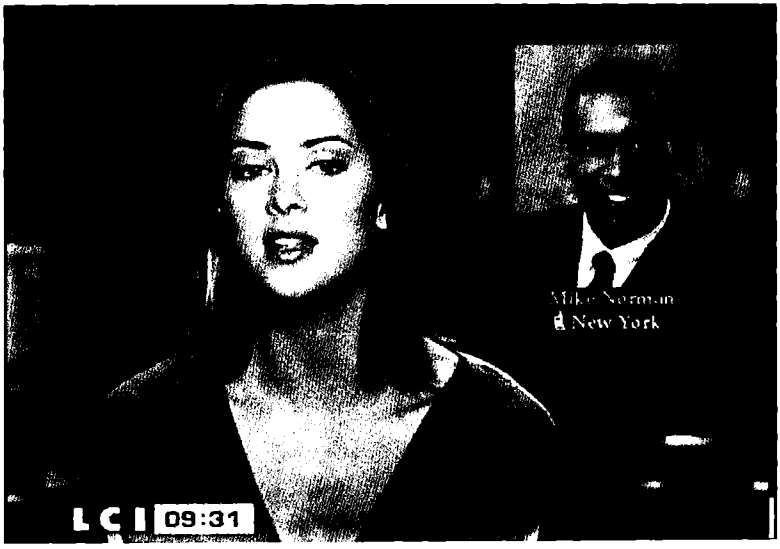

লাইভ ফোনোর টিভি স্ক্রিন অনেকটা এরকম হয়

কোনো ঘটনার সর্বশেষ তথ্য জানার জন্য সংবাদ পাঠক ঘটনাস্থলে থাকা প্রতিবেদকের সাথে কথা বলেন। এসময় দর্শকরা টিভি স্ক্রিনের একপাশে সংবাদ পাঠক আরেক পাশে প্রতিবেদকের স্টিল ছবি দেখতে পান এবং তার বর্ণনা শুনতে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবেদক কোথায় অবস্থান করছেন তা মানচিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়।

www.pathagar.com

লাইভ ফোনোর সময় সংবাদ উপস্থাপকের পিছন দিক দিয়ে কানে লাগানো Talkback (যে যন্ত্রের সাহায্যে সংবাদ প্রযোজক, সংবাদ পাঠককে দরকারি নির্দেশনা দেন) এর সাথে স্টুডিও থেকে ঘটনাস্থলে থাকা প্রতিবেদকের মোবাইল ফোনে সংযোগ দেওয়া হয়। এ ধরনের দ্বিমুখী যোগাযোগের জন্য স্টুডিওতে Hybrid নামের একটি যন্ত্র থাকে।

সরাসরি সম্প্রচার বা Live

যখন স্যাটেলাইট, ফাইবার অপটিক কেবল বা মাইক্রোওয়েভ লিংক-এর মাধ্যমে স্টুডিও থেকে সরাসরি ঘটনাস্থলে থাকা প্রতিবেদকের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে যখন ঘটনা তখনই তা প্রচার করার নাম Live Telecast/ Live Broadcast বা সজীব সম্প্রচার।

লাইভ-এর সময় প্রতিবেদক এবং সংবাদ পাঠক দু'জনের কানেই Talkback থাকে। এতে স্টুডিও থেকে প্রযোজক যেমন দু'জনকেই নির্দেশনা দিতে পারেন তেমনি দু'জনও পরস্পরের সাথে কথোপকথন করতে পারেন। এজন্য একে Two waysও বলা হয়।

Studio Discussion/ One Plus One

গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনার সময় সংবাদ প্রচারের পাশাপাশি দর্শকদের কাছে তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ জানানোও জরুরি হয়ে পড়ে। সংবাদ বুলেটিনের সময় সীমিত

www.pathagar.com

হলেও বিষয়টি দর্শকদের কাছে পরিষ্কার করার জন্য একজন বিশেষজ্ঞের সাথে বুলেটিনের মধ্যেই ২ থেকে ৩ মিনিট আলোচনা করা হয়। একে বলা হয় Studio Discussion ।

উদাহরণ গ-এর লিঙ্কটির কথা আরেকবার মনে করার চেষ্টা করি। সেখানে আমরা জেনেছি একজন সংবাদ পাঠক কীভাবে স্টুডিও ডিসকাশন পর্বটি শুরু করেন। বুলেটিনের সময়কাল ও সেটের ধারণ ক্ষমতা বিবেচনা করে বিশ্বের সব টিভি চ্যানেল এক্ষেত্রে একজন অতিথি রাখেন। তাই এর আরেক নাম One Plus One।

বাজেটের দিন অর্থনীতিবিদ বা সাবেক অর্থমন্ত্রী, বিশ্বকাপ খেলার ফাইনালের দিন সাবেক কোনো খেলোয়াড়, তথ্য অধিকার আইন পাসের দিন অভিজ্ঞ কোনো সাংবাদিক, ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সিদ্ধান্তের দিন সাবেক কোনো ছাত্রনেতা-- এভাবে স্টুডিও আলোচনার জন্য বিশেষজ্ঞ অতিথি নির্বাচন করা হয়।

এছাড়া জাতীয় নির্বাচন, জাতীয় নেতার মৃত্যু, সাড়া জাগানো মামলার রায়, ভয়াবহ কোনো বোমা হামলার মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সারাদিন ব্যাপী Studio Discussion চলে।

সংবাদ বুলেটিনের সময় কম হওয়ার কারণে Studio Discussion-এর সময় কোনোভাবেই ৫ মিনিটের বেশি হওয়া উচিত নয়। এজন্য কম কথায় সব গুছিয়ে বলতে পারেন এমন ব্যক্তিদেরকেই এর জন্য নিয়ে আসা উচিত।

Doughnut/ Donut

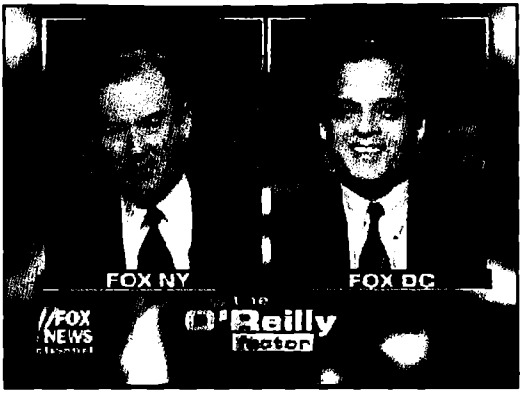

ডোনাটের একটি টিভি স্ক্রিন

www.pathagar.com

লিঙ্ক এর উদাহরণ ঘ-এ ধরনের সংবাদ কীভাবে শুরু করা হয় তার একটি নমুনা দেওয়া হয়েছে। স্টুডিও থেকে দুই বা তার অধিক ঘটনাস্থলে থাকা প্রতিবেদকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করার প্রক্রিয়াকে Doughnut বা সংক্ষেপে Donut বলে। ইদানীং একুশে টেলিভিশন স্টুডিও থেকে সরাসরি দুটি স্টক এক্সচেঞ্জে থাকা প্রতিনিধিদের সাথে ডোনাট করে থাকে।

Doughnut পশ্চিমি এক ধরনের খাবারের নাম । এর আকার প্রায় গোলাকার। ডোনাটের আকার যেমন গোলাকার তেমনি স্টুডিওর চারপাশে প্রতিবেদকরা ছড়িয়ে থেকে ডোনাটের মতো আকার ধারণ করে বলে পশ্চিমা বিশ্বে এ ধরনের যোগাযোগের নাম ডোনাট।

সংবাদ বুলেটিনে বা News Developing-এর ক্ষেত্রে ডোনাট ব্যবহার করা হয়। এছাড়া সংবাদ চ্যানেল অনেক সময় ডোনাট টক শো করে থাকে। কাতার ভিত্তিক আল জাজিরা টেলিভিশনের সাংবাদিক রিজ খান ডোনাট নিয়মে নিয়মিত টক শো করে থাকেন। এতে তিনি দোহা বা ওয়াশিংটন থেকে সরাসরি জেরুজালেম, লন্ডন বা কায়রোতে অবস্থানকারী বিশেষজ্ঞদের সাথে সরাসরি অংশ নেন।

News Developing/Major Story/Comprehensive Story

একটি সংবাদকে যতভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যায় এবং যত দিকের তথ্য থাকে সব তথ্য একের পর এক দর্শকদের সামনে হাজির করার পদ্ধতিকে বলা হয় News Developing বা Major Story/ Comprehensive Story। আধুনিক সংবাদ মাধ্যমে News Developing ধারণা বেশি পুরনো নয়।

PKG + Live/Phono + Reaction Interviews + Studio Discussion + OOV on Latest Situation

এভাবে একের পর এক সাজিয়ে News Developing করা হয়। লাইভ বা ফোনো পরপর কয়েকটি ঘটনাস্থল থেকে করা যেতে পারে। ওবি ভ্যানের সাহায্যে কয়েক জায়গা থেকে সাক্ষাৎকার বা বিশেষজ্ঞ মতামত নেওয়া যায়। Latest Situation দেখানোর জন্য ঘটনাস্থলের সরাসরি ফুটেজও দেখানো যেতে পারে। News Developing-এর প্রতিটি স্টোরি বা অংশকে Step বা ধাপ বলে এবং এর প্রতিটি ধাপেই আলাদা স্টেপ লিঙ্ক থাকে। যেমন 1st Step Link, 2nd Step Link ইত্যাদি। এই স্টেপগুলোকে অনেক চ্যানেলে অন ক্যামেরা (On Camera) বা OC বলা হয়। OC 1, OC 2 এভাবেও বলা হয়ে থাকে। সেখানে। আর রানডাউন PKG-এর স্থলে লেখা হয় News Dev।

এবার News Developing বা Comprehensive Story-এর কিছু উদাহরণ দেখে নিই।

www.pathagar.com

News Dev- PM Adress

OC 1/ প্রথম স্টেপ লিঙ্কঃ সরকাররের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর দলের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে জনগণের সহযোগিতা চেয়েছেন। সন্ধ্যায় বেতার ও টেলিভিশনের দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার দল জনগণকে দেওয়া সব ওয়াদা পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে তা বাস্তবায়নে আরও সময় লাগবে বলে জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ ও জিনিসপত্রের দাম সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের ওপর দেখুন দীপু চৌধুরীর রিপোর্ট ।

(এখানে একটি প্যাকেজ দেখানো হবে)

OC 2/ দ্বিতীয় স্টেপ লিঙ্কঃ জাতির উদ্দেশে দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের প্রতিক্রিয়া জানাতে কিছুক্ষণ আগে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি। এ মুহূর্তে সংবাদ সম্মেলন চলছে। আসুন আমরা বিএনপির বক্তব্য জানার চেষ্টা করি।

(সরাসরি সংবাদ সম্মেলন)

OC 3/ তৃতীয় স্টেপ লিঙ্কঃ এ মুহূর্তে বিএনপি কার্যালয়ে আছেন আমাদের সিনিয়র রিপোর্টার কায়েস ইমরান। কায়েস.. বিএনপির সংবাদ সম্মেলনের কিছু অংশ আমরা জানলাম। বিএনপি মহাসচিব সেখানে প্রধানমন্ত্রীর মিথ্যাচারের অভিযোগ এনেছেন। কেন তিনি এই অভিযোগ করছেন.. এই অভিযোগ আনার বিষয়ে তাঁর যুক্তিগুলো কী কী ?

(প্রতিবেদকের লাইভ হবে)

OC 4/ চতুর্থ স্টেপ লিঙ্ক; এদিকে দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের সমালোচনা করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ, এলডিপি'র অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল অলি আহমেদ ও সিপিরি সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। এবারে আমরা তাদের প্রতিক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য অংশ দেখে নিই।

(পরপর তিনজন নেতার তিনটি সিঙ্ক বা সট)

OC 5/ পঞ্চম স্টেপ লিঙ্কঃ তবে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষণকে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় বলে মন্তব্য করেছেন। তবে তাদের অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী বেশকিছু বিষয় এড়িয়ে গেছেন। আমাদের সাথে কথা বলেছেন টিআইবি চেয়ারম্যান হাফিজ উদ্দিন খান ও সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজন এর সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ।

(পরপর আরও দুটি সিঙ্ক)

OC 6/ ষষ্ঠ স্টেপ লিঙ্কঃ সন্ধ্যায় দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের নানা দিক নিয়ে আলোচনার জন্য এখন আমাদের স্টুডিওতে আছেন এফবিসিসিআই-এর সাবেক সভাপতি আনিসুল হক। জনাব আনিসুল হক, আমাদের স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগতম। আপনি প্রধানমন্ত্রীর আজকের ভাষণ শুনেছেন, দু'বছর আগে নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণার দিনও সেখানে ছিলেন। কী কী পার্থক্য আপনার চোখে পড়েছে।

(এরকম দু-তিনটি প্রশ্ন)

OC 7/ সপ্তম স্টেপ লিঙ্কঃ এদিকে সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণকে স্বাগত জানিয়ে ও প্রত্যাখ্যান করে আলাদা আলাদা মিছিল করেছে, ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল।

(উভ দেখানো হবে)

www.pathagar.com

সাধারণত যখন হাব বুলেটিন (HUB Bulletin বা World News/Prime News) অর্থাৎ জাতীয় আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ সব সংবাদ একত্রে এক বুলেটিনে দেখানো হয় তখন News Developing-এর সুযোগ থাকে না। নিউজ টিভি চ্যানেলগুলো প্রধান বুলেটিনের পর পরই আলাদা আরেকটি পর্বে প্রধান বা উল্লেখযোগ্য তিন-চারটি সংবাদ বাছাই করে বিস্তারিত আলোচনা করে, সে পর্বেই News Developing-এর মাধ্যমে একটি সংবাদের সবগুলো দিকেই আলোচনা করা হয়।

উভ বা Out Of Vision (OOV)/VO

কম গুরুত্বপূর্ণ অনেক সংবাদ থাকে যা বুলেটিনের জন্য খুবই দরকার কিন্তু বুলেটিনে সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে প্যাকেজ আকারে জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না, তখন কেবল দরকারি শটগুলো Edit করে ২৫/৩০ সেকেন্ডের সিকোয়েন্স (চলমান শটের মালা) তৈরি করা হয়। অর্থাৎ ৭ থেকে ১০টি শট নিয়ে একটি মালা গাঁথা হয়।

যখন বুলেটিনে উভ (OOV) অংশ আসে তখন সংবাদ পাঠক উভ পড়তে থাকেন আর কন্টোল রুম থেকে এই সিকোয়েন্স প্লে (Play) করা হয়। টিভিতে তখন সংবাদ পাঠকের কণ্ঠ শোনা যায় আর স্ক্রিনে দেখা যায় ছবির পর ছবি, শটের পর শট। সংবাদ পাঠককে এভাবে উধাও করে দেওয়াকে বলে Out Of Vision বা OOV । এসময় কেবল সংবাদ পাঠকের কণ্ঠ শোনা যায় বলে একে Voice Over বা VO বলা হয়।

এর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে চলমান ছবির সাথে কথার সমন্বয়। কারণ উভে কথা ও শব্দ দু'জায়গা থেকে সার্ভার এ আলাদাভাবে যায়। প্রতিবেদক যদি উভের শট নির্বাচনের সময় স্ক্রিপ্টে কোনো কথার পর কোনো কথা বলেছেন তা মনে করে সিকোয়েন্স তৈরি করতে পারেন তা হয় আদর্শ উভ। তারপরও সংবাদ পাঠক উভ পড়ে যাচ্ছেন আর ঠিক সময়ে সিকোয়েন্স প্লে করা হলো না, এতে দর্শকের উভ বুঝতে সমস্যা হয়।

উভ নিয়ে টিভি সংবাদ স্ক্রিপ্ট অধ্যায়ে (একাদশ অধ্যায়ে) বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

রান ডাউন (Run down) বা Story Order

সংবাদবাদপত্রে যেমন প্রথম পাতা, আপার ফোল্ডার বা লোয়ার ফোল্ডার আছে তেমনি টেলিভিশনে রান ডাউনের ভিত্তিতে একেকটি সংবাদের অবস্থান নির্ধারিত হয়। একে Story Order/Running Order বলা হয়ে থাকে।

পশ্চিমা দেশে Senior Producerরা রান ডাউন সাজিয়ে থাকেন। আমাদের দেশে News Editor বা বার্তা সম্পাদকরা রান ডাউন সাজান। অর্থাৎ বুলেটিনের কোন অংশে কোন সংবাদটি স্থান পাবে এবং কী হিসেবে (প্যাকেজ/উভ) এবং তার জন্য কত সময় বরাদ্দ তা বিচার করার দায়িত্ব বার্তা সম্পাদকের।

www.pathagar.com

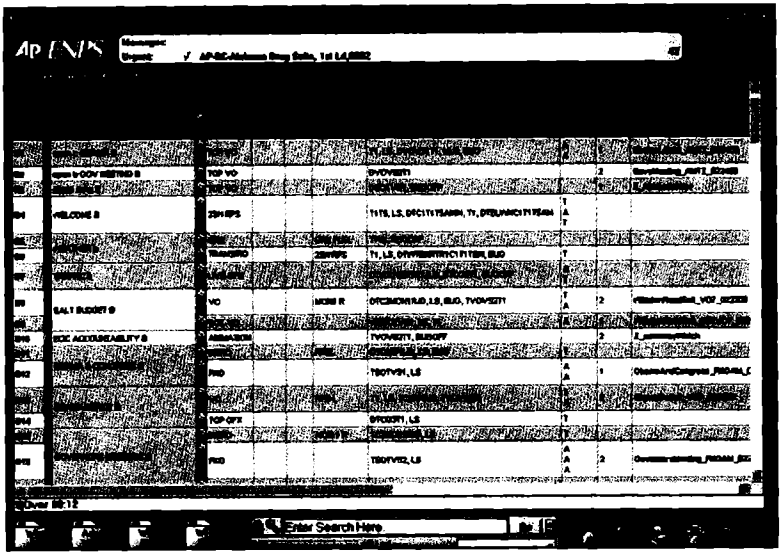

ফক্স টেলিভিশনের একটি রানিং অর্ডার (২৪ ফেব্রুয়ারি-২০০৯ সকাল ৭টার বুলেটিন)

রান ডাউনে কোন সংবাদের পর কোন সংবাদ থাকবে তার পাশাপাশি কোন প্রতিবেদকের সংবাদ, কে সম্পাদনা করেছে, কে পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেছেসহ স্টোরির সময় সীমা, স্টোরির পরিচিতি, স্টোরির ছবির অবস্থা--এ ধরনের সব তথ্য দেওয়া থাকে।

টিভি সংবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কেউ একবার রান ডাউন দেখলেই পুরো বুলেটিনের অবস্থা বুঝতে পারেন। টিভি নিউজ সফটওয়ারে রান ডাউন তৈরি এবং এটি নিয়ন্ত্রণ কেবল বার্তা সম্পাদকের হাতে থাকে, তিনি রান ডাউন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, ফলে কেউ ইচ্ছা করলেই রান ডাউনে কোনো পরিবর্তন করতে পারে না। রান ডাউনে রঙের পরিবর্তন দেখে স্টোরির অবস্থা বোঝা যায়। যেমন হলুদ রঙের অর্থ স্টোরিটি এখনো লেখা হয়নি। লেখার সাথে সাথে লাল হয়ে যাবে। ফুটেজ পৌছে গেলে স্টোরি লাইন সবুজ হয়ে যায়।

রান ডাউনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান থাকে। সেগুলো হলো স্ট্রিং, শিরোনাম, কামিং আপ, সেগমেন্ট ইত্যাদি। এবার সংক্ষেপে এগুলো আলোচনা করা হলো।

স্ট্রিং (String)/ Openning Hit

যে কোনো টিভি বা রেডিওর সংবাদ বা যে কোনো অনুষ্ঠান শুরু হয় নিজস্ব ঢঙে তৈরি মিউজিক দিয়ে। টিভিতে মিউজিকের সাথে থাকে সুদৃশ্য এনিমেটেড

www.pathagar.com

গ্রাফিক্স। গ্রাফিক্সের সমন্বয়ে তৈরি অনুষ্ঠান শুরু সূচক মিউজিককে বলা হয় স্ট্রিং। একে Openning Hitও বলা হয়।

সংবাদের শুরুতে, বিরতি নেওয়ার সময়, বিরতির পর ফিরে এসে এবং সংবাদ শেষ করার সময় স্ট্রিং থাকে। যেমন ওপেনিং স্ট্রিং, হেডলাইন স্ট্রিং, কামিংআপ স্ট্রিং, রিক্যাপ হেডলাইন স্ট্রিং। এছাড়া সংবাদের বিভিন্ন সেগমেন্টের পরিচিতির জন্য আলাদা স্ট্রিং থাকে।

খবরের নাম (Story Slug)

রান অর্ডারে প্রতিটি সংবাদের আলাদা নাম বা পরিচয় থাকে তাকে বলা হয় Story Slug। কোনটা কী সংবাদ তা Slug দেখেই বোঝা যায়। যেমন ফরিদপুরের সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে সংবাদের Slug হবে : Faridpur Accident. প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করলেন, তার Slug হবে– PM Power. আবার দেখা গেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন নিয়ে বিএনপি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে, তখন তার Slug হবে- BNP Power Reax।

সেগমেন্ট (Segment)

সেগমেন্ট মানে অংশ। সংবাদের সেগমেন্ট মানে এর বিশেষ কোনো অংশ। টিভি সংবাদ বুলেটিনে আন্তর্জাতিক, অর্থনীতি, খেলাধুলা, আবহাওয়া ইত্যাদি নানা সেগমেন্টে ভাগ করা হয়। প্রতিটি সেগমেন্টের পরিচয়ের জন্য আলাদা স্ট্রিং দেওয়া হয়। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের ক্ষেত্রেও স্ট্রিং দেওয়া হয়। বাজেট ঘোষণার সময়, জাতীয় নির্বাচন, বিশ্বকাপ খেলা বা সার্ক সম্মেলনের সময় নিজস্ব ঐতিহ্যের সাথে বিষয়ের মিল রেখে স্ট্রিং বানানো হয়।

কিছু টিভিতে খবরের ধরনকেও সেগমেন্ট বলা হয়। স্টোরিটি প্যাকেজ, উভ না গ্রাফিক্স এই পরিচয়কেও সেগমেন্ট বলা হয়।

সংবাদ শিরোনাম (News Headlines)/ TOP VO

সংবাদকে আকর্ষণীয় করতে দিনের প্রধান সংবাদগুলো বাছাই করে চার/পাঁচটি শিরোনাম বুলেটিনের শুরুতে জানানো হয়; যা বুলেটিনের সূচিপত্রের কাজ করে। খবরের শুরুতে আলাদা স্ট্রিং-এর সাথে শিরোনামগুলো পড়া হয়। কোনো কোনো টেলিভিশনে একে TOP VO বা Top Voive Over বলা হয়ে থাকে।

সংবাদ শিরোনাম বুলেটিনের বিজ্ঞাপন হিসেবেও কাজ করে। অনেক দর্শক আছে যারা কেবল শিরোনাম দেখতে বসেন। তাদের পছন্দের বিষয় শিরোনামে দেখা গেলে তারা পুরো খবর দেখতে থাকেন।

www.pathagar.com

বুলেটিন শেষ হবার আগ মুহূর্তে শিরোনামগুলো আবারো দর্শকদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়। ফলে যিনি দেরিতে টিভির সামনে বসেছেন তিনি সংবাদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটা ধারণা পান। বুলেটিন শেষে আবারো মনে করিয়ে দেওয়ার শিরোনামকে বলা হয় Recap Headlines.

কামিং আপ (Coming up)

৩৫-৪০ মিনিটের সংবাদ বুলেটিনকে দুই বা ততোধিকভাগে ভাগ করা হয়। প্রতিটি ভাগের সংবাদ শেষ করার আগ মুহূর্তে পরের ভাগের বিশেষ সংবাদের শিরোনামগুলো জানিয়ে দেওয়া হয়। একে বলে কামিংআপ (Coming up)।

প্রিয় দর্শক। সংবাদের এ পর্যায়ে ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি। বিরতির পর যখন ফিরে আসব তখন
আরও থাকছে ---১. মেক্সিকো উপসাগরে তেল উদ্গীরণ অব্যাহত, ক্ষতিপূরণ দাবি করলেন ওবামা এবং
২. দৈনিক আমার দেশ বন্ধের প্রতিবাদে নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিক্ষোভ।
[সংবাদ থেকে বেরিয়ে যাবার স্ট্রিং]

অনুশীলনী

১। কোনো সংবাদের প্যাকেজ (PKG) তৈরিতে দরকারি উপাদানগুলোর চমৎকার সমন্বয়ের ওপরই নির্ভর করে প্রতিবেদকের দক্ষতা– ব্যাখ্যা করুন।

২। নিউজ সফটওয়ার কী ? আপনার দেখা কোনো টিভি সফটওয়ার কীভাবে কাজ করে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন।

৩। রান অর্ডার কী ? কী কী উপাদান দিনে রান অর্ডার সাজানো হয় ? সংবাদ শিরোনাম ও কামিং আপ কি একই জিনিস না আলাদা ?

৪। সিঙ্ক/সট ও ভক্সপপ এর মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? কখন পাশাপাশি দুটো সিঙ্ক ব্যবহার করা হয় ?

৫। স্টুডিও ডিসকাসনকে কেন ওয়ান প্লাস ওয়ান বলা হয় ? বুলেটিনে একাধিক অতিথি/বিশেষজ্ঞ আনার অসুবিধা কী ?

৬। জিভি ও ফাইল ফুটেজ কখন ব্যবহার করা হয় ? ফাইল ফুটেজ ও জিভি এক নয়--ব্যাখ্যা করুন।

৭। ডোনাট, লাইভ ও লাইভ ফোনো– এ তিনের মধ্যে মিল ও পার্থক্যগুলো কী ?

৮। লিঙ্ক ও উভের গুরুত্ব কী ? লিঙ্ক ছাড়া কোনো টিভি সংবাদ হয় না–আপনি কি এই বাক্যের সাথে একমত ?

৯। এস্টন ও গ্রাফিক্সের ব্যবহার সম্পর্কে আপনি কী জানেন ? টিভি প্যাকেজে এমবিয়েন্ট সাউন্ডের গুরুত্ব উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৩
টিভি প্রতিবেদন

টিভি পর্দায় আমরা যত প্রতিবেদন দেখি তা দেখতে, শুনতে বা আবেদনের বিচারে কি একই রকম ? তা কিন্তু নয়। একই ঘটনা, একই সংবাদ, একই ছবি, একই তথ্য তারপরও প্রতিটি চ্যানেলের সংবাদ আলাদা। সংবাদের স্ক্রিপ্ট লেখা থেকে শুরু করে ছবি, এমবিয়েন্ট, ভয়েস ওভার ও গ্রাফিক্স ব্যবহারের ভিন্নতার কারণে প্রতিবেদনের ধরন বদলে যায়।

টিভি সাংবাদিকতার ওপর নিত্য-নতুন গবেষণা চলছে। এ পর্যন্ত গবেষণায় তৈরির দিক থেকে ১০ ধরনের টিভি প্রতিবেদনের কথা জানা গেছে।

1. Days Event Story (প্রতিদিনের সংবাদ)
2. Angel Story (ডালপালা)
3. Follow-up Story (ফলোআপ প্রতিবেদন)
4. Related Approach/Peg Story (পেগ স্টোরি)
5. Planned/Special Story (পরিকল্পিত/বিশেষ প্রতিবেদন)
6. Investigative Story (অনুসন্ধানী প্রতিবেদন)
7. Feature Story (ফিচার/মানবিক আবেদন)
8. Basis on Interview (সাক্ষাৎকার নির্ভর প্রতিবেদন)
9. Live Reporting (সরাসরি প্রতিবেদন)
10. Scoop/ Exclusive Story (দাও মারা প্রতিবেদন)

Days Event Story (প্রতিদিনের সংবাদ)

এই ধরনের ঘটনাই রিপোর্টারদের প্রতিদিন কাভার করতে হয়। ঘটনা শেষে কোনো রকম বাহুল্য বা শব্দের অতিরঞ্জন ব্যবহার ছাড়াই একেবারে সহজ ভাষায় সাদামাটাভাবে বর্ণনা করতে হয়।

www.pathagar.com

সাদামাটা বর্ণনার স্ক্রিপ্টের দুটি স্টাইল।

১. ঘটনার ক্রমানুসারে (Chronological Style)

২. উল্টো পিরামিড কাঠামো (Inverted Pyramid Structure)

এ দু'য়ের যে কোনো একটিকে নির্ভর করে সাদামাটা সংবাদ লেখা হয়। যা ঘটনা তাই, কোনো লুকোছাপা নেই, ফিচারের মতো ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলার অবকাশ নেই, এটাই হচ্ছে প্রতিদিনের সাধারণ ঘটনার প্রতিবেদন লেখার কৌশল।

তবে টেলিভিশন যেহেতু বিনোদন মাধ্যম তাই সংবাদকেও বিনোদনের হাতিয়ার করে গড়ে তুলতে হয়। এজন্য প্যাকেজের শুরুটা অবশ্যই আকর্ষণীয় হতে হবে। প্যাকেজের শুরুর বক্তব্য হতে হবে কিছুটা নাটকীয় বক্তব্য, যেন যে কোনো দর্শক প্যাকেজের প্রথম বাক্যটা শুনেই একটা ধাক্কা খায় এবং পুরো প্যাকেজটি মনোযোগ নিয়ে দেখতে থাকে।

Chronological Style-এ লেখার সময় প্যাকেজ শুরু করা হয়, ঘটনার শুরু থেকে। এরপর ধারাবাহিকভাবে যা যা ঘটেছে তার বর্ণনা দেওয়া হয়। সাধারণত ঘটনার শুরুর সময় থেকে ছবি পাওয়া গেলে এই স্টাইলে প্যাকেজ লেখা হয়।

নিচে Chronological Style এ লেখা একটি প্যাকেজের উদাহরণ দেওয়া হলো :

প্যাকেজ .

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফলিত রসায়ন বিভাগের ছাত্রী সুমাইয়া সিনহা বাসের চাপায় নিহত হলে বিক্ষুব্ধ সহপাঠীরা নেমে আসে রাস্তায়। শুরু হয় রাস্তা অবরোধ, গাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগ।

এমবিয়েন্ট

দুপুর বারোটার দিকে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের থামাতে লাঠিচার্জ শুরু করে দাঙ্গা পুলিশ।এতে প্রথমে শিক্ষার্থীরা কিছুটা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেও পরে পুলিশের সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের ইটপাটকেলের জবাব দিতে টিয়ার সেল ছোড়ে পুলিশ। এ ঘটনায় টানা তিন ঘণ্টা রণক্ষেত্রে পরিণত হয় কার্জন হল ও দোয়েল চত্বর এলাকা। আর এতে দুই পুলিশ সদস্যসহ শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়।

ভক্সপপ: শিক্ষার্থী

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ পুলিশ ঘুষ নিয়ে ক্যাম্পাসে বাস ঢুকতে দেওয়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। অবিলম্বে সুমাইয়ার ঘাতক বাস চালকের গ্রেফতার ও ফাঁসিসহ ক্যাম্পাসে পাবলিক বাস চলাচল নিষিদ্ধ করার দাবি করেছে তারা।

ভক্সপপ: শিক্ষার্থী

www.pathagar.com

উল্টো পিরামিড কাঠামোয় (Inverted Pyramid Structure)--সাদামাটা সংবাদ লেখার নিয়ম

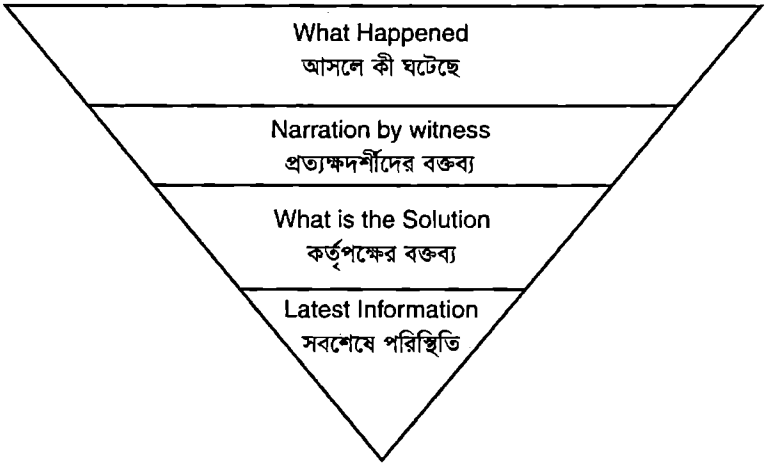

উল্টো পিরামিড কাঠামোয় লেখা সংবাদের নমুনা

প্যাকেজ:
ফলিত রসায়ন বিভাগের ছাত্রী সুমাইয়া সিনহার বাস চাপা দেওয়াকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ-গাড়ি ভাঙচুর আর পুলিশি অ্যাকশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছিল রণক্ষেত্র।

এমবিয়েন্ট:
পুলিশের লাঠিচার্জ, টিয়ার সেল আর শির্ক্ষাথীদের ইট-পাটকেল নিক্ষেপ ও ধাওয়া পাল্টা চলতে থাকে টানা তিনঘণ্টা। দুই পুলিশসহ আহত হয় শতাধিক শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীরা জানায়, সকাল সাড়ে দশটার দিকে কার্জন হলের কাছে রাস্তা পার হবার সময় একটি বাস সুমাইয়াকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়। আর এর প্রতিবাদে রাস্তায় মিছিল বের করলে বাধা দেয় পুলিশ। অবিলম্বে ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ প্রত্যাহার ও পাবলিক বাস নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছে শিক্ষার্থীরা।

ভক্সপপ:
আহত দুই পুলিশকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ও গুরুতর আহত ৮ ছাত্র ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে। পুলিশ বলছে, রাস্তায় নেমে ছাত্ররা বেশ কিছু গাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করলে লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয় তারা।

সিঙ্ক: পুলিশ

এ দুটো প্যাকেজের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছেন ? দেখুন Chronological Style-এ লেখা প্যাকেজটি শুরু করা হয়েছে সকাল থেকে আর উল্টো পিরামিড কাঠামোয় লেখা প্যাকেজটি শুরু করা হয়েছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষণীয় ছবি ব্যবহার করে।

www.pathagar.com

মূল কথা হচ্ছে এ ধরনের ঘটনায় আপনি কোন ছবিটি প্রথমে ব্যবহার করতে চান তার ওপরই নির্ভর করছে আপনার প্যাকেজ কোন স্টাইলে হবে। আপনি ঘটনার প্রথম থেকে শুরু করতে পারেন। আবার মাঝখান থেকে শুরু করে এর আগে কী ঘটেছে, কেন ঘটনা ঘটল তার বর্ণনা দিতে পারেন।

Angle Story / Side Story (ডালপালা)

যে কোনো বড় গাছের যেমন ডালপালা থাকে, তেমনি বড় খবরেরও ডালপালা থাকে। তফাত হচ্ছে গাছের ডালপালা সবার চোখে পড়ে কিন্তু খবরের ডালপালা অভিজ্ঞ সাংবাদিক ছাড়া দেখতে পায় না। খবরের মধ্যে যে খবর লুকিয়ে থাকে তা যদি দর্শকের সামনে তুলে আনা যায়, তা মূল খবরের চেয়েও বেশি সাড়া ফেলে।

বড় কোনো ঘটনা একটি প্যাকেজ বা উভ করলেই দর্শকের চাহিদা পূরণ হয় না। সেই ঘটনার নানা দিক সম্পর্কে মানুষের ব্যাপক আগ্রহ থাকে। বিশ্বকাপ ফুটবলে যে দল শিরোপা জেতে সেই দল সকালে কী দিয়ে নাস্তা করেছে, দুপুরে কোথায় বিশ্রাম নিয়েছে, প্রার্থনা করেছে কি না তাও অনেক বড় খবর। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট যখন ঢাকা এসেছিলেন তিনি কী খেয়েছিলেন, কে রান্না করেছিল তা নিয়ে কৌতূহলের সীমা ছিল না। খবরের এরকম নানা এঙ্গেল বা ডালপালা সংবাদকে Side Storyও বলা যায়।

আমাদের দেশে বড় কোনো ঘটনা ঘটলে নানা রকম Side Story করার অনেক নজির আছে। নির্বাচনের আগে যেদিন বড় দলের ইশতেহার ঘোষণা হয় সেদিন নেত্রীর বক্তব্যের পাশাপাশি ইশতেহারে কী আছে, তা নিয়ে সুশীল সমাজ ও বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য দিয়ে আলাদা Side Story করা হয়।

বড় দলের জনসভায় মূল স্টোরি ছাড়াও দলীয় প্রধানের বক্তব্য বিশ্লেষণ এবং অন্য নেতাদের বক্তব্য নিয়ে আলাদা আলাদা Side Story হতে পারে। বাজেট ঘোষণার দিন বাজেট নিয়ে অনেক Side Story করা হয়। চাঞ্চল্যকর মামলার রায় ঘোষণার দিন এই মামলার নানা দিক নিয়ে Side Story করা হয়। যেমন বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবার হত্যা মামলার রায়ের দিন হত্যাকাণ্ড, হত্যাকারীদের পরিচয়, তাদের ফিরিয়ে আনার প্রস্তুতি ইত্যাদি নিয়ে অনেকগুলো Side Story হয়েছিল।

একইভাবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেমন ঈদ, দুর্গাপূজা, পয়লা বৈশাখের দিন এর আয়োজন, উচ্ছ্বাস, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ইত্যাদি নিয়ে Side Story করা হয়।

যখন একটি ঘটনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকে এবং সব বিষয় এক প্যাকেজে নিয়ে আসলে প্যাকেজ বড় হয়ে দর্শকের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন ক্ষেত্রে বিষয়গুলো আলাদা করে Side Story করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

Follow-up Story (অনুগামী প্রতিবেদন)

কোনো ঘটনারই আসলে শেষ হয় না। সব ঘটনা আসলে রবি ঠাকুরের ছোট গল্পের মতো--যাহা শেষ হইয়াও হইলো না শেষ। প্রতিটি ঘটনার পর আরও কী ঘটছে তা নিয়ে দর্শক বা পাঠকের জানার আগ্রহ থাকে। প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতায় বা টিভির পর্দায় দর্শক/পাঠক অনেক খবর পড়েন বা দেখেন। পরের দিন আরও কী ঘটল তা জানতে চান। অনেক সময় তা না পেয়ে নিরাশ হন। সুতরাং এই শেষের পরের খবর সবসময় অনেক আগ্রহের বিষয়।

ফলোআপ সংবাদ হচ্ছে আগের খবরের ওপর তৈরি হওয়া নতুন খবর, যা খবরকে এগিয়ে নিয়ে যায় আর তার নতুন নতুন দিক উন্মোচন করে।

খুন বা অগ্নিকাণ্ডের মতো ঘটনার পরদিনই দর্শক/পাঠক নতুন তথ্য জানার অপেক্ষায় থাকে, খুন বা অগ্নিকাণ্ডের কারণ, দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা গেল কিনা ? এ ধরনের ঘটনায় কেউ জড়িত থাক বা না থাক ফলোআপ রিপোর্ট করা সাংবাদিকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

প্রত্যেক প্রতিবেদকের নির্দিষ্ট বিট/কাজের আওতা থাকে। প্রতিবেদকের উচিত তার বিটের আওতায় বা তার করা রিপোর্টের একটা ক্যালেন্ডার তৈরি করা বা ডাইরিতে লিখে রাখা। এতে ফলোআপ প্রতিবেদন তৈরির সময় লিখে রাখা তথ্য প্রতিবেদকের কাজে লাগে। পুরনো তথ্যগুলো সবসময় লিখে রাখা দরকার। কবে কোন মামলার রায়, তদন্ত কমিটির রিপোর্ট জমা দেওয়ার সময়সীমা, আইলা বা সিডর আঘাতের বর্ষপূর্তি (বর্ষপূর্তির দিনে দুর্গতদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না), বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনের তারিখ, এরকম তথ্য ফলোআপ রিপোর্ট তৈরির জন্য খুব ভালো কাজে লাগে।

Related Approach/Peg Story (পেগ স্টোরি)

দুই বা ততোধিক ঘটনাকে জোড়া দিয়ে একটি প্যাকেজ তৈরি করাকে Peg Story (পেগ স্টোরি)। পেগ স্টোরিতে সাধারণত দুটি ঘটনার একটিকে ভিত্তি করে সেই ঘটনার খুঁটিনাটি দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং অন্য ঘটনাকে ছোট আকারে জোড়া দেওয়া হয়।

অনেক ধরনের পেগ স্টোরি হতে পারে। যেমন:

১। একদিকে চ্যানেল ওয়ান বন্ধের খবর + বন্ধের প্রতিবাদে নিউইয়র্কে বিক্ষোভ

২। খাদ্য ঘাটতি নিয়ে সেমিনার + বস্তির বা গ্রামের মানুষের ঘরে খাবার সংকট

www.pathagar.com

৩। আমিরাতে জনশক্তি নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর+ জনশক্তি রপ্তানির বর্তমান পরিস্থিতি+ এর ফলে কী প্রভাব পড়বে

৪। ঢাকায় বৃক্ষমেলা উদ্বোধন + গত ১০ বছরে পরিচর্যার অভাবে মারা গেছে, মারা গেছে ১ কোটি গাছ + বিনা দরপত্রে ১ লাখ গাছ কেটেছে প্রভাবশালীরা

৫। আদিবাসী দিবস + আদিবাসীদের অবস্থা + কতটুকু অগ্রগতি এসেছে তাদের জীবনে

ইদানীং সভা- সেমিনারে বিভিন্ন দিবস ও ইস্যুকে কেন্দ্র করে মন্ত্রী-বিশেষজ্ঞের বক্তব্যের সাথে পরিস্থিতি যুক্ত করে পেগ স্টোরি করার স্টাইল বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। বিটিভির মতো সরকারি কর্মসূচির ঢাক-ঢোল না পিটিয়ে তার ভালো-খারাপ বা সম্ভাবনার দিকগুলো তুলে এনে করা বেসরকারি টিভি চ্যানেলের তৈরি Peg Story (পেগ স্টোরি)গুলো দেশের সব শ্রেণীর দর্শকদের কাছে বেশ সমাদর পেয়েছে।

একইভাবে মেক্সিকো উপসাগরে তেলের পাইপ ছিদ্র হয়ে যাওয়ায় সৃষ্ট ক্ষতিপূরণ দিতে ব্রিটিশ পেট্রোলিয়ামের রাজি হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে লাউয়াছড়ায় অক্সিডেন্টাল কোম্পানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের বিষয়টি সামনে আনা যেতে পারে।

পেগ স্টোরি লেখার বিষয়টি টিভি সংবাদ স্ক্রিপ্ট অধ্যায়ে (একাদশ অধ্যায়ে) বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

Planned/Special Story (বিশেষ রিপোর্ট)

একজন প্রতিবেদকের দিনটি কীভাবে যায় ? সকালে ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজে চোখ বুলানো, এরপর অফিসে গিয়ে অ্যাসাইনমেন্ট এডিটরের শিট ধরে কাজ করে যাওয়া আর দিনশেষে একটি প্যাকেজ বা উভ করে বাসায় ফিরে আসা।

পরিশ্রমী সাংবাদিকরা এই গতানুগতিক রুটিনের বাইরে গিয়ে আলাদা কিছু প্রতিবেদন তৈরি করেন। এজন্য তারা নিজেদের দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে বাড়তি কিছু চিন্তা, গবেষণা ও পরিশ্রম করেন। খবরের সম্ভাব্য উৎসগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন।

দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সারাদেশ থেকে টিভি চ্যানেলগুলোতে যে খবর আসে তা প্রায় একইরকম। এক চ্যানেলের চেয়ে আরেক চ্যানেলের খবরের পার্থক্য গড়ে দেয় ওই চ্যানেলের পরিকল্পিত বা বিশেষ রিপোর্টগুলো। তাই

www.pathagar.com

গতানুগতিক অ্যাসাইনমেন্টের বাইরে গিয়ে সংবাদ মূল্য আছে এমন বিষয় বা ঘটনাকে সর্বশেষ তথ্যের মোড়কে হাজির করাকে বলা হয় বিশেষ রিপোর্ট।

এজন্য গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ, কাজের জন্য অফিস থেকে ক্যামেরা, গাড়ি ও দরকারি অর্থ অনুমোদন করিয়ে নেওয়া এবং পর্যাপ্ত সময়ের দরকার হয়। প্রতিবেদক ও অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর মিলে এজন্য একটি পরিকল্পনা দাঁড় করান, তাই একে পরিকল্পিত প্রতিবেদনও বলা হয়। পশ্চিমা বিশ্বে Planned Story সাংবাদিকতায় খুব বহুল প্রচারিত পরিভাষা।

বিশেষ রিপোর্টের ধারণা প্রতিবেদক নিজেও দিতে পারেন, অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর বা চ্যানেলের গবেষণা সেল থেকে আসতে পারে বা অফিসের সিনিয়র কোনো সাংবাদিকও করতে বলতে পারেন। এরপর তা করার জন্য একজন প্রতিবেদককে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী ক্যামেরা, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, টাকা-পয়সা অফিস নিশ্চিত করে। দায়িত্ব পাবার পর প্রতিবেদককে কয়েকটি ধাপে কাজ করতে হয়।

১. বিশেষ রিপোর্টের ধারণা পাবার পর এ বিষয়ে দরকারি তথ্য ও তথ্যের উৎসের খোঁজ করতে হয়। যেমনঃ রেল ব্যবস্থার বেহাল দশা নিয়ে রিপোর্ট করতে গেলে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি কোন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করলে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত হবে তা ঠিক করতে হয়।

২. রিপোর্টের জন্য দরকারি ছবি ও বক্তব্য যোগাড় করার একটি পরিকল্পনা করতে হয়।

৩. পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ক্যামেরা, গাড়ি, যন্ত্রপাতি ও অর্থসহ সময় মতো সব সুবিধা হাতের নাগালে পেতে অ্যাসাইনমেন্ট এডিটরের সাথে আলোচনা করতে হয়।

৪. স্পটে গিয়ে দরকারি ছবি ধারণ করতে হয়, অবস্থা বুঝে এজন্য কৌশলের আশ্রয় নিতে হতে পারে। দরকারি জিভি ও ভক্সপপ নিয়ে নিতে হয়। বিশেষ রিপোর্টের সাথে পিটিসি থাকলে ভালো হয়।

৫. বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য তাদের সাথে যোগাযোগ করে অ্যাপয়েনমেন্ট নিতে হয় এবং সময় মতো তাদের বক্তব্য ধারণ করে নিতে হয়।

৬. দরকারি গ্রাফিক্স এবং ফাইল ছবির জন্য অফিসের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে চাহিদা জানিয়ে রাখতে হয়।

এতক্ষণ আমরা আসলে আদর্শ বিশেষ রিপোর্ট করার পদ্ধতি ও ধাপ নিয়ে আলোচনা করলাম। কিন্তু বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলো এখনো এতটা গঠনমূলকভাবে কাজ শুরু করেনি। রাতে পরদিনের অ্যাসাইনমেন্ট জানানোর

www.pathagar.com

মতো জানিয়ে দেওয়া হয়– আগামীকাল আপনাকে বিশেষ রিপোর্ট করতে হবে। কী বিষয়ে রিপোর্ট করতে হবে তা আপনার অ্যাসাইনমেন্ট এডিটরও জানেন না। তিনি বলছেন– একটা কিছু করতে। কিন্তু কী করতে হবে আপনি তা বুঝে উঠতে পারছেন না। আমাদের দেশের অভিজ্ঞ সাংবাদিক যারা বিভিন্ন চ্যানেলের গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন, তাদের সীমাবদ্ধতা হচ্ছে– এত কম সময়ে যে ভালো রিপোর্ট দেওয়া অসম্ভব তা তারা বুঝতে চান না। বরং চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। প্রতিবেদক হয়ত সারাদিন চেষ্টা করে ব্যর্থ হন তখন ওই অভিজ্ঞ সাংবাদিক প্রতিবেদককে খোঁচা মারেন এই বলে– সারাদিন কিছু করতে পারলে না ? বা দিনটাই মাটি করলে ? আর এই খোঁচা হজমের ভয়ে প্রতিবেদকরা বিশেষ রিপোর্টের নামে যা করছেন তাকে অন্তত বিশেষ রিপোর্ট বলা যায় না।

রিপোর্ট তৈরির জন্য প্রতিবেদকের যশোর বা সিলেট যাবার দরকার হতে পারে, এজন্য যখন অর্থ চাওয়া হয়, তখন বলা হয় রিপোর্ট করার দরকার নেই। এভাবে অনেক রিপোর্টের অকালমৃত্যু ঘটে আর এভাবে ভালো রিপোর্ট করার সদিচ্ছা নষ্ট হতে থাকে।

প্রতিবেদক তার উৎস থেকে কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে অ্যাসাইনমেন্ট এডিটরকে জানালেন। বিষয়টি ভালো সংবাদ হতে পারত। কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর বা বার্তা প্রধান কিছুতেই বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেন না। প্রতিবেদকের তখন কিচ্ছু করার নেই।

একজন প্রতিবেদক অনেক পরিশ্রম করে বিশেষ রিপোর্ট তৈরি করলেন। কিন্তু দেখা গেল দিনের পর দিন তা রানডাউনে জায়গা পাচ্ছে না। একটা বুলেটিনে শেষের দিকে দেখানো হলো। এমন ঘটনায় প্রতিবেদকরা ভালো রিপোর্ট করার উৎসাহই হারিয়ে ফেলেন।

এমন অনেক প্রতিবেদক আছেন, যারা নিজেরা তো বিশেষ রিপোর্টের আগ্রহ দেখান না উপরন্তু অফিস থেকে বিষয় ঠিক করে দেওয়ার পরও করেন না। কেউ আবার যেন তেনভাবে তৈরি করে নাম দেন বিশেষ রিপোর্ট। এরকম নানা কারণে বাংলাদেশে টিভি সাংবাদিকতায় ভালো মানের টিভি রিপোর্ট খুব কম দেখা যায়।

Investigative Story (অনুসন্ধানী প্রতিবেদন)

কিছু ঘটনা এমনিতেই সবাই জেনে যায়, বাকি ঘটনা লোকের মুখ থেকে জানা যায় আর কিছু ঘটনা চাপা থাকে বা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

যে ঘটনা কাউকে জানতে দেওয়া হয় না এমন ঘটনা যখন কোনো প্রতিবেদক খুঁজে খুঁজে বের করে আনেন তাকে বলা হয় অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। বলা হয়, খবর আসলে বন্ধ ঘরে সিন্দুকের ভেতর আটকা থাকে। সাধারণভাবে প্রতিবেদকরা খোলা ঘরের খবর নিয়ে থাকেন। আর অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা

www.pathagar.com

সিন্দুক থেকে খবর বের করে আনেন। তাই সাংবাদিকতায় অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সবচেয়ে পরিশ্রম, মর্যাদা ও কৃতিত্বের।

আমাদের প্রতিদিনের সংবাদের তুলনায় অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ধরন একটু আলাদা।

প্রচলিত প্রতিবেদন	অনুসন্ধানী প্রতিবেদন
১. যখনই ঘটনা তখনই প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়, দেরি করার সুযোগ নেই।	১. তথ্য পাবার পর আরও তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই চলে। রিপোর্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয় না।
২. গবেষণা ও তথ্য একবার যাচাই করেই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়।	২. রিপোর্ট প্রকাশের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত গবেষণা ও তথ্য যাচাই-বাছাই চলে।
৩. সাধারণত কৌশলের আশ্রয় নেওয়ার দরকার হয় না।	৩. নানা রকম কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়।
৪. পরিচিত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের তথ্য যাচাই করা হয় না।	৪. পরিচিত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের তথ্যও বারবার যাচাই করা হয়।
৫. প্রচলিত প্রতিবেদনের জন্য তথ্য প্রাপ্তি সহজ হয়।	৫. অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে কেউ মুখ খুলতে চায় না।
৬. প্রতিবেদক কেবল পাওয়া তথ্য ও বক্তব্যকে একত্র করে প্রতিবেদন তৈরি করেন।	৬. তথ্য ও বক্তব্য একত্র করার পাশাপশি প্রতিবেদক নিজের সিদ্ধান্ত দাঁড় করান।
৭. প্রতিবেদনের মধ্যে প্রতিবেদকের ব্যক্তিগত উপস্থিতি থাকে না। তিনি ঘটনার বিচারক হতে পারেন না।	৭. প্রতিবেদকের ব্যক্তিগত উপস্থিতি থাকতে পারে এবং দরকার হলে তিনি ঘটনার বিচার করতে পারেন।
৮. এক্ষেত্রে প্রতিবেদক কোনো ভুল করলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা যেতে পারে।	৮ এক্ষেত্রে প্রতিবেদকের ভুল সমাজ, রাষ্ট্র, গণমাধ্যম ও সাংবাদিক সমাজকে হুমকির মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য প্রতিবেদককে কয়েকটি ধাপে কাজ করতে হয়।

1. Preliminary Research
2. Hypothesis
3. Data Collection
4. Serveillance & Sarvey
5. Final Execution
6. Outcome & Follow up

www.pathagar.com

(1) Preliminary Rearch : একজন সাংবাদিকের কাছে নানা উৎস থেকে তথ্য আসতে পারে। কোনো বিষয়ে তথ্য পাবার পর প্রথমে সাংবাদিককে তার নিজের মনের মধ্যেই তথ্য বিশ্লেষণ করতে হয়। তথ্যটি অনুসন্ধান করার যোগ্য কি না, এতে সত্যতা আছে কি না, এ বিষয়ে আরও তথ্য কীভাবে জানা যাবে--এসব বিষয়ে সাংবাদিককে নিজের মধ্যেই বারবার ভাবতে হয়। বিষয়টি যদি সাংবাদিকের নিজস্ব আগ্রহের অ্যাসাইনমেন্ট হয় তাহলে প্রাথমিক গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি করা যাবে কি না ? যদি অফিসের অ্যাসাইনমেন্ট হয় আর প্রাথমিক তথ্য প্রমাণ অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য যথেষ্ট মনে না হয় সেক্ষেত্রে বার্তা সম্পাদকদের নিবৃত্ত করার মতো যুক্তি নিজের কাছে থাকতে হবে।

(2) Hypothesis : যখন প্রতিবেদক কোনো খবরের পিছনে ধাওয়া করার সিদ্ধান্ত নেন তখন তার সবশেষ পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে Hypothesis দাঁড় করাতে হয়। ধরা যাক সাংবাদিকের কাছে খবর এল : ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে সরকারি কর্মকর্তারা চিনির বাজার নিয়ন্ত্রণ করছেন। তখন সাংবাদিককে কিছু প্রশ্ন দাঁড় করাতে হয় এবং তার জবাব নিশ্চিত হবার পরই পরবর্তী ধাপের জন্য মাঠে নামতে হয়।

Hypothesis হবে--

১. ভারতীয় ব্যবসায়ীরা কি সত্যিই ঘুষ দিয়েছেন ?
২. কোন ব্যবসায়ীরা দিয়েছেন ?
৩. চিনি নিয়ন্ত্রণের জন্য দিয়েছেন কিনা ?
৪. কাদেরকে ঘুষ দিয়েছেন ?
৫. ঘুষের টাকা কীভাবে সরকারি-কর্মকতাদের কাছে পৌঁছেছে ?
৬. এতে কি আমদানি-রপ্তানি ও দাম নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ?
৭. কতদিন করে এই কর্মকাণ্ড চলছে ?
৮. এতে ভারতের ব্যবসায়ীদের লাভ কোথায় ?
৯. বাংলাদেশের চিনিকলগুলো কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ?
১০. দূতাবাসের কর্মকর্তা বা আরও কেউ এই চক্রের সাথে জড়িত কি না ?
১১. সরকারের মন্ত্রীরা বিষয়টি কতটুকু জানেন ?

(3) Data Collection/ Fact Finding : এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা ও তা প্রমাণের জন্য সাংবাদিকের মাঠ পর্যায়ের কর্মকাণ্ড শুরু হয়। অনেকেই হয়ত ক্যামেরার সামনে কথা বলতে চাইবে না। সেক্ষেত্রে Hidden Camera বা ক্যামেরা গোপন করে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রতিবেদক প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পিটিসি দিতে পারেন।

www.pathagar.com

Fact Finding পর্যায়টি একজন প্রতিবেদকের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এসময় তিনি যদি প্রাপ্ত তথ্য ডকুমেন্ট বা সাক্ষাৎকার দিয়ে প্রমাণ করতে না পারেন তবে সেই প্রতিবেদন ব্যর্থ হয়ে যাবে। এজন্য প্রতিবেদককে দুটো কাজ করতে হয়। তা হলো Document Collection এবং Tricks । যে কোনো জায়গায় সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে সম্ভব হলে হার্ড ডকুমেন্ট বা নথিপত্র যোগাড় করতে হবে এবং ডকুমেন্টের ভিত্তিতে দরকারি ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নিতে হবে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় কৌশল অবলম্বন করতে হবে। কিছু জায়গায় সাংবাদিককে যেমন Desperate বা সাহসী হতে হবে তেমনি আবার কিছু জায়গায় গিয়ে আসল উদ্দেশ্য বুঝতে দেওয়া যাবে না। সবকিছু নির্ভর করবে পরিস্থিতির ওপর। Document Collection এবং Fact Finding পর্বটি সাংবাদিককে অভিজ্ঞতা দিয়ে অর্জন করতে হবে।

(4) Surveillance & Servey: কোথাও বা কোনো ঘটনা নিয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্ট করার সময় সেই এলাকা বা ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট লোকজনের ওপর গোপনে সার্বক্ষণিক নজর রাখতে হয়। দরকার হলে কিছু গোপন ছবি তুলে রাখা উচিত। এছাড়া কোনো ঘটনা যখন Open Secret হয়ে পড়ে তখন সবাই জানে কিন্তু কর্তাব্যক্তিরা কেউ কিছু বলতে চায় না, তখন সাধারণ লোকজনের ওপর জরিপ করে তথ্য বের করা হয়। যেমন পুলিশের দাবি মাদক পাচার হয় না তবে জরিপ করে দেখা গেল ৯৫ শতাংশ এলাকাবাসী জানিয়েছে থানা পুলিশ মাদক পাচার ও ব্যবসায়ের সাথে জড়িত।

(5) Final Excution: তথ্য সংগ্রহ ও বক্তব্য ধারণ শেষে প্রতিবেদকের মতে হতে পারে ঘটনার কোনো সত্যতা নেই। তখন সেখানেও কাজ শেষ হতে পারে আবার প্রতিবেদনের এঙ্গেল পাল্টে যেতে পারে। আপনার জানা আইন বদলে যেতে পারে তাই আইনটি দ্বিতীয়বার পড়ুন, এমনও হতে পারে, আগের আইনে যা অন্যায়-অবৈধ ছিল নতুন আইনে তার বৈধতা দেওয়া হয়েছে। এভাবে চারদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিন। এরপরও যদি সত্যতা পাওয়া যায় তবে অবশ্যই সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

(6) Outcome & Follow up: প্রাপ্ত তথ্য, নথিপত্র ও সাক্ষাৎকারের সাহায্যে প্রতিবেদকের Hypothesis-এর পক্ষে রায় দিলে তিনি প্রতিবেদনটি দাঁড় করাবেন। সেখানে আইনগত কোনো সমস্যা দেখা দিলে আইনজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে হবে। সরকার ও প্রশাসনে বড় ধরনের ধাক্কা লাগতে পারে এমন পরিস্থিতি হলে চ্যানেল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করতে হবে। প্রতিবেদনটি যখন প্রচারিত হবে তখন তার প্রতিক্রিয়াও Follow up করতে হবে।

www.pathagar.com

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার Tricks কেমন হয়

ভুয়া ব্যক্তি সাজা: অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য যোগাড় করতে গিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে গিয়ে ভুয়া ব্যবসায়ী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে ভুয়া শিক্ষক, রাজউক বা ভূমি অফিসে গিয়ে ভুয়া জমির মালিক সেজে তথ্য সংগ্রহ ও নথিপত্র যোগাড় করতে হয়। কারণ আপনি সাংবাদিক পরিচয় দিলে তথ্য ও নথি নাও পেতে পারেন। যেখানে আসল পরিচয়ে বাধার মুখে পড়তে হবে সেখানে নকল পরিচয় নেওয়া ভালো।

দরকার হলে ঘুষ দেওয়া: অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য সংগ্রহের জন্য টাকা বা ঘুষের বিনিময়ে হলেও দরকারি নথিপত্র যোগাড় করতে হয়। এছাড়া কোনো ব্যক্তি ঘুষ নেয় কি না তা প্রমাণ করার জন্য ঘুষ দিতে হতে পারে। এজন্য প্রতিবেদককে ঘুষ বাবদ বাজেট রাখতে হয়। পিয়ন বা আয়ার কাজ করেন এমন ব্যক্তিদের হাতে রাখার জন্য টুকটাক হাতখরচ/বখশিস দিতে হতে পারে।

গোপন ক্যামেরায় ধারণ: কোনো ঘটনা হাতে নাতে প্রমাণ করে তা দর্শকদের দেখানোর জন্য গোপন ক্যামেরায় ধারণ করা হয়। এজন্য অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় পেশাদার ক্যামেরার পাশাপাশি হ্যান্ডিক্যামেরা রাখা যেতে পারে। এছাড়া কোনো ব্যক্তির বক্তব্য জরুরি কিন্তু তিনি বক্তব্য দিতে চান না এমন ক্ষেত্রেও গোপন ক্যামেরার সাহায্য লাগতে পারে। তবে কোনোভাবেই তা ওই ব্যক্তিদের বুঝতে দেওয়া চলবে না।

ক্যামেরা কৌশল: কিছু সময় ক্যামেরা কৌশল নেওয়ার দরকার হতে পারে। আপনি গোপন জিনিস তুলেছেন কি না তা হঠাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দেখতে চাইতে পারে তখন ক্যামেরাম্যানকে চোখ ইশারা করে সতর্ক করতে হবে যেন ক্যামেরাম্যান এমনভাবে ছবি টেনে টেনে দেখান যেন আপনারা এতক্ষণ ধরে যে গোপন ছবি তুলেছেন তা তারা কিছুতেই টের না পায়। কিছু বেশি সতর্ক মানুষ আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য ক্যামেরা যে সত্যিই বন্ধ করা হয়েছে কি-না তা দেখতে চাইতে পারে। তাকে ক্যামেরা বন্ধ করে দেখিয়ে দিতে হবে। এরপর এমনভাবে কৌশলে ক্যামেরা অন করতে হবে যেন ক্যামেরা অন করার বিষয়টি তারা মোটেই টের না পায়।

গোপন মাইক্রোফোন রাখা: শব্দ ধারণের জন্য ছোট মাইক্রোফোন চিপ বা কর্ডলেস ক্লিপ মাইক্রোফোন রাখা যেতে পারে। এছাড়া কর্ডলেস মাইক্রোফোনও রাখা যেতে পারে তবে বুঝতে দেওয়া চলবে না মাইক্রোফোন অন আছে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করার সময় ক্যামেরাম্যানকে সবসময় সারফেস মাইক্রোফোন অন রাখতে বলতে হবে।

www.pathagar.com

পরিচিত পুলিশ কর্মকর্তার সহায়তা নেওয়া: কোথাও কাজ করার সময় সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের হামলা হতে পারে, এরকম পরিস্থিতিতে আগেই পরিচিত পুলিশ কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট থানাকে জানিয়ে রাখা উচিত যেন ঘটনার সাথে সাথেই তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

Feature Story (ফিচার/মানবিক আবেদন)

আবেগ সৃষ্টির মাধ্যমে অনুভূতিকে নাড়া দিয়ে সত্যকে খবরের মধ্যে তুলে আনার নাম হচ্ছে 'ফিচার সংবাদ'। যেখানে খবরের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে সৃজনশীলতা, রুচিশীলতা ও মানবিকতাবোধ। আর এই তিন উপাদানের সমন্বয়ে খবর হয়ে ওঠে আরও বেশি জীবন্ত, মানবিক ও উপভোগ্য। সবমিলিয়ে ফিচার স্টোরি বিনোদনেরও উপাদান হয়ে ওঠে।

ফিচার প্রতিবেদন লেখার কোনো সীমবদ্ধতা নেই। কোনো পাল্লা বা স্কেলে এর গভীরতা মাপা যাবে না। ফিচারের একটাই লক্ষ্য, পাঠক ও দর্শকের মন ছুঁয়ে যেতে হবে। একটাই সীমাবদ্ধতা তা হলো সাংবাদিকের দেখার চোখ বা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ভাষার পূর্ণতার অভাব। ছবি, শব্দ, আবেগ, কারুকাজ ও লেখার স্টাইলে প্রতিবেদক মুন্সিয়ানার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হলে দর্শক ভালো ফিচার প্রতিবেদন থেকে বঞ্চিত হয়।

ফিচার তৈরির বড় উপলক্ষ হচ্ছে মানুষ। মানুষের যেখানে বা যে বিষয়ে আগ্রহ তাই-ই ফিচারের বিষয়। প্রতিবেদকের দক্ষতার গুণে ফিচার স্টোরি তার সংবাদ মূল্যের চেয়ে অনেক বড় সংবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

আমরা সবসময় দেখি, আমাদের চারপাশে ঘটছে, তবু সেদিকে আমাদের মনোযোগ দেওয়া হয়নি, সেই রকম ঘটনার ওপর একটু ভালো করে খেয়াল করলেই তা হতে পারে যে কোনো ফিচার প্রতিবেদনের উপাদান। সেই ঘটনা হতে পারে যাপিত জীবনের কাহিনি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, পর্যটন, প্রকৃতির রূপ, আবহমান বাংলায় ছড়িয়ে থাকা নানা ঘটনা-স্থান যা হতে পারে মজার, হাস্য রসাত্মক, কৌতূহলের, চরম বেদনার, নিদারুণ কষ্টের, দুর্ভোগের সাতকাহন, অনাগত আশংকা এসব নানা কিছুই জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে ফিচার প্রতিবেদনের নিয়ামক হিসেবে।

ফিচার স্টোরিকে Soft Storyও বলা হয়। প্রচলিত সংবাদ কাঠামোর সব নিয়ম ভেঙে ফিচার লেখার স্বাধীনতা আছে প্রতিবেদকের। তাই প্রতিদিন তিনি যে কণ্ঠে তার ভয়েস ওভার (Voice Over) দেন ফিচার প্রতিবেদন তৈরির সময় স্ক্রিপ্টের প্রয়োজনে তার সেই কণ্ঠস্বর পাল্টে যেতে পারে। তার কণ্ঠ হতে পারে

www.pathagar.com

আলাদা--কোমল, একটু কঠিন অথবা গুরুগম্ভীর। কণ্ঠের ওঠানামায় প্রতিবেদক যে কোনো আবৃত্তিকারকেও ম্লান করে দিতে পারেন।

ফিচার প্রতিবেদন লেখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রচার সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক জোসেফ ব্রোসার্ড প্রতিবেদককে কবি বা উপন্যাসিক মনের অধিকারী হবার কথা বলেছেন। তার মতে, প্রতিবেদকের স্ক্রিপ্টের শব্দে শব্দে থাকবে ছন্দ আর অনুরণন। সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণের সময় Hard News শেখানোর পাশাপাশি Soft Story লেখার অনুশীলন করানো জরুরি বলে মনে করেন এই অধ্যাপক।

এমন অনেকেই আছেন সারাজীবন কঠিন বিষয় নিয়ে সাংবাদিকতা করেছেন, অথচ মানুষ কেবল তার একটি ফিচার প্রতিবেদনের কথা মনে রেখেছে, বাকি সব ঘটনায় তার সরব উপস্থিতির কথা ভুলে গেছে। তাই ফিচার প্রতিবেদন লেখা ও এডিট প্যানেলে বসে তৈরির সময় প্রতিবেদককে সর্বোচ্চ যত্নবান হওয়া উচিত। প্রতিবেদকের পাশাপাশি বার্তা সম্পাদককেও মননশীল হতে হবে যেন তিনি প্রতিবেদকের স্ক্রিপ্টের ধরন বুঝে সম্পাদনা করেন। প্রযোজক ও ছবি সম্পাদক (Video Editor) দেরও বিশেষ যত্ন নিয়ে ফিচার ধরনের কাজ করা উচিত।
সাধারণত দু'ধরনের ফিচার প্রতিবেদন করা হয়।

১. সাধারণ সংবাদ ঘটনা
২. মানবিক কৌতূহল

সাধারণ সংবাদ ঘটনাকে লেখার ঢঙ্গে Hard News থেকে আলাদা করে ফিচারের রূপ দেওয়া যায়। সেই সাথে বিস্তারিত তথ্য, ছবি ও শব্দের মোড়কে সাধারণ ঘটনা হয়ে ওঠে সংবাদ বিনোদন। আবার মানবিক কারণে যে ফিচারগুলো করা হয়, তার লক্ষ্যই থাকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, তাই সেখানে তথ্য বা খবর কম থাকলেও মানবিক আবেগের মোড়কে নতুন রূপে সাজানো হয়। এ দুই ক্ষেত্রেই একটা বিষয় কমন, তা হলো, ফিচার যা নিয়েই হোক ঘটনা, মানুষ, প্রকৃতি বা স্থান--তার ভেতরের কথাগুলো অনুভূতির তন্ত্র দিয়ে আগে উপলব্ধি করতে হবে পরে তা জীবন্ত করে তুলতে হবে দর্শকের কাছে।

ফিচার প্রতিবেদন কোন পর্যায় থেকে কীভাবে শুরু করতে হবে তার কোনো নির্দেশনা নেই। হতে পারে কেস স্টাডি, হতে পারে কাব্যিক, হতে পারে হাসি-কান্না দিয়ে শুরু। তবে বেশিরভাগ বিখ্যাত প্রতিবেদক তাদের ফিচারের প্রথম লাইনটি এমনভাবে শুরু করেছেন যে দর্শক চমকে গিয়ে একবার টিভির দিকে তাকিয়েছে তার চোখ ফেরাতে পারেনি। তারা এসব এমন দক্ষতায় তারা করেছেন যে ছবি ও শব্দের ব্যবহারে দর্শককে ক্ষুধার্ত করে তুলতে পেরেছেন। তবে তাদের সেই শব্দ ও ভাষার ব্যবহার ছিল সাধারণ সংবাদের চেয়েও সহজ ও সাবলীল।

www.pathagar.com

বিখ্যাত ফিচার প্রতিবেদকদের শুরু ও শেষ লাইনে চমৎকার মিল থাকে। শুরুটায় তারা যেমন চমকে দেন তেমনি শেষে তারা এমনভাবে উপসংহার টানেন যা দর্শকদের অনেকদিন মনে থাকে।

ফিচার প্রতিবেদন লেখার জন্য টিপস দেওয়া অর্থহীন। তারপরও কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখা যেতে পারে।

- ফিচারের জন্য প্রথম বাক্যটি লিখে ভাবুন তো, দর্শককে চমকে দিতে পারলেন কি না ?
- স্ক্রিপ্টকে নাটকীয় করে তুলুন, তবে ভাষা ব্যবহার আরও সহজ করে নিন। যেন আপনি জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক আর ছ'বছরের শিশুও আপনার বইয়ের পাঠক।
- সাধারণভাবে অন্য সংবাদের জন্য তথ্য যোগাড় করেন, এখানেও সেভাবেই কাজ করুন। তবে কাজ আরও আছে, ঘটনার সাথে প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরার জন্য দরকার মতো ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ব্যক্তিত্বের বিচারে তথ্যগুলো যাচাই করে নিন। এসবের মধ্যে থেকে আপনার বিষয়ের সপক্ষে তুলে ধরার মতো এমন কিছু তথ্য বের করে আনুন যা আপনি নিজেই জানতেন না বা অনেক দিন ধরে খুঁজছেন।
- হার্ড নিউজের জন্য দরকার কেবল দুটি নিরপেক্ষ বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। আর ফিচার প্রতিবেদন তৈরির সময় এর সাথে একটা অনুভূতিশীল মন যোগ করে নিন।
- নিজেকে দর্শকের অবস্থানে নিয়ে আসুন। তাদের আবেগ, অনুভূতি, হাসি, কান্না, বেদনা, স্বাদ, গন্ধ উপলব্ধির চেষ্টা করুন।
- কেস স্টাডি করুন। দেখবেন একজন ব্যক্তি, একটি ঘটনা বা একটি জায়গার মধ্যেই আপনার পুরো বিষয়ের প্রাণভোমরা লুকিয়ে আছে।

স্ক্রিপ্ট লেখায় দক্ষ একজন সাংবাদিকের কাছে ফিচার প্রতিবেদন লেখা এক ধরনের আনন্দের ব্যাপার যা তার সৃজনশীলতাকে শানিত করে। অধ্যাপক ব্রোসার্ড এর মতে, প্রতিটি সংবাদে এক বা একাধিক ফিচার প্রতিবেদন থাকা উচিত। চ্যানেল ওয়ান চালুর সময় তখনকার প্রধান বার্তা সম্পাদক নাজমুল আশরাফ, শেষের খবর নামে একটি সেগমেন্টে ফিচার প্রতিবেদনের জন্য স্ট্যান্ডিং ম্যাটার হিসেবে জায়গা দেন। বিষয়টি অন্য চ্যানেলগুলোও কমবেশি অনুসরণ করছে।

www.pathagar.com

Basis on Interview (সাক্ষাৎকার নির্ভর প্রতিবেদন)

লোকচক্ষু এড়িয়ে চলা সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ হঠাৎ করেই একজন সাংবাদিকের সাথে কথা বলতে রাজি হলেন। এরপর তিনি কথা বললেন, তার স্বাস্থ্য, পরিবার, বিচার ব্যবস্থা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, রাজনীতিসহ নানা বিষয়ে। আর সেই সাক্ষাৎকার থেকে প্রতিবেদক তৈরি করলেন কয়েকটি প্রতিবেদন। এই ধরনের প্রতিবেদনগুলোকে বলা হয় সাক্ষাৎকার নির্ভর প্রতিবেদন বা Basis on Interview Story।

সংবাদপত্র, টিভি বা রেডিও সবক্ষেত্রেই এক বা একাধিক সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ তৈরি হয়। কারণ সাক্ষাৎকারকে বলা হয় সব সংবাদের উৎস। সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বলা হয় তথ্যের গুদাম ঘর বা Information Store Room. মাঝে মাঝে সেখানে হানা দিলে এমন অনেক তথ্য পাওয়া যায় যা সারাজীবন অনুসন্ধান করেও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এধরনের ব্যক্তিত্বরা প্রতিটি বিষয়ে নিজস্ব যুক্তি নির্ভর মতামত পোষণ করেন, যা সাধারণ চিন্তা- চেতনাকে নাড়া দিতে পারে। একজন অভিজ্ঞ বুদ্ধিজীবী সমাজ উন্নয়নের যে প্রত্যাশা লালন করেন তা তাঁর পক্ষে ১৫ কোটি মানুষের ঘরে গিয়ে বলে আসা সম্ভব নয়, আবার সাধারণ মানুষের পক্ষেও তার কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। এই দুই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে গণমাধ্যম। সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদনই পারে রাষ্ট্র ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বক্তব্য বা মতামত সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে। তেমনি সাধারণের বক্তব্যও তুলে আনা যেতে পারে নীতি নির্ধারকদের জানার জন্য।

টিভি সাংবাদিকতায় সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরির সময় খেয়াল রাখতে হবে যে যার সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে তার চেয়ে সাংবাদিকের ছবি যেন কম দেখানো হয়। কে সাক্ষাৎকারদাতা তা বুঝতে দর্শক যেন বিব্রত না হয়।

টিভি প্রতিবেদন তৈরির সময় যে বিষয়ে সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ের কিছু ফাইল ছবি ব্যবহার করেই সাক্ষাৎকারে ঢোকা উচিত। এতে দর্শকদের সাক্ষাৎকারের বক্তব্য বুঝতে সুবিধা হয়। অর্থাৎ প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেই সাক্ষাৎকারে আসা উচিত।

উদাহরণ-ক (গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি)

ভোলায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সরকারি দলের প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য প্রশাসনের একাংশের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তা তদন্ত করার দাবি জানিয়েছেন, সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজন এর সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। নির্বাচন পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় ড. মোজাফফর বলেন, গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনে এ ধরনের নির্বাচন মেনে নেওয়া যায় না।

সিঙ্ক : অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ।

www.pathagar.com

এভাবে ভোলা নির্বাচনের কিছু শট ব্যবহার করে এরপর সাক্ষাৎকারদাতার সেট আপ শটে আসা উচিত। অনেক প্রতিবেদক প্রেক্ষাপট বর্ণনা না করে সরাসরি সাক্ষাৎকারে চলে যান এতে দর্শক বিভ্রান্ত হতে পারে। যেমন:

উদাহরণ-খ (অগ্রহণযোগ্য পদ্ধতি)

> সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন এর সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ মনে করেন ভোলা নির্বাচন কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। নির্বাচন পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় তিনি জানান, প্রশাসনের একাংশের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তা খতিয়ে দেখা উচিত।
>
> সিংক: অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ।

সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরির সময় উদাহরণ-ক অনুসরণ করাই ভালো।

Live Reporting (সজীব বা সরাসরি সম্প্রচার প্রতিবেদন)

কোনো ঘটনা চলার সময়ই ঘটনাস্থল থেকে তা সরাসরি প্রচার করে দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়াকে বলে সরাসরি সম্প্রচার বা Live Coverage। ২০১০ সালে বেগুনবাড়িতে একটি ভবন ধসে পড়ার পর কয়েকটি চ্যানেলে উদ্ধার তৎপরতা সরাসরি সম্প্রচার করেছিল।

একইভাবে বিএসইসি ভবন বা বসুন্ধরা সিটিতে আগুন, ২০০৬ সালে বিএনপি-আওয়ামী লীগ সংলাপ, ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকাণ্ড, ২০০৮ এর নির্বাচনের আগে প্রধান রাজনৈতিক জোটের নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণাসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ নানা ইস্যুতে টিভি চ্যানেল সংবাদ ও ঘটনা সরাসরি সম্প্রচার করেছে।

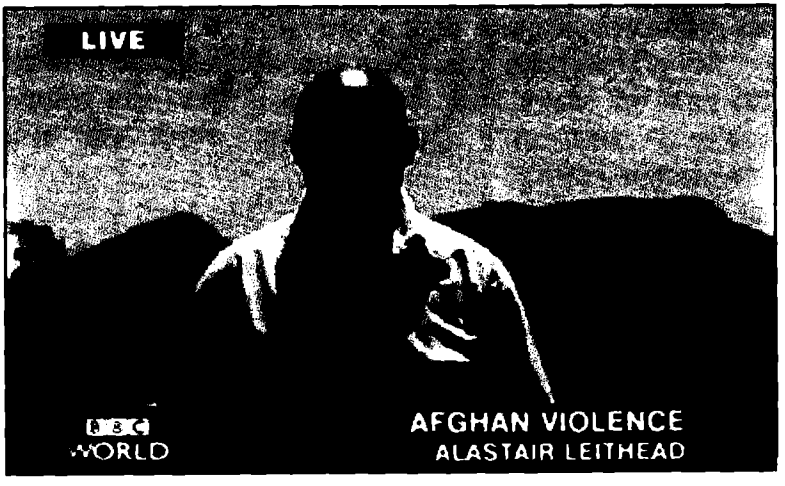

www.pathagar.com

শুধু ঘটনা ঘটার পর নয়, ঘটনা ঘটবে এমন আশংকা বা সম্ভাবনা থেকেও সরাসরি সম্প্রচারে যাওয়া হয়। জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন, বড় রাজনৈতিক দলের জনসভা, পয়লা বৈশাখ, একুশে ফেব্রুয়ারির মতো গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোতে সরাসরি সম্প্রচারের কথা সবার জানা।

সরাসরি সম্প্রচার মোটেই সহজ কাজ নয়। এজন্য টিভির বার্তা বিভাগ সম্প্রচার বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করে। এজন্য কয়েকটি বিষয় মনে রাখা দরকার।

(ক) প্রস্তুতি

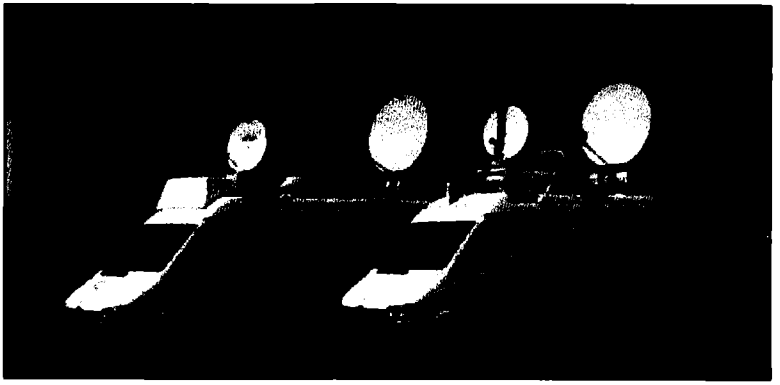

ওবি ভ্যান

ওবি ভ্যানের ভেতরের দৃশ্য

প্রস্তুতি দু'ধরনের হয়। একটি হলো কারিগরি প্রস্তুতি আর অন্যটি প্রতিবেদক ও সংবাদ পাঠকের প্রস্তুতি। কারিগরি প্রস্তুতি হলো লাইভ কোনো পদ্ধতিতে হবে, স্যাটেলাইট, ফাইবার অপটিক কেবল না মাইক্রোওয়েভ লিংকের মাধ্যমে।

www.pathagar.com

এবিষয়টি টিভির সম্প্রচার বিভাগ দেখাশোনা করে। স্যাটেলাইট বা মাইক্রোওয়েভ লিংকের মাধ্যমে লাইভ করা হলে ঘটনাস্থলে OB Van (Outdoor Broadcaster Van) নিয়ে যাওয়া হয়।

OB Van এর উপরে একটি ডিস এন্টেনা থাকে আর ভেতরে যাকে SNG বা স্যাটেলাইট নিউজ গ্যাদারিং যন্ত্র যার সাহায্যে স্যাটেলাইট লিংকের সংযোগ স্থাপন করা হয়। OB Van এর মধ্যে থাকে। দু-তিনটি ক্যামেরা এসব থেকে সরাসরি ছবি সম্পাদনা করে দরকারি ছবিটি স্টেশনে পাঠানো হয়। OB Van এর মধ্যে একজন প্রযোজক থাকেন যিনি একাধারে স্টুডিও, প্রতিবেদক ও সম্প্রচার বিভাগের সাথে সমন্বয় করেন। সরাসরি সম্প্রচারের আগে সম্প্রচার প্রকৌশলী ও প্রযোজকরা বারবার ছবি শব্দ ও সিগনাল যাচাই করেন যেন সরাসরি সম্প্রচারের সময় কোনো বিপত্তি না ঘটে।

সরাসরি সম্প্রচারের সময় বার্তাকক্ষেও কিছু প্রস্তুতি নিতে হয়।

- প্রতিবেদককে ঘটনাস্থলে গিয়ে সবার আগে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় ও সংবাদ কক্ষকে সাথে সাথে জানাতে হয়।
- সংবাদ পাঠককে ঘটনাস্থলে থাকা প্রতিবেদককে ফোন করে তার উপস্থাপনা ও লিঙ্কের জন্য দরকারি কিছু তথ্য জেনে নিতে হয়। টক ব্যাক লাইট, ক্যামেরা ছবির সিগনাল সব ঠিক আছে কিনা তাও জেনে নেওয়া উচিত।
- বার্তা কক্ষে একজন ডেস্ক সহকারী বা নিউজ রুম এডিটর থাকবেন যিনি লাইভ এ ঘটনাস্থলে থাকা প্রতিবেদকের নোট নেবেন এবং বার্তা কক্ষ থেকে দরকারি সহায়তা দেবেন।
- লাইভ এর মধ্যেই দর্শক ও বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ত করে লাইভকে প্রাণবন্ত করতে ঘটনাস্থলের মধ্যেই সিঙ্ক/ভক্সপপ নিতে হবে।
- জনসভার লাইভ এর ক্ষেত্রে প্রতিবেদককে উপস্থাপকের ভূমিকা নিতে হয়।
- অফিসের কোনো নীতি থাকলে জানতে হবে। (শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু বা জিয়াউর রহমানকে শহীদ জিয়া বলতে বাধা আছে কি না)
- লাইভ এর মধ্যে সাক্ষাৎকার নিতে চাইলে তাদের সাথে আগেই যোগাযোগ করা উচিত ও সময় মতো তাদেরকে লাইভ এর স্পটে নিয়ে আসতে হবে।
- লাইভ এর সময় একজন সহযোগী প্রতিবেদক রাখা উচিত। যিনি তথ্য সংগ্রহে আপনারে সহায়তা করবেন, সহযোগী প্রতিবেদকের সাক্ষাৎকারও নেওয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

প্রতিবেদক ও সংবাদ পাঠকের দ্বৈত সমন্বয়েই একটি ভালো সজীব সম্প্রচার দর্শক উপভোগ করতে পারেন। এজন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছেই প্রতিবেদক সবশেষ তথ্য জেনে রাখেন। বুলেটিনে বসার আগে সংবাদ পাঠক ফোন করে দরকারি তথ্যগুলো জেনে নেন। এতে প্রতিবেদককে প্রশ্ন করতে সুবিধা হয়।

তবে প্রাসঙ্গিকভাবে একটা কথা বলা দরকার যে আমাদের দেশে এখনো সংবাদ উপস্থাপনায় পেশাদারিত্ব গড়ে ওঠেনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুন্দরী গৃহবধূরা সংবাদ উপস্থাপনার কাজ করেন। বার্তা কক্ষের সাথেও তাদের যোগাযোগ কম। অনেকক্ষেত্রে তারা সরাসরি চ্যানেল মালিকের মাধ্যমে নিয়োগ পান এবং মালিকপক্ষের মন যুগিয়ে চলার চেষ্টা করেন। তারা অটোকিউ (ক্যামেরা মনিটর) এ যে লেখা পান তাই পড়ে যান। তারা কিছু জানারও চেষ্টা করেন না। ফলে পরিস্থিতি সামলানোর যোগ্যতা তাদের থাকে না। এরকম লাইভের সময় যদি অটোকিউ কাজ না করে তাহলে দেখা যাবে যে ওই সংবাদ পাঠক তথ্য জানা না থাকার কারণে সাংবাদিককে প্রশ্ন করতে পারছেন না।

বিবিসি, আলজাজিরা, স্কাই নিউজ বা সিএনএন-এর মতো টিভি চ্যানেলের নিয়ম হচ্ছে যে কোনো সাংবাদিককে পরপর ফিল্ড রিপোর্টার, ডেস্ক রিপোর্টার ও সংবাদ উপস্থাপকের কাজ করতে হয়। তারা সপ্তাহে দু'দিন মাঠে কাজ করেন, দু'দিন ডেস্কে বসেন আর একদিন সারাদিন সংবাদ উপস্থাপনা করেন। যেদিন তার সংবাদ পড়ার পালা সেদিন প্রথম চার ঘণ্টা তিনি স্টেশনে এসে সব খবর সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন, যতটা সম্ভব রিপোর্টারদের সাথে যোগাযোগ করেন এরপর পরবর্তী চার পাঁচ ঘণ্টা টানা সংবাদ পড়েন। এরফলে পুরো সংবাদ বুলেটিনে পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

(খ) ধরন

সজীব সম্প্রচারের ধরনের ওপর নির্ভর করে এর প্রস্তুতি গ্রহণ ও সফলতা। অর্থাৎ স্যাটেলাইট, কেবল বা ওয়েবক্যাম কোনো মাধ্যমে লাইভ হবে, কতক্ষণের জন্য হবে দিনব্যাপী নাকি একটি বা দুটি বুলেটিনের জন্য সে অনুযায়ী কাজ করতে হয়।

- লাইভের আকার কেমন হবে তা প্রযোজকের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। সংবাদের মধ্যে হলে ২ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে।
- টানা লাইভ (খালেদা জিয়ার মুক্তি, মন্ত্রিসভার শপথ, জনসভা) হলে অনেক সময় ধরে অনেক তথ্য দিতে হবে।
- সময় কম থাকলে লাইভ-এ সাক্ষাৎকারের সময় অতিথির বেশি কথা থামাতে ধন্যবাদ বলে নিজের কথায় চলে আসা উচিত।

www.pathagar.com

- টানা লাইভ এ একই ঘটনা বারবার বলা কমাতে পুরনো ঘটনা সংক্ষিপ্ত করে ফেলা ও নতুন ঘটনা বিস্তারিত বলা উচিত।

ডোনাট লাইভ নিয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছে। ডোনাট করতে হলে প্রযোজক দু-তিনটি ঘটনাস্থলে থাকা সব প্রতিবেদকের সাথে সমন্বয় সাধন করে সবকটি ঘটনাস্থল থেকে একযোগে সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ডোনাট করতে হলে কয়েকটি ওবিভ্যান থাকতে হয়। সবগুলো জায়গা থেকে সিগনাল ওকে (যথার্থ) হবার পরই কেবল ডোনাট সম্প্রচারে যাওয়া হয়। প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশে ডোনাটের ব্যবহার হয় না। হয়ত ভবিষ্যতে হবে। সেদিনের জন্য ভেবেই প্রস্তুতি নিতে হবে।

(গ) প্রতিবেদকের করণীয়

১. অন্য সব ঘটনাস্থলের মতো লাইভ এর সময়ও ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রতিবেদকের প্রথম কাজ তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা নোটবুকে লিখে রাখা।
২. এরপর বার্তা সম্পাদক বা অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংবাদিকের সাথে যোগাযোগ করে প্রাথমিক তথ্যগুলো জানিয়ে দেওয়া।
৩. কখনো কখনো বা কোনো কোনো বুলেটিনে এবং কত সময়ের জন্য লাইভ হবে তা জেনে নেওয়া এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়া।
৪. অফিসের কোনো বিশেষ নীতি থাকলে জেনে নিতে হবে। লাইভ এ বাক্য ব্যবহারে সর্বোচ্চ সতর্কতার পরিচয় দিতে হবে।কারণ এতে সম্পাদনার কোনো সুযোগ নেই। প্রতিবেদক যা বলেন তাই-ই সরাসরি সবাই শোনে। এজন্য ছবি ও শব্দ ব্যবহারে অনেক বেশি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে।
৫. লাইভ এ দাঁড়ানোর আগে যতটুকু ঘটনা ঘটেছে তার সব তথ্যই প্রতিবেদকের কাছে থাকতে হবে যেন লাইভ এ দাঁড়ানোর পর তথ্য হাতড়ে বেড়াতে না হয়।
৬. লাইভ এর সময় নার্ভাস হওয়া যাবে না। উচ্চারণ স্পষ্ট ও সাবলীল হতে হবে। যতটা সম্ভব ফাম্বলিং এড়িয়ে চলতে হবে। এ্যা-এ্যা যত কম হবে তত ভালো। তথ্য কম থাকলে এরকম হতে পারে।
৭. লাইভ এর সময় শুধু ক্যামেরার দিকে তাকাতে হবে অন্যদিকে তাকালে বা মনোযোগ গেলে খেই হারানোর সম্ভাবনা থাকে।
৮. এমন স্পটে দাঁড়াতে হবে যাতে দর্শক এক নজর দেখেই ঘটনাস্থল সম্পর্কে ধারণা পান। পরিচিতরা ঘটনাস্থল চিনতে পারেন।

www.pathagar.com

৯. সম্ভব হলে সহযোগী রিপোর্টার রাখা, টানা লাইভ এর সময় যার কাজ হবে তথ্য সংগ্রহ করে মূল রিপোর্টারের হাতে দেওয়া। দরকার হলে সহযোগী রিপোর্টারের কাছ থেকে লাইভ এর মধ্যে সাক্ষাৎকার আকারে তথ্য নেওয়া যেতে পারে।

১০. সহযোগী রিপোর্টারের সহায়তায় দরকার মতো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের লাইভ স্পটে আনা এবং সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য আগেই যোগাযোগ করে রাখা।

১১. সময় সীমিত হলে অতিথির ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। দরকার হলে থামিয়ে দেওয়া বা সম্পূরক প্রশ্ন করে আলোচনা ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

১২. লাইভ এর সময় প্রতিবেদককে নিজের চেহারা ও পোশাক নিয়েও সতর্ক থাকতে হবে। তাকে যেন সাবলীল ও স্মার্ট মনে হয়। ঘটনার ক্লান্তি তাকে স্পর্শ করবে কিন্তু বিধ্বস্ত করবে না।

১৩. কাজের ফাঁকে লাইভ টিম এর সকলের খোঁজ খবর নিতে হবে। মনে রাখতে হবে সবাই কাজ করলেও দর্শক কেবল আপনাকেই দেখছে। আপনারই জনপ্রিয়তা বাড়ছে। তাই টিম এর কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাকে উৎসাহ দেওয়া, সবাই খেয়েছে কিনা তার খোঁজ নেওয়া এমনটি সবচেয়ে ছোট কাজটি যিনি করেছেন তার সাথে নাস্তা খাওয়ার মাধ্যমে সবাইকে উৎফুল্ল রাখার চেষ্টাও ভালো প্রতিবেদকের যোগ্যতার অংশ।

(ঘ) Live-এর কিছু অসুবিধা

১. Live বা সরাসরি/সজীব সম্প্রচারের প্রধান সমস্যা উভয় দিকে (স্টুডিও+স্যাটেলাইট) ঠিক মতো সিগনাল না পাওয়া। সিগনালে কোনো ধরনের অসুবিধা হলে দর্শক অন্য চ্যানেলে সুইচ করে।

২. কোনো কারণে ভুল তথ্য পরিবেশিত হলে ভুল বোঝাবুঝি ও প্যানিক সৃষ্টি হতে পারে যা ওই চ্যানেলের জনপ্রিয়তাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

৩. সময়কে ধরতে না পারা লাইভ এর অনেক বড় একটি সমস্যা। ধরা যাক প্রধানমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। নির্ধারিত বুলেটিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পাঁচ মিনিট লাইভ দেখানো হবে। লাইভ শুরু হয়েছে পাঁচ মিনিটের স্থলে দশ মিনিট চলে গেল। প্রধানমন্ত্রী বসে আছেন কিন্তু কোনো কথা বলছেন না। আরও দু'মিনিট চলে গেল।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্টকে দাঁড় করিয়ে রেখে লাইভ এর সিগনাল পাবার জন্য প্রতিবেদক অপেক্ষা করছেন

প্রতিবেদক শুধু বলেই যাচ্ছেন একটু পরই সংবাদ সম্মেলন শুরু হবে। বার্তা কক্ষ আর ধৈর্য ধরতে না পেরে লাইভ কেটে দিল। যেই না স্টুডিও অন্যান্য সংবাদে ঢুকে পড়ল তখনই সংবাদ সম্মেলন শুরু হলো। অন্য একটি সংবাদ শেষ করে আবার লাইভ এর সিগনাল পেতে পেতে সংবাদ সম্মেলন শেষ।

৪. যখন লাইভ করা দরকার তখনই স্যাটেলাইট সিগনাল কেটে যেতে পারে।

৫. প্রথমদিকে উপস্থাপকের কাছে তথ্য কম থাকায় তিনি প্রতিবেদককে ঠিক মতো প্রশ্ন করতে পারেন না।

৬. দীর্ঘক্ষণ বা টানা লাইভ চলতে থাকলে দর্শক তথ্য ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

৭. সরাসরি তথ্য দেওয়ার কারণে অনেক আপত্তিকর ছবি ও তথ্য প্রচার হতে পারে।

বিশ্বজুড়ে আজকের টিভি সাংবাদিকতায় লাইভ খবর এখন সবচেয়ে জনপ্রিয়। চ্যানেলগুলোর মধ্যে এখন সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা কে কতটা ব্রেকিং

www.pathagar.com

নিউজ দিতে পারে আর লাইভ প্রচার করতে পারে। দর্শকদের মধ্যেও লাইভ দেখার আগ্রহ অনেক বেশি। সরাসরি ঘটনা দেখতে পেলে কে বাসি হওয়া খবরের প্যাকেজ দেখতে চায় ? আজকের তুলনায় আগামী দিনে সংবাদ বুলেটিনে লাইভ প্রচারের সংখ্যা অনেক বাড়বে। একসময় হয়ত প্যাকেজ বা অন্য সংবাদ আর থাকবে না। সবাই ২৪ ঘণ্টা সব খবর লাইভ প্রচার করবে। তখন দেখা যাবে যে প্রতিবেদক লাইভ এ সবচেয়ে প্রাণবন্ত সেই সবচেয়ে জনপ্রিয় সাংবাদিক। আজ যারা টিভি সাংবাদিক হবার কথা ভাবছেন, এ বিষয়টি মাথায় রেখেই তাদের প্রস্তুতি নিতে হবে।

Scoop/ Exclusive News (দাও মারা খবর)

এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যার তথ্য বা ছবি একটি চ্যানেল ছাড়া আর কারো কাছে নেই, আর কেউ চেষ্টা করেও তা পাবে না, যা কেবল ওই দিনের জন্য ওই চ্যানেলের একচ্ছত্র অধিকার; তাকেই Scoop বা Exclusive News যাকে খাঁটি বাংলায়--দাও মারা খবরও বলা যায়।

একটি Scoop বা Exclusive News একজন প্রতিবেদককে রাতারাতি খ্যাতির চূড়ায় নিয়ে যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের ওয়াটার গেট টেলিফোন টেপের খবর ফাঁস করে দিয়েছিলেন ওয়াশিংটন পোস্টের দু'জন প্রতিবেদক উডওয়ার্ড ও বার্নস্টেইন। তাদের প্রতিবেদন প্রকাশের পর মার্কিন কংগ্রেসে নিক্সনের বিরুদ্ধে অভিশংসন(ইমপিচমেনট) বিল আনা হয় এবং দোষী প্রমাণিত হবার পর প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

এরকম একটি চ্যানেলের Scoop News অন্য চ্যানেল প্রচার করতে চাইলে প্রথম চ্যানেলকে ক্রেডিট দিতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে একটি চ্যানেল আরেকটি চ্যানেলের Exclusive News এর ছবি ও তথ্য ব্যবহার করার অনুমতি লাভ করে।

তবে অনেক সময় খুব সাধারণ ঘটনা কাভার করে অনেক সাংবাদিক একাই পেয়েছি মনোভাব দেখান। জনসভা, সংবাদ সম্মেলন এমনকি সেমিনার কাভার করেও অনেকে আমি যা জেনেছি তা কাউকে জানাব না, জানতে দেব না– এ ধরনের আচরণ করেন, যা বোকামির পর্যায়ে পড়ে। সাধারণ বিষয়ে বরং অন্য সাংবাদিকদের সহায়তা করা উচিত। সহকর্মীরা তথ্য জানতে চাইলে জানানো উচিত। অনেক সময় অন্য সাংবাদিকদের তথ্য জানানোর সময় নিজের চিন্তার জায়গা খুলে যায়।

তাই একজন ভালো প্রতিবেদকের গুণ হচ্ছে তিনি সব সময় তার অন্য সহকর্মীর জন্য নিবেদিতপ্রাণ হবেন। খুব বড় সমস্যায় না পড়লে তথ্য ও ছবি

www.pathagar.com

দিয়ে সহায়তা করবেন। কারণ তথ্য ছবি গোপন করে কেউ ভালো প্রতিবেদক হতে পারে না। ভালো প্রতিবেদকের বিশেষত্ব হচ্ছে তার স্ক্রিপ্ট, উচ্চারণ, তথ্য বোঝার উপলব্ধি ও ছবি ব্যবহারের মুন্সিয়ানায়।

অনুশীলনী

১। বিশেষ প্রতিবেদন করার আগে কী কী পরিকল্পনা করতে হয় ? বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলে বিশেষ প্রতিবেদন কম হওয়ার কারণ কী বলে আপনার মনে হয় ?

২। সাধারণ প্রতিবেদন এর তুলনায় ফিচার প্রতিবেদন কেন আলাদা ? কীভাবে আপনি একটি ভালো ফিচার প্রতিবেদন লিখবেন ?

৩। লাইভ কাভারেজ কী ? এমন দিন আসবে যেদিন লাইভ কাভারেজ ছাড়া আর কোনো সংবাদ থাকবে না– বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।

৪। লাইভ কাভারেজের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করুন।

৫। প্রচলিত প্রতিবেদন ও অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মধ্যে তফাৎ কী ? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন খাতে দুই কোটি টাকা তহবিল তছরুপের ঘটনা শোনার পর আপনি কীভাবে টিভি চ্যানেলের জন্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করবেন।

৬। পেগ ও এঙ্গেল স্টোরি কী ? যে কোনো ঘটনার ফলোআপ প্রতিবেদন করা কেন সাংবাদিকতার দায়িত্বশীলতার অংশ ?

৭। আব্দুর রহিম ১৭ বছরের যুবক। পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলার ছলিমপুর গ্রামের একজন ভ্যানচালক। বাবা দুরারোগ্য অসুখে ৪ বছর ধরে বিছানায়। ছয় সদস্যের পরিবারে সেই কেবল আয় করে। তবে এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় সে মঠবাড়িয়া কলেজ থেকে একমাত্র জিপিএ-পাঁচ পাবার গৌরব অর্জন করেছে। তার ইচ্ছা সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে পড়বে। একটাই বাধা আর্থিক অসঙ্গতি। কলেজের অধ্যক্ষ, গ্রামের মুরব্বি, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, অসুস্থ বাবার বক্তব্য নিয়ে একটি টিভি ফিচার প্রতিবেদনের স্ক্রিপ্ট লিখুন।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়
বার্তাকক্ষ

পশ্চিমা নিউজ চ্যানেলের একটি বার্তাকক্ষ

কক্ষটির গায়ে লেখা বার্তাকক্ষ। ভেতরে তিন চারটি টেবিল। টেনিস সাইজের টেবিলের ওপর সারি সারি কম্পিউটার। কেউ কাজ করছেন মনোযোগ দিয়ে আাবার কেউ টেবিলে বসেই গল্প করছেন। এরমধ্যেই কেউ দৌড়ে ঢুকছেন আবার কেউ ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছেন। একটি টেবিলে অনেক টেপের সারি পাশে লেখা ন্যাশনাল ডেস্ক। সেখানে তিন চারজন টেলিফোনে ব্যস্ত। একটা ফোন রাখতেই আরেকটা ফোন বাজছে। আরেকটি টেবিলের পাশের দেয়ালে শচীন টেন্ডুলকার আর মারাদোনার ছবি। পাশে আর্সেনাল ক্লাবের জার্সি ঝুলছে। একজনের দৃষ্টি টিভি স্ক্রিনের দিকে। তার কাছেই অন্য একজন জানতে চাইলেন কটা উইকেট

www.pathagar.com

পড়ল। সবচেয়ে ব্যস্ততা মাঝখানের টেবিলে। কথা কম কাজ বেশি– লেখা একটা স্টিকার তাদের একজনের কম্পিউটার এর ওপর। মাঝখানে বড় সড় একটি টেবিলের দুপাশে সারি সারি কম্পিউটার। সেখানে প্রতিবেদকরা স্ক্রিপ্ট লিখছেন। এককোনায় মাঝারি সাইজের একটা টেবিলের দুপাশে দু'জন কেতা দুরস্ত ভদ্রলোক চশমার ফাঁক দিয়ে কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে আছেন। সেখানে তাঁকে ঘিরে আছে কয়েকজন। তাদের মধ্যে একজন তরুণী সেজেগুজে কথা শুনছেন। একজন ইশারা করলেন বয়স্ক লোকটি বার্তা সম্পাদক আর সুন্দরী মেয়েটি সংবাদ পাঠক।

একটি বার্তাকক্ষে কাজ করেন এমন অসংখ্য মানুষ। প্রতিবেদক ছাড়াও ক্যামেরায় ছবি তোলা থেকে শুরু করে ছবি সম্পাদনা, রান ডাউন সাজানো, প্যানেল বন্টন, স্ক্রিপ্ট দেখাসহ নানা মানুষ নানা ধরনের কাজের সাথে যুক্ত। টিভি প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করতে চাইলে তার বার্তা বিভাগ কেমন হয় তা জানা থাকা দরকার।

বার্তা প্রধান/ বার্তা পরিচালক

টেলিভিশনের বার্তা কক্ষের সব ধরনের কর্মকাণ্ডের দায়িত্বে থাকেন বার্তা প্রধান বা বার্তা পরিচালক। একজন বার্তা পরিচালককে যেসব কাজ করতে হয় তা হলো :

১. সম্পাদকীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও তদারকি
২. কাজের সূচি/ সিডিউল চূড়ান্ত করা
৩. প্রতিবেদন তৈরি ও প্রচারের ওপর সবশেষ সিদ্ধান্ত দেওয়া
৪. বুলেটিনের রান ডাউন অনুমোদন, পরামর্শ ও নির্দেশনা দান
৫. বার্তাকক্ষের জনবল বাছাই, নিয়োগ, ছাঁটাই, পদোন্নতি
৬. বেতন বাড়ানোসহ বার্তাকক্ষ জনবলের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া
৭. বিদেশ ভ্রমণ, ছুটি, প্রশিক্ষণ, সরাসরি সম্প্রচার ইত্যাদি বিষয়ে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত
৮. টেলিভিশনের অনান্য বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন করা।

প্রধান বার্তা সম্পাদক

প্রতিটি টিভি চ্যানেলে বেশ কয়েকজন করে বার্তা সম্পাদক থাকেন। যারা একেকটি বুলেটিনের রান ডাউন তৈরির দায়িত্ব পালন করেন। তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধান ও বার্তা কক্ষের অন্য বিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন প্রধান বার্তা সম্পাদক। এছাড়া অন্য আরও কিছু কাজ করতে হয়। যেমন :

www.pathagar.com

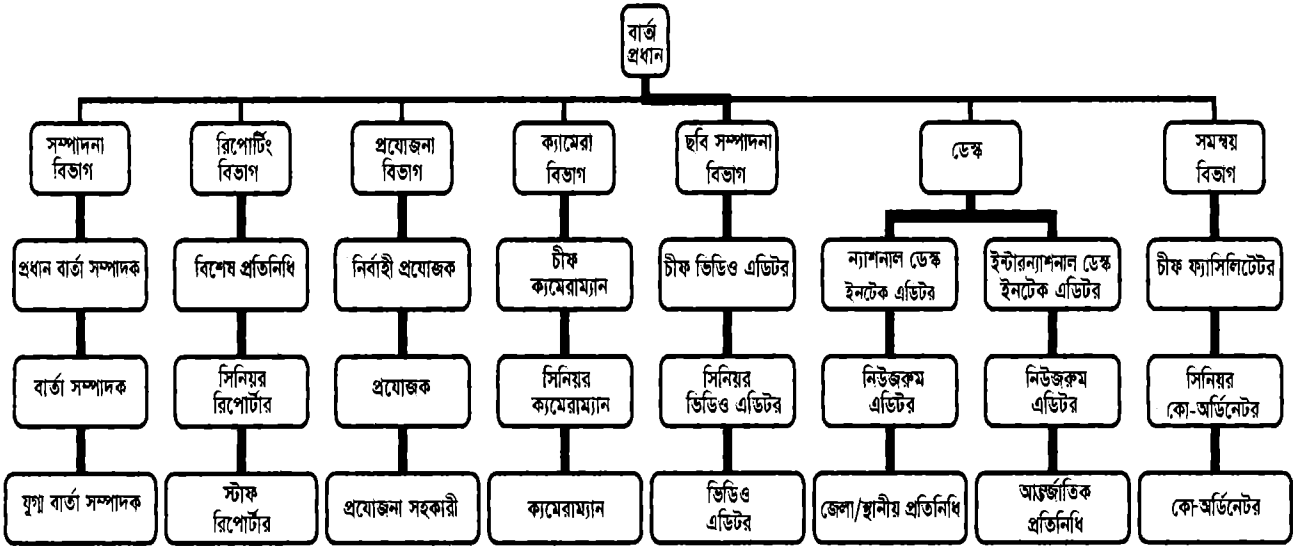

একটি সংবাদ কক্ষে যারা কাজ করেন তাদের একটি চিত্র (পদের ক্রমানুসারে নয়)

www.pathagar.com

১. বার্তা কক্ষের বিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন।
২. বার্তা সম্পাদক, চিফ রিপোর্টার, নির্বাহী প্রযোজক, চিফ ক্যামেরাম্যান ও চিফ ভিডিও এডিটরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে বুলেটিনকে স্বচ্ছন্দ করা
৩. বার্তা কক্ষের কর্মী ও বার্তা পরিচালকের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করেন।
৪. সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণে বার্তা পরিচালককে সহায়তা দান
৫. বিশেষ ঘটনার দিন বা বিশেষ বুলেটিনের রান ডাউন তৈরি করেন।
৬. বার্তা সম্পাদকদের কাজের সিডিউল তৈরি করেন ও দরকার মতো তাদের কাজের সহায়তা করেন।

কোনো চ্যানেলে বার্তা প্রধান/পরিচালক না থাকলে প্রধান বার্তা সম্পাদকই সেই দায়িত্ব পালন করেন। কোনো কোনো টেলিভিশনে তাই এই পদকে সহকারী বার্তা পরিচালক হিসেবেও ডাকা হয়।

বার্তা সম্পাদক

বার্তা সম্পাদকরা সাধারণত দিনে এক বা একাধিক বুলেটিনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকেন। সেই বুলেটিনের সফল সম্প্রচারের দায় দায়িত্ব বার্তা সম্পাদকের। কাজগুলো হচ্ছে :

১. প্রতিবেদক, ডেস্কে দায়িত্বপালনকারী সহকারী ও প্রযোজকদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে সাবলীল সংবাদ বুলেটিন তৈরি করা।
২. প্রতিবেদক ও নিউজরুম সহকারীদের স্ক্রিপ্ট দেখা, সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও অনুমোদন করেন তারা। এছাড়া সিঙ্ক ও ছবিতে কোনো ধরনের আপত্তিকর কিছু যাচ্ছে কি না তা তদারক করা।
৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত বুলেটিনের রান ডাউন সাজানো।
৪. দরকার মতো প্রতিবেদক, সংবাদ পাঠকদের কাজ বুঝিয়ে দেওয়া, সময় মতো কাজ করার তাগিদ দেওয়া ও কাজ আদায় করে নেওয়া।

বার্তা সম্পাদককে সহায়তা করার জন্য সিনিয়র প্রতিবেদক বা সিনিয়র বার্তাকক্ষ সম্পাদকদের মধ্যে থেকে যুগ্ম বার্তা সম্পাদক নিয়োগ করা হয় যারা তাঁকে স্ক্রিপ্ট ও ছবি পরীক্ষা করতে সহায়তা করেন ও কম গুরুত্বপূর্ণ বুলেটিন সম্পাদনা করেন।

নির্বাহী প্রযোজক

প্রতিদিন একটি চ্যানেলের সংবাদ বুলেটিন কীভাবে গতিশীল সহজ ও স্বচ্ছন্দ করা যায় তা ঠিক করেন নির্বাহী প্রযোজক।

www.pathagar.com

১. প্রযোজনা বিভাগের সাথে সংবাদ কক্ষের বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয় সাধন করা। কোনো অনুষ্ঠান বা সংবাদ কারিগরি মান সম্পন্ন কিনা তা বিচার করার দায়িত্ব নির্বাহী প্রযোজকের।
২. সংবাদ ভিত্তিক অনুষ্ঠান ও বুলেটিনকে আকর্ষণীয় করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
৩. বার্তা কক্ষ ও সম্প্রচার বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে লাইভ অনুষ্ঠান, ডোনাট ও টক শো আয়োজনের ব্যবস্থা করা।
৪. সংবাদ, গ্রাফিক্স বা কারিগরি ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অসঙ্গতি থাকলে খুঁজে বের করা ও সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া।
৫. প্রযোজনা বিভাগের জনবল ও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর দিকে খেয়াল রাখা ও সময় মতো ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা।
৬. সংবাদের নতুন বিভাগ/অংশ সংযোজন, নতুন অনুষ্ঠান নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করা। অর্থাৎ সংবাদকে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য করতে নিত্য-নতুন পরিকল্পনা, গবেষণা, জরিপ চালানো।
৭. বিশেষ দিন ও বুলেটিনের ক্ষেত্রে নির্বাহী প্রযোজককে নিজে প্রযোজনা টেবিলে বসতে হয়।

বার্তা প্রযোজক

পর্দার পেছনের সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেন বার্তা প্রযোজকরা। বিশ্বের অনেক দেশে এ পদে অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে আমাদের দেশে যারা কারিগরি জ্ঞান রাখেন এমন ব্যক্তিদের বুলেটিন প্রযোজনার দায়িত্ব পালন করেন। বার্তা কক্ষে যেমন বার্তা সম্পাদক বুলেটিনের সার্বিক দায়িত্বে থাকেন তেমনি বুলেটিন চলার সময় স্টুডিওর সার্বিক দায়িত্বে থাকেন প্রযোজক।

১. একটি সাবলীল সংবাদ বুলেটিনের জন্য সব ধরনের কারিগরি সুবিধা নিশ্চিত করা বার্তা প্রযোজকের প্রধান কাজ।
২. বার্তা সম্পাদকের সাথে আলোচনা করে বুলেটিনে প্রচারযোগ্য সংবাদের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করা ও সে অনুযায়ী প্রতিবেদকদের কাজের জন্য এডিটিং প্যানেলসহ অনান্য সুবিধা দেওয়া।
৩. বুলেটিনের জন্য হেডলাইন, স্ট্রিং, ফাইল ফুটেজ, জিভি ও গ্রাফিক্স নিশ্চিত করা।
৪. বুলেটিন চলাকালে সংবাদ পাঠক, সম্প্রচার কক্ষ, প্রধান নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ও বার্তা কক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

www.pathagar.com

স্বচ্ছন্দ বুলেটিন উপহার দিতে বার্তা প্রযোজককে সহকারী প্রযোজক ও প্রযোজনা সহকারীরা সহয়তা করে থাকেন। একজন প্রতিবেদককে স্টেশনে ফিরে সবার আগে প্রযোজকের সাথে কথা বলে হাতে থাকা টেপ/ ডাটা কার্ড/ মেমোরি কার্ডটি ডিজিটাইজ এর জন্য জমা দিতে হয়। একজন প্রতিবেদক প্যানেল পাবেন কি পাবেন না তা অনেক সময় প্রযোজকের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে। প্রযোজক যদি মনে করেন বুলেটিনের আগে কোনো প্রতিবেদককে প্যানেল দিলে অন্য গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ তৈরি নাও হতে পারে, সেক্ষেত্রে তিনি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

চিফ রিপোর্টার/অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর

টিভি প্রতিবেদকদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া এবং প্রতিদিনের অ্যাসাইনমেন্ট তৈরির মাধ্যমে কাজ আদায় করে নেওয়া চিফ রিপোর্টর (প্রধান প্রতিবেদক) বা অ্যাসাইনমেন্ট এডিটরের দায়িত্ব। দায়িত্বগুলো বিস্তারিতভাবে লেখা হলো :

১. প্রতিদিনের অ্যাসাইনমেন্ট শিট তৈরি করা যেখানে পরবর্তী দিন কোন প্রতিবেদক কী কাজ করবে তার সাথে ক্যামেরাম্যান কে থাকবে-- তার তালিকা তৈরি করা।

২. প্রতিবেদকদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে বার্তা কক্ষের সংবাদ প্রবাহ সচল রাখা ও প্রতিবেদকদের কাজের নির্দেশনা দেওয়া।

৩. কোনো ঘটনা ঘটলে প্রতিবেদকরা প্রথমে চিফ রিপোর্টার/অ্যাসাইনমেন্ট এডিটরকে জানান। তাই তিনি সংবাদ কক্ষের গেটওয়ে হিসেবে ভূমিকা রাখেন।

৪. মানসম্পন্ন সংবাদ বুলেটিন নিশ্চিত করতে প্রতিবেদকদের যুক্তিসংগতভাবে পরিচালনা ও ব্যবহার করেন।

এজন্যই বলা হয় অ্যাসাইনমেন্ট এডিটরকে ঘটনার ১০ দিন আগে চলতে হয়। তার কাছে বছরব্যাপী বিভিন্ন ইস্যু ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ষপূর্তির তালিকা বা ক্যালেন্ডার থাকে। সেই ক্যালেন্ডার অনুসারে তিনি এক সপ্তাহ আগে থেকেই প্রস্তুতি নেন।

একটি টিভি স্টেশনে পরদিনের বুলেটিন কেমন হবে তা নির্ভর করে আগের রাতের তৈরি অ্যাসাইনমেন্ট শিটের ওপর। পরের দিন দর্শকদের আগ্রহ আছে এমন কোনো বিষয় যেন কোনোভাবেই এড়িয়ে না যায় সে বিষয়ে অ্যাসাইনমেন্ট এডিটরকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হয়।

www.pathagar.com

ইনটেক এডিটর

টিভি বার্তাকক্ষে অনেকগুলো বিভাগ থাকে। বিভাগগুলোকে বলা হয় ডেস্ক। যেমন স্পোর্টস ডেস্ক, বিজনেস ডেস্ক, ন্যাশনাল ডেস্ক ইত্যাদি। সিএনএন, বিবিসি বা আলজাজিরার মতো বড় স্টেশনে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, জ্বালানি, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মতো আলাদা ডেস্ক থাকে। প্রতিটি ডেস্কের অধীনে কয়েকজন রিপোর্টার ও নিউজ রুম এডিটর (ডেস্ক সহকারী) কাজ করেন। এদের যিনি প্রধান থাকেন তাকে বলা হয় ইনটেক এডিটর। যেমন বিজনেস বা স্পোর্টস এডিটর আসলে ইনটেক এডিটর।

আমরা এক কথায় বলতে পারি টিভি স্টেশনের ডেস্ক প্রধানদের ইনটেক এডিটর বলা হয়। তারা সাধারণত যুগ্ম বার্তা সম্পাদক বা বার্তা সম্পাদকদের মতো সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন।

১. ইনটেক এডিটররা নিজ নিজ ডেস্কের জন্য প্রতিদিন আলাদা পরিকল্পনা তৈরি করেন এবং তা অ্যাসাইনমেন্ট এডিটরের সাথে সমন্বয় করেন।
২. অধীনস্ত প্রতিবেদক ও নিউজরুম এডিটরদের কাজের সিডিউল তৈরি করেন।
৩. নিজ ডেস্কের নির্ধারিত বুলেটিন পরিচালনা করেন। যেমন স্পোর্টস বুলেটিন, বিজনেস বুলেটিন, আন্তর্জাতিক বুলেটিন বা মফস্বল বুলেটিন ইত্যাদির জন্য সংবাদ সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনা ও রান ডাউন তৈরি করেন।
৪. ইনটেক এডিটররা নিজের বুলেটিন বা অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হিসেবে কাজ করেন।
৫. মূল বুলেটিনের জন্য বিষয় ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে মতামত রাখেন।
৬. ডেস্কের অধীনে গবেষণা সেল থাকলে তা পরিচালনা করেন।

ভিডিও এডিটর বা ছবি সম্পাদক

ভিডিও এডিটরের কাজ হচ্ছে এডিট প্যানেল বা এডিটিং স্টুডিওতে বসে প্রতিবেদক বা ডেস্ক সহকারীদের আনা ভিডিওচিত্র সম্পাদন করে টিভি রিপোর্ট তৈরি করা। সংবাদ বিভাগে যেসব ভিডিও এডিটর কাজ করেন তাদের খুবই দক্ষ ও প্রযুক্তি বান্ধব হতে হয়। বিশেষ করে লাইভ সম্প্রচারের সময় ওবি-ভ্যানের ভেতরে বসে কোন ক্যামেরার ছবি কোন ছবির পর যাবে তা মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

যন্ত্রের ওপর যার কর্তৃত্ব যত বেশি তিনি তত দক্ষ ভিডিও এডিটর।

www.pathagar.com

এডিট প্যানেলে ভিডিও সম্পাদনার দৃশ্য

অনেক সময় বুলেটিন শুরু হবার মাত্র ১০ মিনিট আগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে প্রতিবেদক বার্তা কক্ষে এসে হাজির হন। ভিডিও এডিটরকে এই অল্প সময়ে একটি সুন্দর রিপোর্ট তৈরি করে দেওয়ার ঝুঁকি নিতে হয়। তবে শুধু যন্ত্রের উপর দক্ষতাই শেষ কথা নয়, ভিডিও এডিটরকে ছবির ব্যাকরণ, শব্দের সূক্ষ্ম অনুরণন ও দর্শক এক দেখাতেই পছন্দ করবেন এমন ছবি বাছাইয়ের দক্ষতা থাকতে হয়। ছবির সাথে শব্দের ব্যবহার মানানসই না হলে দর্শকের কানে তা আঘাত করে, দর্শক বিরক্ত হয়। অনেক সময় ২ মিনিটের প্যাকেজের জন্য প্রতিবেদক ৪০ মিনিটের ছবি আনেন (ধরা যাক ৫০০টি শট), সেখান থেকে প্যাকেজের জন্য ২০/২৫টি ভালো শট বাছাই করার দক্ষতা একজন ভিডিও এডিটরের বড় গুণ।

ভিডিও ক্যামেরাম্যান

টিভিতে দর্শক চলমান ছবি দেখে। এই ছবি তোলার দায়িত্ব ভিডিও ক্যামেরাম্যানদের। ফলে যত ভালো ছবি তত বেশি আকর্ষণ তৈরি হয়। টিভিকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে ক্যামেরাম্যানদের দক্ষতা ও যোগ্যতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। ক্যামেরাম্যান যদি ভালো ছবি তুলতে না পারেন যত বড় প্রতিবেদক বা যত বড় ভিডিও এডিটরই হন সেই সংবাদ দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না। টিভির সংবাদ বিভাগে যেসব ক্যামেরাম্যান কাজ করেন তাদেরকে টিভি ক্যামেরা জার্নালিস্ট বা নিউজ ক্যামেরাম্যান (ইএনজি ক্যামেরাম্যান) বলা হয়।

www.pathagar.com

কর্মরত একজন ভিডিও ক্যামেরা জার্নালিস্ট

সাধারণভাবে কোনো ঘটনা দেখা আর ক্যামেরার চোখে দেখা এক নয়। ক্যামেরায় সাদামাটা ঘটনাকে অনেক নান্দনিকভাবে তুলে ধরা যায়। এজন্য ক্যামেরাম্যানের সৃষ্টিশীল চোখ থাকা জরুরি।

একজন প্রতিবেদকের প্রায় ৫০ শতাংশ কাজ থাকে ভিডিও ক্যামেরাম্যানের সাথে। তাই যে কোনো বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি আগে ক্যামেরাম্যানের সাথে আলোচনা করা উচিত।

ডেস্ক সহকারী বা নিউজরুম এডিটর

বার্তাকক্ষে এমন অনেক প্রতিবেদক আছেন তারা ঘটনাস্থলে যান না ঠিকই কিন্তু বার্তাকক্ষে বসে প্রতিবেদকের চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রম করেন। প্রতিটি ডেস্কেই ডেস্ক সহকারী বা নিউজ রুম এডিটর থাকেন। তারা ডেস্কে বসেই টিভির জন্য সংবাদ তৈরি করেন। মফস্বল ডেস্কের সহকারীরা জেলা প্রতিনিধিদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখেন। ইন্টারন্যাশনাল ডেস্কের সহকারীরা ইন্টারন্যাশনাল করসপনডেন্টদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ জানার জন্য স্টেশনে বসে বিভিন্ন নিউজ টিভি চ্যানেল টিভি, ওয়েব সাইট ও আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার খোঁজ খবর রাখেন। সেখান থেকে তথ্য ও ছবি নিয়ে খবর তৈরি করেন। এছাড়া তারা আরও কিছু দায়িত্ব পালন করেন।

www.pathagar.com

১. নিজ নিজ ডেস্কের জন্য অনুষ্ঠান ও বুলেটিন তৈরি করে থাকেন।
২. মফস্বল বা দেশের বাইরে থেকে আসা প্যাকেজ সম্পাদনা করেন। প্রয়োজনীয় গ্রাফিক্স ও ফাইল ফুটেজ যুক্ত করেন।
৩. প্রতিবেদকরা যখন স্টেশনের বাইরে থাকেন তাদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে বার্তা সম্পাদককে সহায়তা করেন।
৪. লাইভ এর সময় স্টেশনে বসে প্রতিবেদকদের কাছ থেকে তথ্য নেন।
৫. কয়েকজন ডেস্ক সহকারী টিভি টেলপ, স্ক্রল বা টীকা লেখার ও আপডেট করার দায়িত্ব পালন করেন।
৬. অনান্য টিভি স্টেশন কী করছে নিজের ডেস্ক বা স্টেশনের কোনো ঘাটতি আছে কি না সেসব দিকে খেয়াল রাখেন এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তা জানিয়ে থাকেন।

বিবিসি বা সিএনএন এর মতো স্টেশনগুলোতে আলাদা কোনো ডেস্ক সহকারীর পদ থাকে না। সব প্রতিবেদকই আলাদা আলাদা ডেস্কের অধীনে কাজ করেন। সপ্তাহে দু'দিন যদি তারা স্টেশনের বাইরে কাজ করেন বাকি দু'দিন কাজ করেন ডেস্ক সহকারী বা নিউজ রুম এডিটর হিসেবে।

সংবাদ পাঠক বা সংবাদ উপস্থাপক

আধুনিক টেলিভিশনে সংবাদ পাঠক বা উপস্থাপক নামে আলাদা কোনো পদ নেই। অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান, যে কোনো পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম, ভালো উচ্চারণ করেন এমন ব্যক্তিদের সপ্তাহে একদিন বা দুদিন সংবাদ উপস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

একজন সংবাদ পাঠক/ উপস্থাপকের কয়েকটি কাজ করতে হয় :

১. বুলেটিনের নির্দিষ্ট দিনে সংবাদ উপস্থাপনা করা। যেদিন উপস্থাপনা থাকে তার আগের দিন থেকেই খুব ভালো করে সংবাদপত্র পড়ে এবং সব চ্যানেলের সংবাদ দেখে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।
২. বুলেটিনের দিন স্টেশনে এসেই ঘটনাস্থলে থাকা যত জন প্রতিবেদকের সাথে সম্ভব ফোনে যোগাযোগ করে আপডেট খবর জেনে নিতে হয়।
৩. বার্তা সম্পাদকের কাছ থেকে বুলেটিনের মেজাজ সম্পর্কে ধারণা বুঝে নিতে হয়।
৪. রান ডাউনে থাকা স্ক্রিপ্টের লিঙ্ক আপডেট করতে হয়। কোথাও কোনো ভুল বোঝাবুঝি থাকলে বার্তা সম্পাদকের সহায়তা নিতে হয়।
৫. বুলেটিন শুরুর আগে সব স্ক্রিপ্ট হাতে এসেছে কি না তা চেক করে নিতে হয়।
৬. স্টোরি না পৌঁছানো, বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক গোলযোগ, লাইভ এ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং সরাসরি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রশ্ন করার মতো জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিক দৃঢ়তা থাকতে হয়।

বিশ্বের অনেক দেশে সংবাদ উপস্থাপকরা সততা, নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতায় সবার আদর্শ। তাই তারা কোনো পণ্যের মডেল হন না। এতে ওই কোম্পানি বা পণ্যের প্রতি দুর্বলতা তৈরি হতে পারে। অন্য কেউ হয়ত তার কথায় প্রতারিত হতে পারে। সংবাদ উপস্থাপনা এমনই দায়িত্বপূর্ণ একটি কাজ।

প্রতিবেদক/ রিপোর্টার

প্রতিবেদক বা রিপোর্টারদের বলা হয় বার্তা কক্ষের প্রাণ। প্রাণ না থাকলে যেমন প্রাণী হয় না তেমনি প্রতিবেদক ছাড়া বার্তাকক্ষের কথা কল্পনা করা যায় না। কারণ বার্তাকক্ষের প্রধান কাজ প্রতিবেদন তৈরি করা। আর এই কাজের কোনো সীমা নেই।

বার্তাকক্ষে আসলে সবাই প্রতিবেদক। বার্তা সম্পাদকও প্রতিবেদক। দরকার হলে তিনিও ঘটনাস্থলে গিয়ে সংবাদ পাঠাতে পারেন। প্রতিবেদকদের কোনো বয়স নেই। কাজের ধরাবাধা সময় নেই। নিয়ম নেই। প্রতিবেদকদের আইনের মারপ্যাঁচে বাঁধতে গেলে তথ্য প্রবাহ বাধা পায়।

www.pathagar.com

পুরো বই জুড়ে আসলে প্রতিবেদকদের কাজের কথা বলা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি কাজের কথা বলা হলো :

১. প্রতিবেদকদের প্রধান কাজ ঘটনাস্থল থেকে তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করে সচিত্র প্রতিবেদন তৈরি করা।

২. কাজের স্বার্থে খবরের নানা গোপন ও প্রকাশ্য উৎসের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।

৩. পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে নতুন নতুন সোর্স তৈরি, তাদের সাথে খররের লেনদেন করা।

৪. সংবাদ উপস্থাপনা বা অনুষ্ঠান উপস্থাপনা বা বার্তাকক্ষের প্রয়োজন অনুসারে কাজ করা। সংবাদ সংক্রান্ত কোনো কাজকেই গুরুত্বহীন মনে না করা।

৫. বিশেষ রিপোর্ট, অনুসন্ধানী রিপোর্ট তৈরি বা যুদ্ধ ক্ষেত্র কাভার করার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকা।

টিভির বার্তাকক্ষে কর্মব্যস্ত প্রতিবেদকরা

ঘটনাস্থলে কর্মব্যস্ত প্রতিবেদক

জাতীয়, আন্তর্জাতিক, অপরাধ, জ্বালানি, প্রশাসন, আইন ও বিচার, ব্যবসা-বাণিজ্য, খেলাধুলা, জনদুর্ভোগ, কূটনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য কত ধরনেরই প্রতিবেদন প্রতিদিন জমা হয়। রয়টার্স, এপি, বিবিসি, আলজাজিরা এরকম কত বিদেশি

www.pathagar.com

সংবাদ উৎস আর দেশজুড়ে কয়েকশো প্রতিনিধি; সবার যোগাড় করা সংবাদ থেকে অগ্রাধিকার ঠিক করে অল্পকিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দর্শকের জন্য প্রস্তুত করেন প্রতিবেদকরা। পেছনে থাকেন প্রযোজক, বার্তা সম্পাদক, ক্যামেরাম্যান, ভিডিও এডিটর, গ্রাফিক্স বিভাগ, সমন্বয় শাখা, আর্কাইভ, গাড়ি চালক এবং সর্বোপরি টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ। ৩০ সেকেন্ডের একটি সংবাদ প্রচারে ভূমিকা কিন্তু কারো চেয়ে কারো কম নয়।

অনুশীলনী

১। সংবাদ পাঠকের দায়িত্ব কী ? একজন সংবাদ পাঠক বা টিভি প্রতিবেদকের কেন পণ্যের মডেল হওয়া উচিত নয় ?

২। ভিডিও এডিটর ও ক্যামেরাম্যানের আন্তরিকতা ও দক্ষতার ওপর একটি টিভি সংবাদের সফলতা নির্ভর করে– ব্যাখ্যা করুন।

৩। একটি বার্তা বিভাগে কোন কোন বিভাগ কাজ করে ? বার্তা পরিচালক, প্রধান বার্তা সম্পাদক ও বার্তা সম্পাদকের কাজের মধ্যে মিল ও অমিল খুঁজে বের করুন।

৪। বার্তাকক্ষে আসলে সবাই প্রতিবেদক এবং প্রতিবেদকদের কাজের কোনো শেষ নেই– এই দুটি বাক্যের সাথে আপনি কতটা একমত তা নিজের ভাষায় লিখুন।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

যন্ত্রপাতির ব্যবহার

টেলিভিশন সাংবাদিকতা মূলত প্রযুক্তি নির্ভর সাংবাদিকতা। একজন প্রতিবেদককে প্রতিদিন বেশকিছু যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করতে হয়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আরও কিছু যন্ত্রের মুখোমুখি হতে হয়। এ অধ্যায়ে কিছু যন্ত্রপাতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব।

ভিডিও ক্যামেরা

ক্যামেরা শব্দটি পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোনো দরকার নেই। তবে টিভি সাংবাদিকদের কাজ করতে হয় পেশাদার ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে। পেশাদার ক্যামেরা চেনার উপায় হচ্ছে এর উপরের দিকে দৃশ্যমান আকারের একটা মাইক্রোফোন থাকবে।

ভিডিও ক্যামেরা অনেক ধরনের হয়। যেমন :

১. ফিল্ম ক্যামেরা (35 MM/15MM)
২. Beta Camera
৩. VHS(Video Home System)
৪. DV Camera (Digital Vedio Camera)
৫. HDV Camera(High Definition Camera)

আশির দশক পর্যন্ত টিভি সংবাদের জন্য ফিল্ম ক্যামেরায় কাজ করা হতো। যা ছিল অনেক ব্যয়বহুল ও ভারী। একজন মানুষের পক্ষে এতসব জিনিস নিয়ে কাজ করা কঠিন হতো। এরপর Beta Camera কোম্পানি ক্যামেরা নিয়ে এলে বিশ্বে আলোড়ন পড়ে যায়। বহনযোগ্য ক্যামেরা ও একঘণ্টার ম্যাগনেটিক টেপ ব্যবহার সহজ হওয়ায় সচিত্র সংবাদ ধারণে বেটা ক্যামেরা বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

নব্বই দশকের মাঝামাঝি Sony কোম্পানি DV Camera এবং Mini DV Camera বাজারে আনলে টিভি সাংবাদিতায় নতুন মাত্রা যোগ হয়। ভিডিও জগতে ডিজিটাল পদ্ধতি যোগ হওয়ায় সবকিছু টিভি সম্প্রচার ব্যবস্থায় অটোমেশনের আওতায় চলে আসে। ডিভি ক্যামেরা বেটা ক্যামেরার চেয়েও হালকা হওয়ায় ছবি গ্রহণে সুবিধা হয়। মিনি ডিভি ক্যামেরা তো আরও ছোট আকারে বাজারে আসে ফলে যে কোনো ঘটনা কাভার করা ও ক্যামেরা নিয়ে ছোটাছুটি ও চলাচল করা অনেক সহজ হয়। অডিও ক্যাসেটের আকারের তিন ঘণ্টার ডিভি টেপ ও মিনি অডিও ক্যাসেট আকারের মিনি ডিভি টেপ সাংবাদিকদের কাছে তুমুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এই জনপ্রিয়তা এখনো আছে।

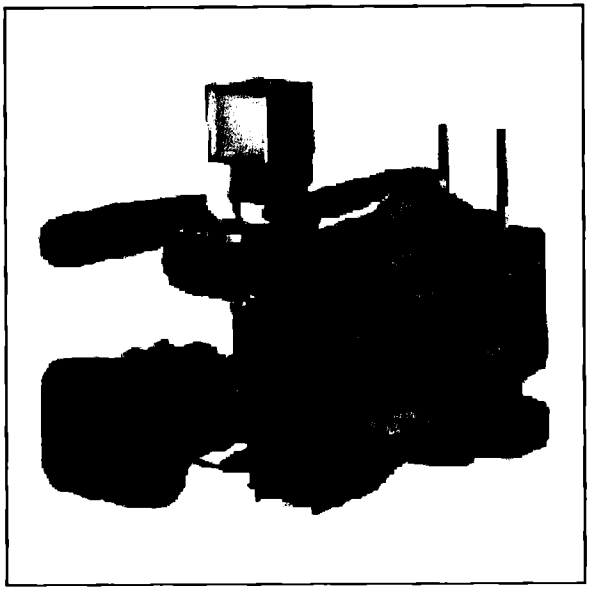

একটি পেশাদার ভিডিও ক্যামেরা

কয়েক বছর আগে সনি HDV Camera এনেছে। যা ছবির ও শব্দের গুণগত মান বাড়িয়ে দেয় ও বারবার ব্যবহারের পরও একই রকম থাকে। এর আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে ম্যাগনেটিক টেপ এর বদলে মেমোরি কার্ড ব্যবহার করা হয়। ফলে ডিজিটাইজ এর সময় অনেক কম হয়। অনেক ক্ষেত্রে মেমোরি কার্ড থেকে সরাসরি দরকারি অংশ Cut & Paste করে নেওয়া যায়। ধীরে ধীরে আরও আধুনিক প্রযুক্তির ক্যামেরা আসবে সেজন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

www.pathagar.com

ট্রাইপড (Tripod)

তিন পা ওয়ালা যে বস্তুটির ওপর ক্যামেরা রেখে কাজ করা হয় তাকে ট্রাইপড বলে। অনেকে একে ক্যামেরা স্ট্যান্ডও বলে থাকেন। এর সুবিধা হচ্ছে দরকার মতো এর উচ্চতা যেমন কমানো যায় তেমনি এর উপর ক্যামেরা রেখে উপর-নিচ করা যায় এবং চারদিক ঘুরানো যায়। ট্রাইপডের ওপর ক্যামেরা রাখলে ছবি কাঁপে না। স্থির (Steady shot) ছবি পেতে অবশ্যই ট্রাইপডে ক্যামেরা রেখে কাজ করা উচিত।

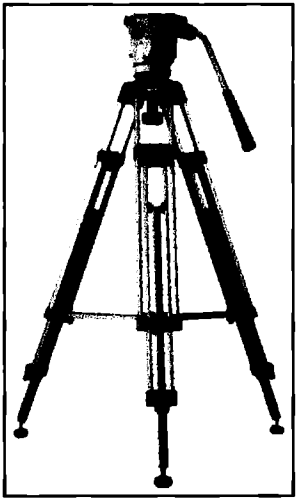

ভালো ছবির জন্য ট্রাইপড খুবই দরকারি উপাদান। কাজের সময় প্রতিবেদককেই ট্রাইপড বহন করতে হয়। অনেক প্রতিবেদক ট্রাইপড বহন করতে চান না, যা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তবে হরতাল সংঘর্ষ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মিছিল, যুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনায় ট্রাইপড নিয়ে কাজ করা সম্ভব হয় না। প্রতিবেদককে ট্রাইপট খোলা ও আবার গুছিয়ে রাখা জানতে হয় ; যেন তিনি দরকারের সময় ক্যামেরাম্যানকে সাহায্য করতে পারেন।

বেবি লেগস (Baby Lages)

ছোট ছোট একফুট উচ্চতার তিন পা ওয়ালা ট্রাইপডকে বেবি লেগস বা বেবি ট্রাইপড বলে। খুব নিচু থেকে শট নেওয়ার জন্য বেবি লেগস ব্যবহার করা হয়। বেবি লেগস এর সাহায্যে প্রায় মাটি থেকে উপরের শট নেওয়া যায়। যা ট্রাইপড

www.pathagar.com

দিয়ে কখনো সম্ভব নয়। এর উপরের দিকে একটা চাকতি থাকে তার মধ্যে ক্যামেরা বসিয়ে ক্যামেরাকে যেদিকে ইচ্ছা ঘোরানো যায়।

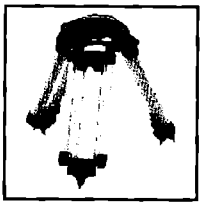

মাইক্রোফোন

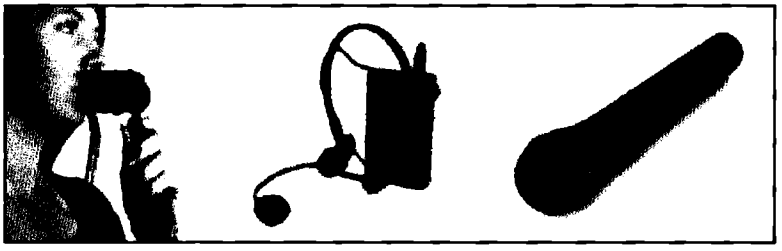

লিপ মাইক্রোফোন ক্লিপ মাইক্রোফোন কর্ডলেস মাইক্রোফোন

মাইক্রোফোনের সাহায্যে কী কাজ করা হয় তা সবারই জানা। তবে টিভি স্টেশনে একেক ধরনের মাইক্রোফোন দিয়ে একেক ধরনের কাজ করা হয়। এজন্য বেশ কয়েকরকম মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয় :

১. সাধারণ মাইক্রোফোন
২. বুম মাইক্রোফোন
৩. ক্লিপ মাইক্রোফোন
৪. লিপ মাইক্রোফোন
৫. কর্ডলেস মাইক্রোফোন

১. সাধারণ মাইক্রোফোন: টিভি সাংবাদিকদের হাতে লোগো সংযুক্ত যে মাইক্রোফোন দেখা যায় সেগুলো সাধারণ মাইক্রোফোন। এই মাইক্রোফোনগুলো তারের সাহায্যে ক্যামেরার সাথে সংযোগ দেওয়া

www.pathagar.com

হয়। টিভি স্টেশনের জন্য প্রফেশনাল মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন কোম্পানির প্রফেশনাল মাইক্রোফোনের গুণগত মানের মধ্যে কিছুটা তফাৎ থাকে।

২. বুম মাইক্রোফোন: লম্বা পাইপের সাথে সংযুক্ত করে দূর থেকে কোনো ঘটনাস্থলের ওপর দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় বুম মাইক্রোফোন। আমাদের দেশে সাধারণত নাটক, সিনেমা, ডকুমেন্টারি ফিল্ম ইত্যাদি তৈরির সময় বুম মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয়। তবে বিশ্বের অনেক দেশে সেখানে রাষ্ট্রপ্রধানদের নিরাপত্তা ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি সেখানে সাংবাদিকরা কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে তাদের কাছে বিভিন্ন বিষয় জানতে চান, সেক্ষেত্রে শব্দ ধারণের জন্য উপর থেকে বুম মাইক্রোফোন ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

৩. ক্লিপ মাইক্রোফোন: খুবই ছোট চিপ বা বোতাম আকারের মাইক্রোফোন যা ক্লিপ এর সাহায্যে শার্ট, টপস বা কোটের কলারে লাগানো হয় তাকে ক্লিপ মাইক্রোফোন বলে। ক্লিপ মাইক্রোফোন তারসহ বা তার ছাড়াও হতে পারে। স্টুডিও সংবাদ থেকে শুরু করে যে কোনো আলোচনা বা অনুষ্ঠান ক্লিপ মাইক্রোফোন এর মাধ্যমে করা হয়। তবে স্টুডিওর বাইরে বিশেষ কোনো ব্যক্তির সাক্ষাৎকার বা সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরির সময় ক্লিপ মাইক্রোফোন ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪. লিপ মাইক্রোফোন: এ ধরনের মাইক্রোফোন স্টুডিও ও এডিটিং প্যানেলে সাংবাদিকদের শব্দ ধারণের জন্য ব্যবহার করা হয়। খেলার মাঠের ধারাভাষ্যকারদের এ ধরনের মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে দেখা যায়। এই মাইক্রোফোনে নিশ্বাসের শব্দ আটকানো যায় তাই শব্দে নয়েজ থাকে না বললেই চলে। এ ধরনের মাইক্রোফোন হাই সেনসিটিভ ও নয়েজ প্রটেকটিভ।

৫. কর্ডলেস মাইক্রোফোন: যে মাইক্রোফোনের সাথে তার থাকে না, সেগুলোই কর্ডলেস মাইক্রোফোন। এই মাইক্রোফোনের সাথে সেন্ডার ডিভাইস থাকে আর ক্যামেরার সাথে থাকে রিসিভার ডিভাইস। তারের ঝামেলা না থাকায় এসব মাইক্রোফোন ক্যামেরা থেকে এক কিলোমিটার দূর পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। যেখানে বেশি লোক সমাগম, ঝামেলা, সংঘর্ষ, টানা-হেঁচড়া ও প্রতিবেদককে লাগাতারভাবে জায়গা বদল করতে হয় সেখানে কর্ডলেস মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয়। তবে এজন্য ব্যাটারি, চার্জার ইত্যাদি সাথে রাখতে হয়।

www.pathagar.com

মাইক্রোফোন স্ট্যান্ড

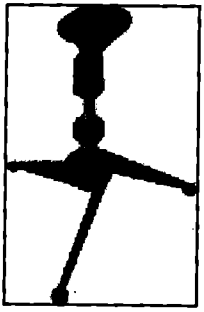

বক্তার সামনে মাইক্রোফোন রাখার জন্য যে ছোট আকারের স্ট্যান্ড রাখা হয় তার নাম মাইক্রোফোন স্ট্যান্ড। স্ট্যান্ডে মাইক্রোফোন রাখার ফলে শব্দ ভালো পাওয়া যায়, কেবল বক্তার বক্তব্যই ধারণ করে, মাইক্রোফোন সরে যায় না এবং লোগোসহ মাইক্রোফোনটি সহজেই দেখা যায়।

টেপ/ মেমোরি কার্ড

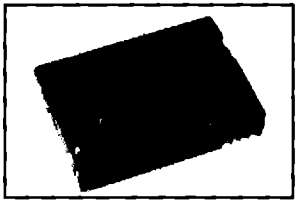

৬০ মিনিটের মিনি ডিভি টেপ

১৮৪ মিনিটের ডিভি টেপ

টিভি সাংবাদিকের সাথে টেপ-এর সম্পর্ক ওতপ্রোত। টেপ ছাড়া খালি ক্যামেরা নিয়ে সারাদিন ঘুরে কোনো লাভ নেই। ক্যামেরার ধরন অনুসারে টেপ ব্যবহার করা হয়। যেমন ডিভি ক্যামেরায় ডিভি টেপ, মিনি ডিভি ক্যামেরায় মিনি ডিভি টেপ, এইচ ডিভি ক্যামেরায় এইচ ডিভি টেপ ব্যবহার করা হয়। মিনি ডিভি ক্যামেরায় কেবল মিনি ডিভি টেপ ব্যবহার করা হয়। তবে ডিভি ক্যামেরায় ডিভি/মিনি ডিভি যে কোনো ধরনের টেপ ব্যবহার করা যায়। টিভি ক্যামেরায় মিনি ডিভি টেপ দিয়ে কাজ করলে ডিভি ক্যামেরার গতি বেশি হওয়ার কারণে ৬০ মিনিটের বদলে ৪৫ মিনিট কাজ করা যায়। প্রযুক্তির বিকাশের ফলে এখন টেপ

www.pathagar.com

এর বদলে মেমোরি কার্ড ব্যবহৃত হচ্ছে। কাজের ক্ষেত্রে অযাচিত ঝামেলা এড়াতে প্রতিবেদকদের একাধিক টেপ বা মেমোরি কার্ড সাথে রাখা উচিত।

এডিটিং প্যানেল

ঘটনাস্থল থেকে ফেরার পর প্রতিবেদকের টেপ বা মেমোরি কার্ড থেকে নেওয়া ছবি সম্পাদনা করে টিভি রিপোর্ট তৈরি করার জায়গা হচ্ছে এডিটিং প্যানেল। সাধারণত এডিটিং প্যানেলে একজন Video Editor থাকেন যিনি প্রতিবেদকের নির্দেশনা অনুযায়ী ছবি, শব্দ ও গ্রাফিক্সের ব্যবহারের মাধ্যমে টিভি সংবাদ তৈরি করে দেন। যে স্টেশনে আলাদা ইনজেস্ট প্যানেল নেই সেখানে এডিটিং প্যানেলেই ফুটেজ Capture ও Digitize করা হয়। এরপর তা সম্পাদনা করা হয়। এডিটিং প্যানেলে কাজ করার জন্য Adobe Premiere, Final Cut Pro(FCP), Incite ইত্যাদি বেশ কিছু আধুনিক এডিটিং সফটওয়ার ব্যবহার করা হয়। ভিডিও এডিটরের সামনে একটি টিভি মনিটর ও ডুয়েল মনিটর কম্পিউটার স্ক্রিন থাকে। ফুটেজ Capture ও Download করার জন্য VTR (Video Tape Recorder) থাকে।

www.pathagar.com

VTR (Video Tape Recorder)

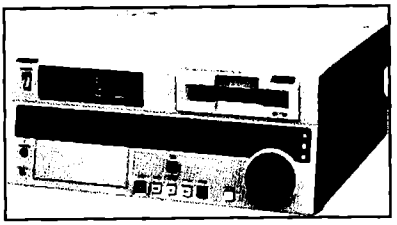

পেশাদার ভিটিআর

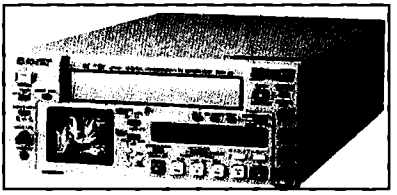

সাধারণ ভিটিআর

যে যন্ত্রের সাহায্যে Video Tape থেকে ফুটেজ Record করা যায় তাকে VTR বলা হয়। শুধু তাই নয় এই যন্ত্রটির সাহায্যে স্টুডিও পরিচালনা করা হয়। স্টুডিও থেকে টেপ প্লে করা হয়। প্রতিবেদকরা স্টেশনে আসার পর তার টেপ-এ কী কী ছবি আছে তা দেখার জন্য VTR ব্যবহার করেন। টিভি স্টেশনে দু'রকম VTR থাকে। সাধারণ VTR দিয়ে এডিট প্যানেলের কাজ চালানো যায়। তবে স্টুডিও পরিচালনার জন্য পেশাদার VTR লাগে। পেশাদার VTR এ জগিং বাটন থাকে যার সাহায্যে খুব দ্রুত টেপ ঘোরানো যায়।

স্টুডিও

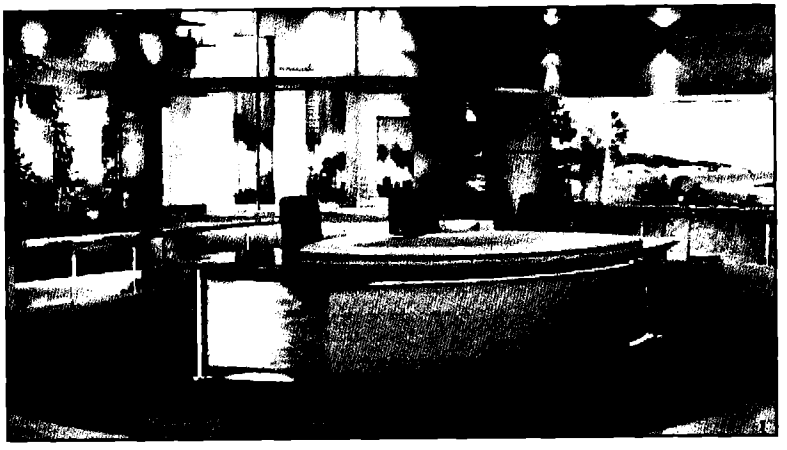

www.pathagar.com

টিভি চ্যানেলের যে স্থানটি থেকে অনুষ্ঠান প্রচার ও ধারণ করা হয় তাকে স্টুডিও বলে। যেখানে বসে সংবাদ পাঠক খবর পড়েন তাকে বলে। এছাড়া বিভিন্ন কাজের জন্য আলাদা আলাদা স্টুডিও ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ প্রোগ্রাম স্টুডিও, বিজনেস স্টুডিও, স্পোর্টস স্টুডিও। বড় স্ক্রিনে গ্রাফিক্সের সাহায্যে বিভিন্ন দৃশ্য ও চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয় ভার্চুয়াল স্টুডিওতে। বিবিসি বা সিএনএন আবহাওয়া সংবাদ বা নির্বাচন ফলাফল ভার্চুয়াল স্টুডিও'র মাধ্যমে দেখিয়ে থাকে।

অটোস্ক্রিপ্ট/ আটোকিউ

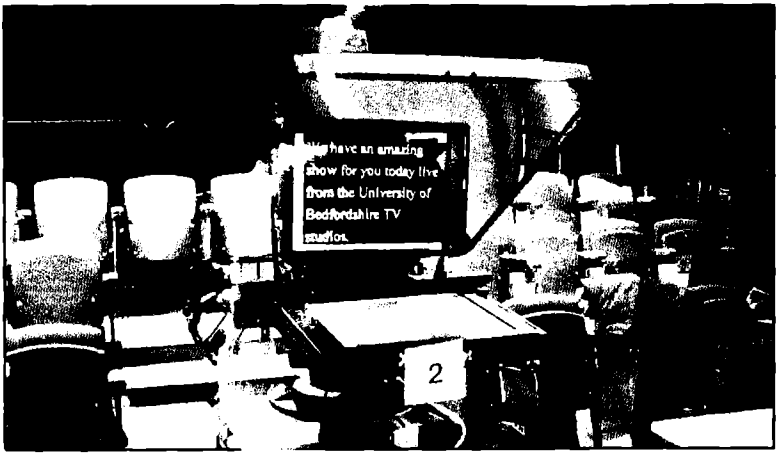

স্টুডিওতে সংবাদ পাঠক/পাঠিকার সামনে যে যন্ত্রটিতে News Script ভেসে উঠতে থাকে এবং পাঠক/পাঠিকা তা দেখে পড়ে যান সেই যন্ত্রটিকে বলা হয় Auto script বা Auto que

যন্ত্রটির সাথে হাই রেজুলেশন স্টুডিও ক্যামেরা এমনভাবে যুক্ত করা থাকে যে যখন সংবাদ পাঠক ক্যামেরার দিকে তাকান তখন তিনি কেবল অটোস্ক্রিপ্ট দেখতে পান। Auto Script যন্ত্রের তিনটি অংশ থাকে। সংবাদ পাঠক যার দিকে তাকিয়ে সংবাদ পড়েন তা আসলে One Way Mirror বা একমুখী আয়না। আয়নার উল্টোদিকে ক্যামেরা থাকে। যন্ত্রের আনুভূমিক অংশটিকে বলে Plate, প্লেটে লেখা উল্টো করে আসতে থাকে আর একমুখী আয়নায় সোজা লেখা দেখা যায়। ফলে সংবাদ পাঠক/পাঠিকার পড়তে কোনো অসুবিধা হয় না। অন্যভাবে বলা যায় যে তিনি অটোস্ক্রিপ্টের দিকে তাকিয়ে সংবাদ পড়ে যান ফলে তাকে দেখে মনে হয় যে তিনি সরাসরি দর্শকদের দিকে তাকিয়ে আছেন।

www.pathagar.com

PCR ও MCR

PCR (Panel Control Room) হচ্ছে যেখান থেকে স্টুডিও পরিচালনা করা হয় আর MCR (Main Control Room) হচ্ছে যেখান থেকে পুরো টেলিভিশনের সম্প্রচার পরিচালনা করা হয়।

PCR ও MCR দেখতে অনেকটা একই রকম। PCR থেকে যেমন কোনো সংবাদের পর কোনো সংবাদ স্ট্রিং, কামিং আপ, লাইভ ইত্যাদি যাবে তা নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনা দেওয়া হয়। তেমনি MCR থেকে কোন অনুষ্ঠানের পর কোন অনুষ্ঠান, কখন সংবাদ, কখন বিজ্ঞাপন, কতক্ষণ বিজ্ঞাপন, কত মিনিট সংবাদ চলবে, কত মিনিট লাইভ যাবে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে MCR কে অনুষ্ঠান ঠিক করতে হয় ২৪ ঘণ্টা সময় ভাগ করে আর PCR কে চলতে হয় এমসিআর এর বেধে দেওয়া সময়ের মধ্যে।

SNG (Satellite News Gathering)

সরাসরি সম্প্রচারের জন্য ব্যবহার করা হয় SNG এই যন্ত্রটি। এটি মূলত এনকোডার (Encoder), ক্যামেরা থেকে পাওয়া ছবি ও শব্দ Encode করে সিগনাল আকারে স্যাটেলাইটে পাঠিয়ে দেয়। স্যাটেলাইট থেকে টিভি স্টেশন সেই সিগনাল গ্রহণ করে Decode করে ছবি ও শব্দ পেয়ে থাকে।

www.pathagar.com

অনুশীলনী

১। টিভি প্রতিবেদন কাভার করার জন্য সাধারণত কোন ধরনের ক্যামেরা ব্যবহার করা হয় ?

২। ভিডিও টেপ এর বদলে কেন মেমোরি কার্ড জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ?

৩। টিভি চ্যানেলে কত ধরনের মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয় ? বুম, কর্ডলেস, ক্লিপ, লিপ মাইক্রোফোন ব্যবহারের সুবিধা কী ?

৪। ট্রাইপড ও বেবিলেগ কি একই জিনিস না আলাদা ?

৫। সংবাদ পাঠককে দেখলে কেন মনে হয় যে তিনি দর্শকদের দিকে তাকিয়ে আছেন ?

৬। এমসিআর ও পিসিআর কী ধরনের কাজ করে ? ভিটিআর ব্যবহার করা হয় কেন ?

www.pathagar.com

অধ্যায় ৬
অ্যাসাইনমেন্ট

টিভি সাংবাদিকরা সবসময় খবর সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত থাকেন। তবে কোনো খবর পেলেই যে সেখানে সাংবাদিককে পাঠানো হবে এমন কিন্তু নয়। কারণ তাহলে ৩৫-৪০ মিনিটের বুলেটিনে জায়গা দেওয়া যাবে না। আবার একটি ঘটনা কাভার করতে একাধিক প্রতিবেদককে পাঠানো হবে না, তাহলে অন্য ঘটনা কাভার করতে পাঠানো যাবে না। তবে প্রতিবেদকরা নিজেরাই ঘটনা পছন্দ করে কাভার করতে চলে যাবেন– এমনটিও নয়– এতে দেখা যাবে একটি বড় ঘটনা কাভার করতে একই চ্যানেলের ১০ জন হাজির হয়ে গেছেন। সবমিলিয়ে দু-একটি বড় ব্যতিক্রমী ঘটনা ছাড়া কোন একটি ঘটনা কাভার করতে একজন প্রতিবেদকই যাবেন। কে কোথায় কোন ঘটনা কাভার করতে যাবেন তা ঠিক করা হয় অ্যাসাইনমেন্টের ভিত্তিতে। আর তা বিবেচনা করে অ্যাসাইন করার দায়িত্ব অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর বা চিফ রিপোর্টারের।

হঠাৎ করে কোথাও আগুন লাগল, বাড়ি ধসে পড়ল– এ ঘটনা কি চিফ রিপোর্টার বা অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর জানতেন? মোটেই নয়। বার্তাকক্ষে জানা ঘটনা বা অজানা ঘটনা সব সংবাদে ছুটে যাবার পরিকল্পনা আগের দিনই করা হয়ে থাকে।

বার্তা কক্ষের পরিকল্পনায় তিন ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট থাকে।

১. Days Event
২. Breaking Event
৩. Planned Story

Days Event বা দিনের কর্মসূচি

সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন যেসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তা সংবাদ মাধ্যমকে চিঠি, ফ্যাক্স বা ই-মেইলের মাধ্যমে জানায়। পরের দিন সারাদেশে কী কী অনুষ্ঠান আছে--এমন শতশত আমন্ত্রণপত্র প্রেস রিলিজ আকারে

www.pathagar.com

টিভি স্টেশনে এসে পৌছায়। এর মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা বাছাই করে অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর প্রতিবেদকদের পাঠিয়ে থাকেন। দিনের কর্মসূচি কেমন থাকে তার একটি তালিকা দেওয়া হলো :

১. প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি– ফ্লাইওভার উদ্বোধন ও চীনা রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ
২. অর্থ মন্ত্রণালয়ে বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধির সাথে অর্থমন্ত্রীর বৈঠক
৩. বিরোধী দলের কর্মসূচি– সংবাদ সম্মেলন
৪. মানবাধিকার পরিষদের সেমিনার– প্রেসক্লাব-আইনমন্ত্রী
৫. শিশু মানসিক স্বাস্থ্য সেমিনার– হোটেল শেরাটন– স্বাস্থ্যমন্ত্রী
৬. দুটি দলের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ
৭. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির বৈঠক
৮. আদালতে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মামলার শুনানি

এভাবে দিনের কর্মসূচি থেকে বুলেটিনের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আসে। এই সাথে আরও কিছু দিনের কর্মসূচি যোগ হয়। যেমন:

১. বিভিন্ন দিবস– শিশু দিবস, পরিবেশ দিবস
২. রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী
৩. রাজনৈতিক নেতা বা বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যুবার্ষিকী

দিনের কর্মসূচি কাভার করার জন্য প্রতিদিন কয়েকটি স্থানে রিপোর্টিং টিম পাঠানো হয়। যেমন: সচিবালয়, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, হাসপাতাল, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, শেয়ার বাজার ইত্যাদি।

Breaking Event বা আকস্মিক ঘটনা

যে কোনো সময় যে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে। আর বড় ঘটনা ঘটলেই তো সংবাদ। যে ঘটনা হঠাৎ করেই ঘটে তাকে বলা হয় আকস্মিক ঘটনা বা Breaking Event.

বিএসইসি ভবন, বসুন্ধরা সিটি বা নিমতলীতে আগুনের ঘটনা ঘটার আগে তো কারো জানা ছিল না। তেমনি হঠাৎ ভূমিধস, ভবন ধস, সড়ক দুর্ঘটনা, বোমা বিস্ফোরণ, ছিনতাইসহ এধরনের ঘটনাকে বলা হয় Breaking Event.

যে কোনো সময় বড় ঘটনা ঘটতে পারে মাথায় রেখেই আগের রাতে অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর একজন করে প্রতিবেদক ও ক্যামেরাম্যানকে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে অফিসে রেখে দেন। যারা কোনো ঘটনা শোনার সাথে সাথেই ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হবে। বড় ঘটনা ঘটলে অন্য অ্যাসাইনমেন্ট বাতিল করে রিপোর্টিং টিমকে (প্রতিবেদক+ক্যামেরাম্যান) Breaking Event-এর ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি যেদিন পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহ শুরু হয়, সে ঘটনা তো আগে থেকে কারো জানা ছিল না। ঘটনা জানার সাথে সাথে একটি কম গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট বাতিল করে সেই রিপোর্টিং টিমকে পিলখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরে ঘটনার গুরুত্ব বাড়ার সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী/ সচিবালয়, হাইকোর্ট, প্রেসক্লাবসহ সব ঘটনাস্থল থেকে রিপোর্টিং টিমকে পিলখানায় যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

Planned Story বা পরিকল্পিত সংবাদ

অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর/চিফ রিপোর্টারকে চিন্তা করতে হয় যে প্রতিদিন Days Event-এর বাইরে তিনি আর কী কী স্টোরি বুলেটিনে যোগ করতে চান। প্রতিবেদকরাও প্রতিদিন যার যার বিট অনুযায়ী কোনো বিশেষ প্রতিবেদন করবেন কি না তা অ্যাসাইনমেন্ট এডিটরকে জানিয়ে রাখেন। এর মধ্য থেকে গুরুত্ব বিবেচনা করে তিনি কয়েকটি প্রতিবেদন করানোর সিদ্ধান্ত নেন। এছাড়া আগের দিন ঘটেছে এমন কোনো ঘটনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও ফলোআপও করা হয়। যেমন:

১. নতুন ফ্লাইওভার চালুর সুবিধা অসুবিধা কী হবে
২. বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্টের বক্তব্যে অর্থনীতিবিদদের প্রতিক্রিয়া
৩. গত দু'বছরে আইন শৃঙ্খলা কমিটির কতটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে
৪. ডেমরা অগ্নিকাণ্ডের ফলোআপ
৫. ছয় বছরের শিশু হত্যার ফলোআপ

যেদিন Days Event ও Breaking Event এর মধ্যে মান সম্পন্ন সংবাদের সংকট দেখা যায় সেদিন Planned Story এর মধ্য থেকে প্রধান শিরোনাম করা হয়। সব টিভি চ্যানেলের Days Event ও Breaking Event একই রকম হয়, চ্যানেলগুলোর সংবাদের পার্থক্য তৈরি হয় তার Planned Story এর কারণে। নিয়মিত এসাইনমেন্টের বাইরে প্রতিদিনের বুলেটিনে যদি দু-তিনটি অন্যদের চেয়ে আলাদা স্টোরি থাকে তা যেমন টিভি স্টেশনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলে তেমনি এর মাধ্যমে প্রতিদিন বেশকিছু সামাজিক দায়িত্ব পালন করা হয়। পরিকল্পিতভাবে তৈরি এসব প্যাকেজে সমাজের নানা সমস্যা, অপ্রাপ্তি ও অসঙ্গতির চিত্র তুলে ধরা যায়। এই ধারা নিয়মিত বজায় রাখতে পারলে চ্যানেলটিকে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব।

www.pathagar.com

ঘটনাস্থল

সব সংবাদেরই একটা ঘটনাস্থল থাকে। প্রতিবেদককে সেখানে গিয়ে সংবাদের উপাদানগুলো যোগাড় করে আনতে হয়। অফিস থেকে ঘটনাস্থলের দিকে যাবার আগে দরকারি সব যন্ত্রপাতি সাথে নিয়ে যেতে হয়। আকস্মিক ঘটনা ছাড়া মোটামুটি সব ঘটনাস্থলে যাবার আগে রিপোর্টারের জানা হয়ে যায় সেখানে কী কাজ করতে হবে আর কোন কোন যন্ত্রপাতি লাগবে।

ঘটনাস্থলে যাবার আগে প্রতিবেদক কীভাবে কাজটি করবেন তা চিন্তা করে রাখতে পারেন। এতে কাজের ক্ষেত্রে সহজ হয়। এই চিন্তাগুলো তিনি নোটবুকে টুকে রাখতে পারেন। এই টুকে রাখাকে বলা হয় প্রতিবেদকের শপিং লিস্ট।

শপিং লিস্ট

শপিং লিস্টে যা থাকতে পারে

১. ঘটনাস্থল সম্পর্কে তথ্য (পত্রপত্রিকা-ইন্টারনেট-বন্ধুদের কাছ থেকে জানা)
২. কীভাবে যাওয়া-আসা করা যাবে। বিকল্প পথ কী হতে পারে।
৩. যাদের সাক্ষাৎকার নিতে হবে তাদের নাম-ঠিকানা-ফোন নম্বর
৪. সম্ভাব্য ছবি কী হবে। কোথায় কোথায় ফুটেজ তুলতে হবে
৫. গ্রাফিক্স কী লাগবে (তা আগেই গ্রাফিক্স সেকশনে পাঠানো)

স্টেশন ছাড়ার আগে প্রতিবেদককে যেসব বিষয় খেয়াল রাখতে হবে :

১. ক্যামেরা পরীক্ষা করে নিন, রেকর্ড নিচ্ছে কিনা
২. ব্যাটারি চার্জ করা আছে কি না, অতিরিক্ত ব্যাটারি দরকার হলে সাথে নিয়ে নিন
৩. টেপ কি নতুন? টেপের কী অবস্থা; প্রথম না শেষ দিকে আছে? যতক্ষণ টেপ আছে তাতে কত মিনিট চলবে? অতিরিক্ত আর কতটি টেপ দরকার? মনে রাখতে হবে টেপ খারাপ বা পুরনো হলে ফুটেজ ভেঙে ভেঙে আসতে পারে। তাই টেপ ক্যামেরায় Smoothly ঘুরছে কিনা তা দেখে বের হতে হবে।
৪. যেখানে মেমোরি কার্ড ব্যবহার করা হয় সেখানে মেমোরি কার্ডে যথেষ্ট জায়গা খালি আছে কি না?
৫. মাইক্রোফোন পরীক্ষা করুন, শব্দ রেকর্ড করে পরীক্ষা করুন, শব্দ কি পরিষ্কার না হাম-জাতীয় যান্ত্রিক শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। যদি তাই হয় তবে

www.pathagar.com

মাইক্রোফোন বদল করুন এরপরও নয়েজ আসলে কেবল বা তার বদল করুন। তারপরও নয়েজ পাওয়া গেলে ক্যামেরা বদলে নিন।

৬. ২০/৩০ সেকেন্ডের কালার বার দিয়ে নিন। এরপর ২০/২৫ সেকেন্ড রেকর্ড করুন। ক্যামেরার এলসিডি মনিটরে দেখে নিন ফুটেজ ঠিক মতো দেখাচ্ছে কিনা? আপনি কি ছবির রং নিয়ে সন্তুষ্ট (এটা ক্যামেরাম্যানকে জিজ্ঞাসা করুন) না হলে White Balance করতে বলুন, তারপরও ছবির রং মনোপূত না হলে ক্যামেরা বদল করুন।

৭. White Balance করার জন্য একটি সাদা কাগজ সাথে নিয়ে নিন।

৮. অতিরিক্ত ব্যাটারি, তার, ক্যামেরা, লাইট, টেপ, ট্রাইপড, মাইক্রোফোন, মাইক্রোফোন স্ট্যান্ড, কাগজ, কলমসহ দরকারি সবকিছু নিয়েছেন কিনা তা আরেকবার ভালো করে দেখে নিন।

৯. গাড়ির অবস্থা কী? তেল, গ্যাস ঠিকমত আছে কি না? ড্রাইভারের কোনো অসুবিধা আছে কি না?

অনুশীলনী

১। অ্যাসাইনমেন্ট কত ধরনের হয় ও কী কী? Days Event এবং Breaking Event এর মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

২। একজন প্রতিবেদকের শপিং লিস্টে কী থাকে? ঘটনাস্থলে যাবার আগে তাকে কী কী বিষয় খেয়াল রাখতে হয়।

৩। প্রতিদিনের অ্যাসাইনমেন্ট লিস্টে দুই বা তিনটি Planned Story রাখা কেন জরুরি?

www.pathagar.com

অধ্যায় ৭
ক্যামেরা ও ছবি

সাধারণ একজন দর্শক আর একজন টিভি সাংবাদিকের টিভি সংবাদ দেখার মধ্যে পার্থক্য কোথায় জানেন? সাধারণত দর্শকরা আলোচনা করেন সংবাদের বিষয়বস্তু নিয়ে আর টিভি সাংবাদিকরা আলোচনা-সমালোচনা করেন এর কারিগরি নানা দিক নিয়ে। যেমন– ওই শটটা কি ওখানে ব্যবহার করা ঠিক হয়েছে? প্যাকেজের শুরুটা চার নম্বর শটটা দিয়ে শুরু করলে ভালো হতো না? দেখেন জিভি ব্যবহার করেছে কিন্তু ভাবখানা যেন তাজা ফুটেজ! সিঙ্কের সাথে রিপোর্টের এঙ্গেল কি মিলেছে-– এমন নানা সমালোচনা।

শুধু কি তাই? টিভি রিপোর্টারকে যদি কোনো চলচ্চিত্র দেখানো হয় সেখানেও তিনি হয়ত পরিচালকের কারিগরি মুন্সিয়ানা বা ত্রুটি নিয়ে কথা বলা শুরু করে দিতে পারেন। এর কারণ হলো টিভি প্রতিবেদকদের ছবির সাথে এমনভাবে মিশে যেতে হয় যে কোনো শট বা ফুটেজ দেখলেই তা যথার্থ হয়েছে কি না, সবার আগে মনে সেই প্রশ্নটি এসে যায়।

পশ্চিমা বিশ্বে তাই টিভি প্রতিবেদকদের জুনিয়র 'স্টিফেন স্পিলবার্গ' বলে ডাকা হয়। কারণ তারা প্রতিদিনই একটা বা দুটো স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের নির্মাতা। পার্থক্য হচ্ছে প্রতিবেদক কাজ করেন Fact এর ওপর আর চলচ্চিত্র পরিচালক কাজ করেন Fiction এর ওপর।

টিভি প্রতিবেদকের এই Visual Sense কিন্তু একদিনে আসে না। দিনের পর দিন ফুটেজ নিয়ে কাজ করতে করতে ছবির ব্যাকরণ তার অস্থি মজ্জায় একাকার হয়ে যায়।

ক্যামেরার চোখে দেখা

কয়েকদিন ধরে সারাদেশে টানা বৃষ্টি চলছে। সেই সাথে উজান থেকে নেমে আসা পানির চাপে দেশ প্রায় ডুবছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় আপনাকে যেতে হবে। যাবার একটাই উপায়, তা হলো হেলিকপ্টার। পাওয়া গেল ২ সিটের একটি

www.pathagar.com

কপ্টার। ১টি সিট তো অবশ্যই পাইলটের। বাকি একটি সিটে কে যাবে, রিপোর্টার না ক্যামেরাম্যান?

অবশ্যই ক্যামেরাম্যান। আপনি অফিসেই থাকবেন। ক্যামেরাম্যান ফিরে আসার পর টেপ হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আর ক্যামেরাম্যানের কাছ থেকে শুনে স্টোরি তৈরি করতে হবে।

আর সে কারণেই টিভি সাংবাদিকতায় ক্যামেরার চোখ খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেই চোখ যেন ঠিকভাবে কাজ করে আর ঘটনার যথার্থ ছবিটাই তুলে আনে তা নিশ্চিত করা ক্যামেরাম্যানের পাশাপাশি জুনিয়র 'স্টিফেন স্পিলবার্গ' এরও সমান কর্তব্য।

ছবি তোলার আগে

ছবি তোলার আগে ক্যামেরাম্যানদের যেসব বিষয় দেখে নিতে হবে তা হলো Sound, White Balance, Exposure, Focus & Frame এবং Time Code (TC) । মনে রাখার সুবিধার জন্য একে সংক্ষেপে SWEFT বা সুইফট বলা হয়।

S-Sound

ক্যামেরায় দুটি ট্র্যাক বা লাইনে শব্দ ধারণ করা যায়। একটি ট্র্যাকে ক্যামেরার সাথে যুক্ত মাইক্রোফোন এর শব্দ ধারণ করে, অন্য ট্র্যাকটি সাধারণ মাইক্রোফোন বা প্রতিবেদকের হাতে থাকা মাইক্রোফোনের শব্দ ধারণ করে। ক্যামেরার সাথে যুক্ত মাইক্রোফোনটির কাজ হচ্ছে NAT Sound বা Ambient ধারণ করা। প্রতিবেদক তার হাতে থাকা মাইক্রোফোন দিয়ে মানুষের সাক্ষাৎকার অর্থাৎ সিঙ্ক/শট, ভক্সপপ, পিটিসি ইত্যাদি নেন। ক্যামেরার এলসিডি মনিটরে দুটি ট্র্যাকে শব্দ কীভাবে ধারণ করা হচ্ছে তা দেখা যায়। কোনো ট্র্যাকে শব্দের মাত্রা বেশি বা অস্বাভাবিক দেখালে তা ঠিক করে নিতে হয়। এক্ষেত্রে ক্যামেরাম্যানকে সতর্ক থাকতে হয় যেন কোনো ট্র্যাকের Sound খুব বেশি বা কম না হয়ে যায়।

W-White Balance

ডিজিটাল এবং হাই ডেফিনেশন ক্যামেরার ধর্ম হচ্ছে সাদা রংকে সাদা হিসেবে চিনিয়ে দিতে পারলে যন্ত্রটির আর অন্য কোনো রং চিনতে (Encode করতে) ভুল হয় না। আলোর মাত্রা, অবস্থান ও উৎসের কারণে ক্যামেরায় একেক বস্তু একেক রকম দেখায়। ঘরের ভেতরের আলো, বাইরের আলো, সকাল বা বিকাল এরকম নানা সময় ও পরিস্থিতির কারণে আলোর উপস্থিতির পার্থক্য দেখা যায়।

www.pathagar.com

তাই এক পরিস্থিতি থেকে আরেক পরিস্থিতিতে গেলেই ক্যামেরাকে সাদা রং চিনিয়ে দিতে হয়। সাদা রং চেনানোর পদ্ধতিকে বলে White Balance. অর্থাৎ ঘরের ভেতরে কাজ করে বাইরে যাবার সাথে সাথেই হোয়াইট ব্যালান্স করে নেওয়া উচিত। হোয়াইট ব্যালান্সের পদ্ধতি হচ্ছে ক্যামেরার সামনে সাদা কাগজ ধরে বা সাদা দেয়ালের দিকে ক্যামেরা ধরে ক্যামেরার সাথে এডজাস্ট করতে হয়। টিভিতে আমরা অনেক সময় একটু নীলচে, লালচে বা হলদেটে ধরনের ফুটেজ দেখতে পাই, আর এ সমস্যা হওয়ার কারণ হোয়াইট ব্যালেন্স না করে ছবি তোলা।

E-Exposure

ক্যামেরায় ছবি তোলার জন্য লেন্স দিয়ে কী পরিমাণ আলো ঢোকানো হবে তা নিয়ন্ত্রণ করা হয় Exposure এর মাধ্যমে। আইরিশ বাড়িয়ে বা কমিয়ে ঠিক করা হয়। ঘরের মধ্যে বা রাতে কাজ করার জন্য যেমন আইরিশ বাড়ানো হয় তেমনি দুপুরে ছবি তোলার জন্য আইরিশ কমানো হয়। Exposure ঠিকমত না হলে ফুটেজ ফ্যাকাশে বা কালো হয়ে যায়।

F-Focus & Frame

Focus ঠিকমত না হলে ফুটেজ অস্পষ্ট ও ঝাপসা হয়। এজন্য ফোকাস ইন্ডিকেটর ঘুরিয়ে আগ-পিছ করে ক্যামেরায় ছবি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত হবার পরেই Record বাটনে চাপ দেওয়া উচিত। Focus ঠিকমত না হওয়া অস্পষ্ট ফুটেজকে বলা হয় Out Of Focus ।

আবার একই ভাবে Frame ভালো না হলে ছবি খারাপ দেখায়। ছবি নেওয়ার সময় Frame এঁকে বেঁকে গেলে টেলিভিশনের আয়তক্ষেত্র পর্দায় সহজেই চোখে পড়ে। Frame ধরা ঠিকমত না হলে টিভি পর্দায় দেখা যায় মানুষ বা বিল্ডিংটা যেন বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের ছবি তুলতে গিয়ে যদি মাথার একটা অংশ দেখা না যায় তাহলে সেই ছবি কোন অর্থ তৈরি করে না। তাই প্রতিটি Shot তোলার সময় Frame ঠিক করে নেওয়া জরুরি। আর কোনো ধরনের Frame ধরার পরের ছবিতে কোনো Frame ধরতে হবে তা অবশ্যই প্রত্যেক ক্যামেরামানের জানা উচিত; কারণ একে বলা হয় ছবির ব্যাকরণ।

T-Time Code (TC)

ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরার জন্য ৪০ মিনিট থেকে ১৮০ মিনিটের টেপ (Tape) পাওয়া যায়। একটি টেপ দিয়ে ক্যামেরায় যতক্ষণ কাজ করা হয় ততক্ষণ

www.pathagar.com

ক্যামেরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে Code দিতে থাকে। এই কোডকে বলা হয় Time Code. সংক্ষেপে একে TC বলা হয়।

ক্যামেরায় টেপ ঢোকানোর সাথে সাথেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে একটা TCতে এসে স্থির হয়। এরপর রেকর্ড বাটনে চাপ দেওয়ার সাথে সাথেই TC ঘুরতে থাকে। রেকর্ড বাটন বন্ধ করলে TCও বন্ধ হয়ে যায়। ওই টেপটি আবার অন্য ক্যামেরায় ঢোকালে আগের TC যেখানে শেষ সেখান থেকে TC চালু হয়।

TC হয় আট অঙ্কের ডিজিট। এতে ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড ও ফ্রেম এর দুটো করে ডিজিট পর্যায়ক্রমে থাকে। যেমন :

TC	00 : 00 : 00: 00 00 : 07 : 23: 02	কাজের শুরুতে কাজের শেষে

অর্থাৎ এখানে ৭ মিনিট ২৩ সেকেন্ড ২ ফ্রেম রেকর্ড করা হয়েছে।

ওই টেপে আবার কাজ করা হলো। তখন ক্যামেরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আগের TC থেকেই গণনা শুরু করবে। যেমন:

TC	00 : 07 : 23: 02 01 : 02 : 10: 13	কাজের শুরুতে কাজের শেষে

এখানে নিচের থেকে উপরের বিয়োগ করলে দেখা যাবে ৫৪ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড ১১ ফ্রেম রেকর্ড করা হয়েছে।

ক্যামেরার এলসিডি মনিটরে কাজের সময় TC দেখা যায়। যা দেখে ক্যামেরাম্যান বা প্রতিবেদক বুঝতে পারেন কতক্ষণের ফুটেজ নেওয়া হয়েছে। আবার অফিসে ফিরে VTR এ টেপ ঢোকালেও TC দেখা যাবে। প্রতিটি Shot এর উপরই TC থাকে তাই কোন Shot টি কোথায় আছে প্রতিবেদকের তা TC'র সাহায্যে বেছে নিতে সুবিধা হয়। এজন্য কাজের শুরুতে TC কাজ করছে কি না , তা দেখে নেওয়া এবং শুরুর TC লিখে রাখা জরুরি।

ছবি তোলার সময়

ফুটেজ তোলার সময় তিনটি বিষয় অবশ্যই মানতে হবে। আর তা হলো: ট্রাইপডের ব্যবহার, স্বাভাবিক শব্দ ধারণ ও আলোর উপযুক্ত ব্যবহার।

www.pathagar.com

ট্রাইপড ব্যবহার

দর্শক চোখ যেন ঝাঁকুনি বা দোল না খায় সেজন্য সবসময় ট্রাইপডে ক্যামেরা বসিয়ে কাজ করতে হয়। এজন্যই ক্যামেরাম্যানদের বলা হয় ট্রাইপড সরাবেন কিন্তু ক্যামেরা সরাবেন না। ক্যামেরার যত নড়াচড়া, কারুকাজ যেমন Zoom In/Zoom Out/ Pan/ Till Up/ Till Down সব করতে পারবেন। একান্তই যদি ট্রাইপড ব্যবহারের সুযোগ না থাকে তবে ক্যামেরা কাঁধে রেখে এমনভাবে কাজ করুন যাতে কামেরা কম কাঁপে। কারণ ক্যামেরা কাঁপলেই ছবি কাঁপবে।

স্বাভাবিক শব্দ ধারণ

Nat Sound বা Ambient ছাড়া তোলা ছবি মৃত মনে হয়। ধরা যাক আপনি বাসায় বসে টিভি দেখছেন এবার রিমোট দিয়ে সাউন্ড করে দেখতে থাকুন। কী ছবিগুলো মরা মরা লাগছে না? সব ছবিই এমন। যেখানকার যে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক শব্দ তা ছাড়া ছবিটি যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে না।

আগেই বলেছি ক্যামেরার সাথে যুক্ত মাইক্রোফোন Nat Sound বা Ambient নিয়ে থাকে। ক্যামেরার ট্র্যাকে চোখ রেখে দেখুন Ambient পাওয়া যাচ্ছে কি না? যদি না পাওয়া যায় অডিও পয়েন্টগুলো আরেকবার চেক করে নিন।

আলোর উপযুক্ত ব্যবহার

ভালো ফুটেজ আসলে আলোর খেলা। দক্ষ ক্যামেরাম্যানরা এই খেলা করে মজা পান। একই ছবি একেক রকম আলোতে একেক রকম হয়। যিনি ক্যামেরার মধ্যে যত বেশি আলোর খেলা খেলতে পারেন তার ছবি হয় তত বৈচিত্র্যময়। White Balance, Exposure, Focus & Frame ঠিক করার মাধ্যমে সঠিক আলোতে ছবি তুলুন। ছায়া, প্রতিফলন, প্রতিসরণ বা ঝলসে যাওয়া আলো শট নষ্ট করে দেয়। ছবি তোলার সময় এই বিষয়গুলো সতর্কভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

প্রতিবেদকদের যেহেতু ক্ষুদে 'স্পিলবার্গ' তাই ক্যামেরাম্যান এসব মৌলিক বিষয়গুলো মেনে চলছেন কিনা তা দেখে নেওয়া তার কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।

টিভি প্রতিবেদনের ছবি

টিভি প্রতিবেদন নির্মাতাদের (রিপোর্টার) আসলে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছে অনেক কিছু শেখার আছে। একেক ধরনের ছবি একেক ধরনের অর্থ তৈরি করে

www.pathagar.com

আর তা শিখিয়েছে চলচ্চিত্রকাররা। তাই বলা যায় আজকের টেলিভিশন শিল্প আসলে চলচ্চিত্রের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তৈরি।

টিভি প্রতিবেদনের জন্য যেসব হরহামেশাই কাজে লাগে এবার সে সব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

Long Shot/Wide Shot সংক্ষেপে WS

লং শট বা ওয়াইড শট একটা ঘটনাস্থলকে দর্শকের সামনে পরিচয় করিয়ে দেয়। চলচ্চিত্র পরিচালকরা যেমন করে একটি শটে পুরো যুদ্ধ ক্ষেত্রকে তুলে ধরেন তেমনি সংবাদে প্রতিবেদকরা পুরো রেল স্টেশন, জনসভাস্থল, বিমানবন্দর, লঞ্চঘাট, বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় সংসদ, হাইকোর্ট, সচিবালয় ইত্যাদি স্থানকে এক শটে দর্শককে বুঝিয়ে দেন। ওয়াইড বা লং শটে ঘটনা বা ঘটনাস্থলের পরিচয়, বিশালত্ব বোঝানোর পাশাপাশি বিশাল শূন্যতা, নিস্তব্ধতাও বোঝানো যায়। ওয়াইড শটকে সংক্ষেপে WS বলা হয়। যে লং শট দিয়ে কোনো সংবাদ শুরু করা হয় তাকে Establishment Shot বলে।

www.pathagar.com

Medium Shot/ Mid Shot সংক্ষেপে MS

টিভিতে সচরাচর এর ব্যবহার বেশি হয়। পুরো পল্টন ময়দান যদি লং শটে ধরা হয় তবে অল্প কিছু দর্শকসহ এর মঞ্চ নিয়ে তোলা শটকে বলা হবে মিড শট। তেমনি সড়ক দুর্ঘটনা স্থলের দুর্ঘটনা কবলিত বাসের ছবিটি মিড শট। দিগন্ত জোড়া ধানক্ষেতের মধ্যে একটি/দুটি জমির ধান আর পানির পাম্পের ছবিটি হবে মিড শট। সেমিনারে অতিথিদের সারির ছবিটি মিড শট। মিড শট সাধারণত লং শটের পরে বসিয়ে দর্শকের আগ্রহ বাড়ানো হয়। মিড শটকে সংক্ষেপে MS বলা হয়।

Close Up Shot সংক্ষেপে CS

মিড শট যেমন কোনো বিষয়কে চিহ্নিত করে দর্শকের আগ্রহ বাড়ায় ক্লোজ শট তেমনি কোনো একটি বিশেষ দিক চিহ্নিত করে দর্শককে ঘটনার গভীরে নিয়ে যায়। মিড শটে যদি কোনো বাড়ি দেখানো হয় বাড়ির নাম ফলক তার ক্লোজ শট। বিশাল জনসমাবেশের মধ্যে কোনো একজন ব্যক্তির মুখ হচ্ছে ক্লোজ শট। তা হতে পারে প্রধান অতিথির মুখ, আবার খুব সাধারণ কারো অসহায় মুখ। পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর খাতায় লেখার শটটিও ক্লোজ শট। ক্লোজ শটকে সংক্ষেপে CS বলে।

Extreme Close Up Shot সংক্ষেপে ECS

মানুষ বা প্রাণীর অভিব্যক্তি বোঝাতে আর জড় বস্তুর মধ্যে সত্য খুঁজে পেতে Extreme Close Up Shot ব্যবহার করা হয়। সাক্ষাৎকারের সময় Cut

www.pathagar.com

Away/ Insert হিসেবে ECS শট খুব যথার্থ হয়। টেবিলে রাখা অ্যাসট্রে বুঝিয়ে দেয় ব্যক্তি একজন ধূমপায়ী। সেখানে যদি জ্বলন্ত সিগারেট থাকে তাহলে প্রমাণ হয় তিনি ধূমপান করছিলেন। কপালের ভাঁজ বিরক্তি বুঝিয়ে দেয়। সেনা কর্মকর্তা বা পুলিশের র‍্যাঙ্ক বুঝিয়ে দেয় তার পরিচয়।

খুব ছোট বিষয়কে বড় করে তোলে ECS শট। পিঁপড়াকে হাতির মতো দেখানো যায়, মশার পা-কে মনে হয় থাম্বা। বানান অভিধানের বানান ভুল তুলে আনা যায় এ ধরনের শটের মাধ্যমে।

Over the Solder Shot সংক্ষেপে OS

মুখোমুখি দু'জনের একজনের কাঁধের ওপর দিয়ে আরেকজনের শট নেওয়াকে Over the Solder Shot বা OS Shot বলে। এ ধরনের একটি শটে দু'জনকেই তুলে ধরা যায়। সাক্ষাৎকার ভিত্তিক স্টোরিতে শটের একঘেয়েমি কাটাতে OS Shot বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। যে কোনো সংবাদে OS Shot কে মর্যাদার সাথে বিবেচনা করা হয়। সিঙ্ক/সট এর শুরু বা শেষে OS Shot ব্যবহার টিভি সাংবাদিকদের কাছে খুব জনপ্রিয়।

Single/Two/Three Shot

সাধারণভাবে পাশাপাশি বসা কয়েকজনের মধ্য থেকে দু'জনের শটকে Two Shot , তিনজনের শটকে Three Shot , আর একজনের শটকে Single Shot বলা হয়। এগুলো মিড ও ক্লোজ এর মাঝামাঝি ধরনের শট। আলোচনা, অনুষ্ঠান, সেমিনার ইত্যাদি জায়গায় অনেক আলোচক বা বিশিষ্ট জনদের মধ্য থেকে কয়েক জনকে বেছে নিতে এ ধরনের শট নেওয়া হয় ও ব্যবহার করা হয়।

Top Shot/ Bird's View

ঘটনাস্থলের আশপাশের কোনো উঁচু জায়গা থেকে তোলা শটকে Top Shot বলে। অনেকটা পাখির মতো উপর দিক থেকে দেখা হয় বলে এর আরেক নাম Bird's View Shot । উঁচু জায়গা থেকে তোলার কারণে অনেক শট এর মধ্যে

www.pathagar.com

নতুন মাত্রা যোগ হয়। পাশাপাশি এতে ঘটনাস্থলের বিশালত্ব, গুরুত্ব ও পরিব্যাপ্তি ফুটে ওঠে। অনেক সময় Establishment Shot হিসেবেও এই Top Shot ব্যবহার করা হয়। হেলিকপ্টার থেকে তোলা Top Shot কে অদেখা সৌন্দর্যের মতো মনে হয়।

Back Shot

Back Shot এর অর্থ হলো পেছনের ছবি। কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা জনসমষ্টির ছবি তুলতে তুলতে বিপরীত দিকে ঘুরে যাওয়ার ছবিকে বলা হয় Back Shot. র‍্যালি, মিছিলের শেষ শট হিসেবে Back Shot ব্যবহার করা হয়। সাক্ষাৎকার ভিত্তিক স্টোরিতে সাক্ষাৎকারদাতার চলে যাওয়ার দৃশ্যটা অনেকক্ষণ ধরে দেখানো হয়। Back Shot ব্যবহার করা হয় স্টোরির শেষ শট হিসেবে। চলে যেতে যেতে এক সময় দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।

Zoom In/ Zoom Out

যে শটে দূর থেকে অনুসরণ করে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর খুব কাছে আসা হয়, অর্থাৎ শট না কেটে লং শট থেকে ক্লোজ শটে আসাকে বলে Zoom In. দূর থেকে ব্যক্তি বা বস্তুর কাছে আসাকে বলে Zoom In. কোনো বস্তুর দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে যেতে Zoom In করা হয়।

বিপরীতভাবে যে শটে কাছের ব্যক্তি বা বস্তুকে অনুসরণ করতে করতে কোনো অসীমের মাঝে মিলিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ শট না কেটে ক্লোজ শট থেকে লং শটে চলে যাওয়াকে বলে Zoom Out. বস্তু বা ব্যক্তি থেকে দূরে সরে যাওয়াকে বলে Zoom Out. বিশালতার মধ্যে বস্তুর অবস্থান বোঝাতে বা বিশালতার মধ্যে ক্ষুদ্র বস্তুকে মিলিয়ে দিতে Zoom Out করা হয়।

Zoom করার সময় ক্যামেরার অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয় না। Zoom In করার সময় লেন্স Widen থেকে Tighten করা হয়, আর Zoom Out করার সময় লেন্স Tighten থেকে Widen করা হয়।

Panoramic Shot/Pan Shot

ক্যামেরার অবস্থান থেকে লেন্সকে ০ থেকে যে কোনো কৌণিক দূরত্বে বামে বা ডানে ঘুরিয়ে যেসব শট নেওয়া হয় তাকে বলা হয় Panoramic Shot বা Pan Shot. বড় কোনো জমায়েত, বিশাল কোনো এলাকা বোঝানোর জন্য যেখানে ওয়াইড বা লং শটেও বোঝানো সম্ভব হয় না সেখানে Pan Shot খুব কার্যকরী

www.pathagar.com

Shot. পাশাপাশি দুটি অনুষ্ঠানকে এক Shot নিয়ে আসতে Pan Shot ব্যবহার করা হয়।

Tilt Up/Tilt Down

Pan এর ক্ষেত্রে ক্যামেরা লেন্সের পরিবর্তন হয় আনুভূমিক। আর Tilt এর ক্ষেত্রে ক্যামেরার লেন্সের পরিবর্তন হবে অনুভূমিক অর্থাৎ উপর-নিচ।

যখন লেন্স উপর থেকে নিচে নামানো হয় তখন বলা হয় Tilt Down. বহুতল ভবন, দীর্ঘ মিছিল বা র‍্যালি, মানুষের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখানোর জন্য Tilt Down শট নেওয়া হয়।

উল্টোভাবে অর্থাৎ যখন লেন্স নিচ থেকে ওপরের দিকে ওঠানো হয় তখন বলা হয় Tilt Up. বাস টার্মিনাল, লঞ্চ ঘাট, রেল স্টেশনের লোক সমাগমসহ বাস-লঞ্চ-ট্রেন বোঝাই মানুষ দেখাতে Tilt Up শট নেওয়া হয়।

Tracking

কোনো চলমান ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে সাথে যদি ক্যামেরাও তাকে অনুসরণ করে সেই শটকে Tracking শট বলা হয়। অনেক সময় মিছিল বা র‍্যালিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে অনুসরণ করা হয়। অন্য একটি গাড়ি থেকে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি বহর অনুসরণও Tracking. আলোচিত কোনো বৈঠকের আগে সেখানে যোগ দিতে যাওয়া ব্যক্তিদের Tracking শট নেওয়া হয়। কারফিউ, জরুরি অবস্থার মতো পরিস্থিতি বোঝাতে শট ব্যবহারের নজির আছে। পিটিসিতে ট্র্যাকিং খুব বহুল ব্যবহৃত শট।

www.pathagar.com

Set Up Shot

সাক্ষাৎকারভিত্তিক স্টেরিতে সাক্ষাৎকারদাতার অবস্থান ও পারিপার্শ্বিকতা বোঝানোর জন্য প্রতিবেদকের সাথে Set Up Shot ব্যবহার করা হয়। সেট আপ শটে প্রতিবেদক ও সাক্ষাৎকারদাতা ছাড়াও পুরো সেটটি একবারে দেখা যায়। সেটের মধ্যে ইনসার্ট ও কাটঅ্যাওয়ে লুকিয়ে থাকে।

Jump Cuts

কোনো একজন ব্যক্তির একই অবস্থানের ছবি সম্পাদনার সময় মাঝখানের কোনো অংশ কেটে দুটি অংশ জোড়া দেবার সময় জোড়া দেবার জায়গায় অসামঞ্জস্যতা তৈরি হয়। ছবির মাঝখানে এই ধাক্কা লাগাকে বলা হয় Jump Cuts.

যেমন : যোগাযোগমন্ত্রী বলছেন–

'পদ্মা সেতুর কাজ শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই। অর্থ সংগ্রহের কাজ শেষ। আমরা এখন (এসময় টেলিফোন বেজে উঠল। মন্ত্রীঃ হ্যালো। হ্যাঁ পরে দাও। আমি সাংবাদিক ভাইদের সাথে কথা বলছি। আর দশ মিনিট। ওহ সরি। কী যেন বলছিলাম। আচ্ছা) এখন আমরা দরপত্রগুলো বাছাই করছি। কাকে কাজ দেওয়া যায়। বাছাই শেষ হলেই সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর করা হবে।'

www.pathagar.com

উপরের ব্রাকেট এর মাঝখানের কথাগুলোও টিভি ক্যামেরায় রেকর্ড হয়ে গেছে। সম্পাদনার সময় মাঝখানের এই শব্দগুলো বাদ পড়ে যাবে ফলে মন্ত্রীর দুই অবস্থান একসাথে জোড়া দিলে দর্শকের চোখ ধাক্কা খাবে। এই অবস্থাকে বলে Jump Cuts. মনে রাখতে হবে কোনো অবস্থাতেই Jump Cuts ছবি ব্যবহার করা যাবে না।

Cut Away/Insert

Jump Cuts এর কারণে দর্শকের চোখ যেন ধাক্কা না খায় সে জন্য জোড়া লাগানোর স্থানে একটি শট লাগানো হয়। এই শটকে বলা হয় Cut Away বা Insert.

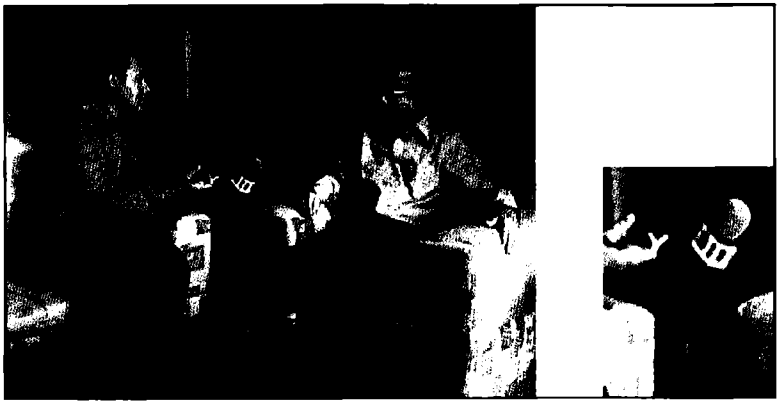

সেট আপ শট

ইনসার্ট বা কাটঅ্যাওয়ে

সাক্ষাৎকারদাতার সামনে তার চশমার বাক্স, টেবিলের ওপর টেলিফোন, পেছনের ওয়াল ম্যাট, সাংবাদিকদের ক্লোজ শট, তিনি যে বিষয়ে কথা বলছেন (পদ্মা সেতুর ডিজাইন) সে বিষয়ের শট ইত্যাদি শট জোড়া লাগানোর স্থানে ব্যবহার করা যেতে পারে।

Cut Away এবং Insert এর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। Cut Away হলো যেখানে কথা বলা হচ্ছে সেখানকার শট। অর্থাৎ মন্ত্রীর কক্ষের মধ্যে তখন যা কিছু ছিল তা সবই Cut Away. চশমার বাক্স, সাংবাদিকের মাথা নাড়ানো, পেছনের ছবি, বুক পকেটের কলম ইত্যাদি।

Insert হলো মন্ত্রী যে বিষয়ে কথা বলছেন সেই বিষয়ের ছবি। মন্ত্রী অর্থ সংগ্রহের কথা বলেছেন, বিশ্বব্যাংক বা জাইকা প্রতিনিধিদের সাথে মন্ত্রীর বৈঠকের স্টিল ছবি হতে পারে Insert. একইভাবে পদ্মা সেতুর ডিজাইন, দরপত্রের

www.pathagar.com

বিজ্ঞাপন, এ সংক্রান্ত কোনো সংবাদপত্রের কাটিং বা পদ্মা নদীর ভিডিও ফুটেজও হতে পারে Insert.

Reaction Shots

জনসভায় নেতার বক্তব্যে খুশি হয়ে কর্মীরা হাততালি দেয়, ফুটবল খেলায় গোল হলে দর্শকরা উল্লাসে ফেটে পড়ে, বিপক্ষ দলের কোচ-সমর্থকরা হতাশ ভঙ্গি করে এ সবই হচ্ছে Reaction Shot. সুতরাং নেতার বক্তব্যের সাথে সাথে কর্মীদের হাততালি ও ফুটবলে গোল হওয়ার সাথে সাথে দর্শকের উল্লাসের শট নিয়ে রাখতে হয়। কারণ একটি শটের সাথে আরেকটি শটের সম্পর্ক ওতপ্রোত।

Axis

সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় সাক্ষাৎকারদাতা ক্যামেরার বাম দিকে আছেন স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবেদকের অবস্থান হবে ক্যামেরার ডানদিকে, এই অবস্থানকে বলা হয় Axis. যখনই কোনো শটে প্রতিবেদককে ক্যামেরার বামে আর সাক্ষাৎকারদাতাকে ডানে দেখা যাবে তখনই Axis Cross হবে আর দর্শকের চোখ ধাক্কা খাবে। ক্যামেরাম্যানদের এমনভাবে শট নেওয়া উচিত যেন কোনো শট Axis Cross না করে।

Neutral Shot

যে শট কোনো একটি ঘটনার না হয়ে সার্বজনীন হয়ে ওঠে তাকে Neutral Shot বলে। একটি ঘটনা থেকে আরেকটি ঘটনায় যাবার সময় মাঝখানে Neutral Shot ব্যবহার করা হয়। দুটো সাক্ষাৎকারের মাঝখানে একটা কলমদানির ক্লোজ শট ব্যবহার হলো, এতে বোঝা গেল না কলমদানিটা আগের ঘটনার না পরের ঘটনার।

Shot Duration

একেকটি শট এর দৈর্ঘ্য কত হবে তার কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ক্ষেত্রে একটি শট ১৫/২০ সেকেন্ড থেকে এক/দেড় মিনিট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। তবে সাধারণ ভাবে টেলিভিশন সংবাদে ৩ থেকে ৫ সেকেন্ডের একেকটি শট ব্যবহার করা হয়। এরকম দৈর্ঘ্যের শট চোখকে ধাক্কা দেয়। সম্পাদনার সুবিধার জন্য ক্যামেরাম্যানদের ৫/৭ সেকেন্ডের একেকটি শট তোলা উচিত। জাতীয় শট শুরুর আগে ও শেষে তিন সেকেন্ড করে রাখা হয়।

www.pathagar.com

অনুশীলনী

১। ক্যামেরায় ছবি তোলার আগে এবং ছবি তোলার সময় কোন বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে?

২। Jump Cuts কী? Jump Cuts জোড়া লাগানোর জন্য কোন ধরনের Shot ব্যবহার করা হয় এবং কেন?

৩। কখন Zoom In/Zoom Out এবং Tilt Up/ Tilt Down করা হয়?

৪। Back Shot এবং Tracking shot কেন নেওয়া হয়?

৫। কোন Shot কে Establishment Shot বলা হয়? Neutral Shot কী?

৬। টিভি রিপোর্টের জন্য Shot এর দৈর্ঘ্য কেমন হওয়া উচিত?

www.pathagar.com

অধ্যায় ৮
স্পট রিপোর্টিং

ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রতিবেদকেই ঠিক করতে হয় কাজটি তিনি কীভাবে করবেন। একটি স্পটে বেশ কয়েকটি চ্যানেলের প্রতিবেদক আছেন, কিন্তু প্রত্যেকেই তার নিজের স্টাইলে তথ্য সংগ্রহ করেন, সাক্ষাৎকার নেন, পিটিসি দেন, স্ক্রিপ্ট লিখেন এবং প্যাকেজ তৈরি করেন। তবে অপেক্ষাকৃত নবীন প্রতিবেদকরা সিনিয়র প্রতিবেদকদের অনুসরণ করে থাকেন। আর সিনিয়ররা তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগান। ঘটনাস্থলে সবাইকে পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সেখানে প্রতিবেদকের সবচেয়ে বড় দক্ষতা হলো তিনি কত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

প্রত্যেক ঘটনারই ঘটনাস্থল থাকে। ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করাকে বলা হয় স্পট রিপোর্টিং। স্পট রিপোর্টিং তিন রকমের হয়।

১. ঘটনাধর্মী
২. বক্তব্যধর্মী
৩. আনুষ্ঠানিকতা নির্ভর

ঘটনাধর্মী প্রতিবেদন

সড়ক দুর্ঘটনা, সংঘর্ষ, হত্যা, ডাকাতি, ছিনতাই, অগ্নিসংযোগ, দখল-পাল্টা দখল, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, হরতাল, অবরোধ, মামলা, মামলার রায়, খেলাধুলা, শেয়ারবাজার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষিসহ ঘটতে থাকা সমাজের বেশিরভাগ ঘটনাই ঘটনাধর্মী।

ঘটনাধর্মী প্রতিবেদন করার সময় ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছে 5W & H বা বাংলায় ষড়-ক এর উত্তর জানার চেষ্টা করেন।

What– কী হয়েছে/ঘটেছে?

www.pathagar.com

Who- কে করেছে বা কারা জড়িত?
Where- কোথায় হয়েছে/ঘটেছে?
When- কখন হয়েছে/ ঘটেছে?
Why- কেন হলো/ঘটল?
How- কীভাবে হলো/ঘটল?

এই সাথে প্রতিবেদক খোঁজ নেন ব্যতিক্রমী কিছু হয়েছে কি না। প্রতিবেদকের ব্যতিক্রম তুলে আনার সক্ষমতা প্রমাণ করে তার দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা আর সংবাদের নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা।

যেমন: ১. প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনের অনুষ্ঠানেও পাঁচ মিনিট বিদ্যুৎ ছিল না

২. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযানের ঘোষণা দেন তখন সেখানে ছিলেন পুরস্কার ঘোষিত সন্ত্রাসী কানা বাবুল। যাকে গত ছ'মাস ধরে পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে না।

বক্তব্যধর্মী প্রতিবেদন

জনসভা, সেমিনার, সংবাদ সম্মেলন, আলোচনা অনুষ্ঠান, দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক, সৌজন্য সাক্ষাৎ, সংসদ অধিবেশন ইত্যাদি ঘটনায় প্রধান বিষয় থাকে কী বলা হলো।

এখানে প্রতিবেদকের অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে ওঠে:
Who- কে বলেছে?
What- কী বলেছে?
Where- কোথায় বলেছে?
When- কখন বলেছে?
Why- কেন বলেছে?
How -কীভাবে বলেছে বা কতটুকু বলেছে?

আনুষ্ঠানিকতা

কিছু প্রতিবেদন করা হয় যা কেবল আনুষ্ঠানিকতা, রাষ্ট্রপতি বা বিচারপতিদের শপথ, স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজ। দীর্ঘকাল ধরে এই ঘটনাগুলো একইভাবে ঘটছে। এর ব্যত্যয় হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এসব ঘটনা নিয়ম রক্ষার খাতিরে কাভার করতে হয়। তবে প্রতিবেদকের একটু মনোযোগ দিতে হবে এর ব্যতিক্রমের দিকে। যেমন রাষ্ট্রপতির শপথ দরবারে

www.pathagar.com

হলের বদলে বঙ্গভবনের মাঠে হলো, স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজে বিমান মহড়া না হওয়া, প্যারাসুট থেকে পড়ে কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা আহত, স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবকের সময় হার্ট অ্যাটাক জাতীয় ঘটনা ঘটলে তা কিন্তু অনেক বড় সংবাদের আকার নেয়।

ঘটনাস্থল কাভারের কিছু নিয়ম

এ অধ্যায়ে ঘটনাস্থলে ফুটেজ ধারণ ও তথ্য সংগ্রহের কিছু উপায় নিয়ে আলোচনা করব। বাস্তব পরিস্থিতি এখানে আলোচিত পরিস্থিতির চেয়ে কিছু ক্ষেত্রে আলাদা হতে পারে। তবে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী এবং যারা টিভি সাংবাদিকতায় আসতে চান বা নতুন এসেছেন তারা এই নিয়মগুলোকে টিপস বা পরামর্শ হিসেবে নিতে পারেন। যারা ইতিমধ্যেই টিভি সাংবাদিকতায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন অধ্যায়টি তাদেরকে পদ্ধতিগত টিভি সাংবাদিকতার স্বাদ দেবে।

অগ্নিকাণ্ড

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থলে যাবার আগে এর ব্যাপ্তি, দহন ক্ষমতা, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, নিহত-আহতের তথ্য ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা করা কঠিন। কতদূর থেকে ছবি তোলা যাবে আগুনের যতটা ভয়াবহতা ফুটেজ না পেলে তা প্রমাণ করা যাবে কিনা– এসব নিয়ে প্রতিবেদকের মনে সন্দেহ আসতে পারে। অগ্নিকাণ্ডের খবর যখনই স্টেশনে আসে তখনই প্রতিবেদককে ডেকে বলা হয়– ছুটে যান।

অগ্নিকাণ্ডের খবর শুনে হাঁটলে চলে না। যত দ্রুত সম্ভব স্টেশন থেকে বের হতে হয়। তবে এর মধ্যে দরকারি যন্ত্রপাতি নিতে ভুল করলে চলবে না।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রতিবেদক এবং ক্যামেরাম্যানকে এমন অবস্থান নিতে হবে যেন ছবি তোলার পাশাপশি দমকল কর্মীদের কাজের কোনো ব্যাঘাত না হয়। আর আগুন থেকে সব সময় নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হবে।

এবার কাজের পদ্ধতিগুলো লিখে নিই :

১. সবার আগে আগুনের শট নিন যত বেশি নেওয়া যায়।
২. আগুন ও দমকল কর্মীদের কাজের যত বেশি সম্ভব Wide Shot এবং Mid Shot নিতে হবে।
৩. আগুনে আক্রান্ত উদ্বিগ্ন মানুষ এবং দমকল বাহিনীর যন্ত্রপাতির Mid Shot এবং Close Shot নিতে হবে।

এটা যদি ছোট আকারের আগুন হয় তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। ধোঁয়ার মধ্যে দগ্ধ ও বিধ্বস্ত বাড়িঘর ও দরকারি কিছু শট নিয়ে

www.pathagar.com

প্রতিবেদক চলে আসতে পারেন। কারণ আগুন ছোট হলে উভ এর বেশি জায়গা না দেওয়া হতে পারে।

তবে আগুন যদি বড় ধরনের হয় তাহলে প্রতিবেদক ও ক্যামেরাম্যানকে আরও কিছু কাজ করতে হবে :

৪. অ্যাম্বুলেন্স, আহতদের উদ্ধার ও লাশ উদ্ধারের Wide Shot এবং Mid Shot নিন।

৫. সহায় সম্বল হারানো মানুষের আহাজারির এবং। আগুন যখন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসবে তখন তাদের কিছু ভক্সপপ নিয়ে নিতে হবে। কখন কীভাবে আগুনের সূত্রপাত, তারা তখন কী করছিলেন? দমকল কর্মীরা কখন এসেছেন? আগুন নেভানোর কী অবস্থা ইত্যাদি। ভক্সপপদাতাদের নাম পেশা লিখে নিতে হবে।

৬. আগুন লাগার কারণ, কতজন আহত -নিহত, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিয়ে দমকল বা দায়িত্বশীল কারো সিঙ্ক নিতে হবে। এসময় Cut Away নিতে ভুল করা যাবে না।

৭. উচ্চপদস্থ কেউ আগুন পরিদর্শনে এলে তার ফুটেজ নিন। সিঙ্ক নিতে ভুলবেন না। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তিনি কী করবেন তা জানতে চান।

৮. আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর দমকলের অনুমতি নিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারেন। ভেতরে গিয়ে ঘর, টাকা, জামাকাপড়, বাচ্চাদের খেলনা, গিটার, ফটোফ্রেম, ঘড়ি ইত্যাদির Close Shot নিতে হবে। এই শটগুলো স্টোরিকে অনেক বেশি আবেদনময় ও অর্থপূর্ণ করে তুলবে।

৯. এবার আপনি একটি জায়গা বেছে নিন যেখান থেকে পিটিসি দিলে দর্শক ঘটনাস্থল সম্পর্কে ধারণা পাবে। পিটিসি-তে কী বলবেন তা ঠিক করে নিন। পুড়ে যাওয়া বাচ্চার খেলনা বা পুড়ে যাওয়া গিটার হাতে নিয়েও পিটিসি শুরু করতে পারেন।

১০. আগুনে পুড়ে যাওয়া নিহত ও আহতদের সবশেষ পরিস্থিতি জানতে এবার আপনাকে ঘটনাস্থল ছেড়ে হাসপাতালে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে ডাক্তারের সিঙ্ক নিন। তার পরিচয় জেনে নিন। হাসপাতালের জিভি আর ওয়ার্ডের Long Shot নিতে ভুল করবেন না।

সড়ক দুর্ঘটনা

অগ্নিকাণ্ডের মতো সড়ক দুর্ঘটনার কথা শুনলেও প্রতিবেদককে দ্রুতবেগে বের হতে হয়। তারপরও প্রয়োজনীয় জিনিস নিতে ভুল করা যাবে না। মেঝেতে তেল

www.pathagar.com

জাতীয় কিছু পড়ে থাকতে পারে, তাতে পিছল খাওয়া যাবে না। আসলে আমি বলতে চাই তাড়াহুড়োর মধ্যেও সতর্ক থাকতে হবে।

১. দুর্ঘটনাস্থলের Wide Shot নিন। একটা দুটো Pan Shot শট নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে রাস্তা এবং রাস্তা থেকে ঘটনাস্থলকে লিঙ্ক করুন। প্রত্যক্ষদর্শী ও উৎসুক মানুষের Wide Shot /Mid Shot শট নিন।
২. বিধ্বস্ত যানবাহন আর যা যা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নানা এঙ্গেলে সেগুলোর Mid Shot ও Close Shot নিন।
৩. প্রত্যক্ষদর্শী,, পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স ও দমকলের গাড়ির Mid Shot নিন।
৪. নিহত-আহতদের Wide Shot এবং Mid Shot নিন।
৫. প্রত্যক্ষদর্শী, উদ্ধার হওয়া সুস্থ মানুষ ও পুলিশের সাক্ষাৎকার নিন। Cut Away নিতে ভুলবেন না।

সাধারণত প্রতিবেদকরা নিহত আহতের পরিচয়, কীভাবে ঘটনা ঘটল ইত্যাদি তথ্য নিয়ে থাকেন। তবে গাড়ির চালক তখন মদ্যপ ছিল কিনা বা সে আগে কখনো দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে কি না এই তথ্যগুলো জানার চেষ্টা করা যেতে পারে।

তবে দুর্ঘটনা কবলিত গুরুতর আহত যাকে স্ট্রেচারে করে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হচ্ছে তার কাছে কিছু জানতে না চাওয়া ভালো। অন্যরা মাইক ধরেছে, ধরুক। যার আগে চিকিৎসা জরুরি তাকে বিব্রত করা অসাংবাদিকতা। যে এখনো ঝুঁকির মধ্যে আছে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে সে অবস্থায় কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।

মনে রাখবেন স্টোরি সম্পাদনার সময় রক্তাক্ত ছবি, থেতলানো চেহারা দেখানো যাবে না। এ বিষয়ে প্রত্যেক টিভি চ্যানেলের নিজস্ব নীতিমালা আছে। এজন্য ছবি তোলার সময় দূর থেকে তোলা উচিত অথবা সম্পাদনার সময় ঝাপসা করে দিতে হবে। কারণ যখন বুলেটিন চলছে তখন একটি পরিবারে সবাই হয়ত ডিনারে বসে টিভি দেখছেন।

অপরাধ

যে কোনো দেশে, যে কোনো সমাজে অপরাধ ঘটতে পারে। আমাদের দেশে হরহামেশাই নানা অপরাধ ঘটনা ঘটে। আর অপরাধ সংবাদের দিকে দর্শকদেরও আলাদা আগ্রহ থাকে। মানুষ আসলে অপরাধী ও অপরাধের ধরন সম্পর্কে খুব কৌতূহলী।

যে কোনো অপরাধ ঘটনা ঘটার পর তা পুলিশের কাজের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। এর সাথে জড়িতদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব পড়ে পুলিশের ওপর। ফলে কোনো ঘটনার আলামত যেন নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য এ ধরনের ঘটনাস্থলে

www.pathagar.com

পুলিশের অনুমতি নিয়েই কাজ করতে হয়। পুলিশ অনেক সময় চায় না যে কোনো বড় তথ্য লোকজন জেনে যাক। এতে অপরাধীরা সতর্ক হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে পুলিশকে সাহায্য করা উচিত।

১. অপরাধ ঘটনা সবসময় Second Hand তথ্য হিসেবে সংগ্রহ করবেন। নিজে থেকে আন্দাজ বা ধারণা করবেন না। বলবেন পুলিশের ধারণা, আত্মীয়দের ধারণা ইত্যাদি।
২. ঘটনাস্থলের উপস্থিত মানুষের ভিকটিমের Wide Shot /Mid Shot নিন।
৩. ভিকটিমের কোনো স্টিল ছবি বা ফটোফ্রেম থাকলে অবশ্যই তার Mid Shot ও Close Shot নিন।
৪. পুলিশের কাজের Mid Shot ও Close Shot নিন।
৫. প্রত্যক্ষদর্শী বা আত্মীয় স্বজনের সাক্ষাৎকার নিন।
৬. ঘটনাস্থল পিছনে রেখে পুলিশ বা গোয়েন্দা কর্মকর্তার সিঙ্ক নিন।
৭. ঘটনাটি হত্যাকাণ্ড হলে লাশের ছবি নিন।

লাশ মেঝেতে পড়ে থাকার চেয়ে স্ট্রেচারে করে মর্গে বা অন্য কোথাও নেওয়া হচ্ছে এমন ছবি টিভির জন্য বেশি গ্রহণযোগ্য। রক্তাক্ত, ঝলসানো বা থেতলে যাওয়া শরীর বা মুখের শট নেওয়া যাবে না। দরকার হলে Wide Shot নিয়ে নিন।

হত্যাকাণ্ড ঘটনা কাভার করতে গিয়ে যাকে হত্যা করে হয়েছে তার স্টিল ছবি পেলে অবশ্যই তার ছবি তুলুন। সম্ভব হলে স্টিল ছবিটি নিয়ে আসুন। বিশ্বজুড়ে হত্যাকাণ্ডের স্টোরি সাধারণত স্টিল ছবি দিয়ে শুরু করা হয়। ওই ছবিটির কারণে স্টোরিটি তৈরির সময় আপনাকে হত্যার ঘটনায় প্রবেশ করা সহজ হবে। অভিযুক্ত অপরাধীদের স্টিল ছবি পেলে নিয়ে আসুন। এতে ফলোআপ প্রতিবেদন তৈরির সময় আপনার কাজে লাগতে পারে।

মনে রাখুন অপরাধ ঘটনার ফলোআপ হওয়া জরুরি। ২-৩ দিনের মধ্যে যদি অপরাধীরা ধরা না পড়ার খবর পান তবে প্রতি সপ্তাহে পুলিশকে ফোন করে কাজের অগ্রগতি জেনে নিন। এভাবে হয়ত আপনি কোনদিন Scoop/ Exclusive Story পেয়ে যাবেন।

সেমিনার

প্রতিদিন নানা বিষয়ে সেমিনার থাকে। তবে সব সেমিনারের অ্যাসাইনমেন্ট কিন্তু দেওয়া হয় না। সেমিনার কাভার করা হয় অতিথি ও সেমিনারের বিষয়বস্তু বিবেচনা করে। অ্যাসাইনমেন্টে গিয়েও কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে। অতিথি

www.pathagar.com

নির্ভর হলে নির্দিষ্ট ওই অতিথি যা বলবেন তাই সংবাদ। আর বিষয়বস্তু নির্ভর হলে পুরো আলোচনা আপনাকে শুনতে হবে এবং মোটামুটি একটি কমন (সাধারণ) বক্তব্য বা কমন বিরোধের বিষয়টি খুঁজে বের করতে হবে।

১. সেমিনার হলরুমের Wide Shot, Mid Shot মঞ্চের অতিথিদের Two Shot/Three Shot প্রধান অতিথিকে মাঝখানে রেখে Three Shot এবং তার Close Shot নিন।
২. দর্শকদের কিছু Mid Shot নিন। দেখতে ভালো লাগে এমন কিছু দর্শকের Two Shot/Three Shot নিন।
৩. সব বক্তার বক্তব্য রাখার সময়ের Close Shot নিন।
৪. যেসব বক্তার বক্তব্য আপনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে ধারণ করছেন তাদের Mid Shot বা Three Shot নিন।
৫. বক্তব্য ধারণের সময় তাদের ছবি Close Shot এ রাখুন।
৬. মাঝে মাঝে দর্শক-শ্রোতাদের Reaction Shot নিন।
৭. মাঝখানে সুযোগ মতো কিছু Mid Shot ও Cut Away নিয়ে নিন। যা স্টোরির জন্য দরকার হবে।
৮. সেমিনার শেষে সবার উঠে দাঁড়ানোর বা বেরিয়ে যাবার Long Shot নিন।
৯. সেমিনারের বাইরের জিভি নিতে ভুলবেন না।

সংবাদ সম্মেলন

সংবাদ সম্মেলন সাধারণত ছোট পরিসরে আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনের তারিখ ও সময় যেহেতু আগেই জানিয়ে দেওয়া হয় তাই নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই পৌঁছানোর চেষ্টা করুন। এতে করে মঞ্চের টেবিল বা ডায়াসের ওপর স্ট্যান্ডসহ মাইক্রোফোন রাখার কাজটি সম্মেলন শুরুর আগেই করে রাখতে পারেন। সংবাদ সম্মেলন শুরু হলে ক্যামেরা নড়াচড়া করার খুব বেশি সুযোগ থাকে না আর শেষ হলে কেউ স্থির হয়ে বসে থাকতেও চান না। তাই দরকারি Shot ও Cut Away আগেই নিয়ে ফেলা ভালো।

১. সংবাদ সম্মেলন স্থলে আয়োজকরা মঞ্চে আসন নেবার আগেই প্রতিবেদকদের শট, ক্যামেরাম্যানদের শট, জরুরি Cut Away নিয়ে নিতে হবে। মঞ্চে স্ট্যান্ডসহ মাইক্রোফোন বসিয়ে কেবলের শেষ মাথাটা ক্যামেরাম্যানের হাতে বুঝিয়ে দিন।
২. ট্রাইপডের ওপর ক্যামেরা রেখে আয়োজকদের হেঁটে আসা থেকে ও মঞ্চে বসা পর্যন্ত টানা অনুসরণ করুন।

www.pathagar.com

৩. এবার দরকার মতো Wide Shot/Mid Shot নিয়ে নিন। মঞ্চের সকলের Two Shot, Three Shot এইভাবে ছবি নিন। মূল বক্তার Close Shot নিন।

৪. যদি সুযোগ পাওয়া যায় মঞ্চের পেছনে গিয়ে আয়োজকদেরসহ Wide Shot ও দর্শকদের Mid Shot নিন।

৫. যার বক্তব্য রেকর্ড করবেন সে সময় Mid Shot এ রাখুন।

৬. প্রশ্নোত্তরের সময় প্রতিবেদকদের এবং যে প্রতিবেদক প্রশ্ন করছেন তার নিন।

৭. ফাঁকে ফাঁকে Reaction Shot ও Cut Away নিন।

৮. সংবাদ সম্মেলন শেষ হলে ক্যামেরা ট্রাইপডে রেখে আয়োজকদের চলে যাওয়া পর্যন্ত অনুসরণ করুন।

আপনার মনে হতে পারে অনেক শট নেওয়া হয়েছে। কিন্তু মনে রাখুন টিভি সাংবাদিকতায় সবসময় যে নিয়মটি মেনে চলবেন তা হচ্ছে

Shoot the tape first and decide later that how much you use. অর্থাৎ– প্রথমে ছবি তুলতে থাকুন কতটুকু ব্যবহার করবেন তা পরে ভাবুন ।

জনসভা

জনসভায় অনেক মানুষের সমাগম হয়। বড় ময়দানে এর আয়োজন করা হয়। অনেক বক্তা বক্তব্য রাখেন। জনসভার স্টোরি সাধারণত প্যাকেজ করা হয়। এজন্য নানা ধরনের Shot এর দরকার হয়। জনসভার ফুটেজে যতবেশি ধরনের দর্শক Shot থাকে ততবেশি সুন্দর হয়।

১. জনসভাস্থলে পৌঁছে এমন একটা জায়গা বেছে নিন যেখান থেকে পুরো জনসভাস্থলের ছবি পাওয়া যায়। সেখান থেকে Pan, Wide এবং Mid Shot নিন। দর্শকের বেশ কিছু Wide এবং Mid Shot নিন।

২. এবার জনসভাস্থলের মাঝখানে আসুন। সেখান থেকে মঞ্চের শট নিন। বেশ কিছু দর্শক শট নিন যেখানে তাদের Wide , Mid , Close Shot থাকবে।

৩. মঞ্চের কাছাকাছি আসুন। অতিথিদের Mid ও Close Shot নিন। প্রধান ও বিশেষ অতিথির Close Shot নিন।

৪. সব বক্তার একটা করে Close Shot নিন। গুরুত্বপূর্ণ বক্তাদের Mid Shot নিন।

৫. যার বক্তব্য দরকার তাদের বক্তব্য রেকর্ড করুন।

www.pathagar.com

৬. এর ফাঁকে ফাঁকে দর্শকদের Reaction Shot ও Cut Away নিয়ে রাখুন। (হাততালি, হৈ হৈ ইত্যাদি শট)
৭. প্রধান অতিথির বক্তব্যের পর মাঠ খালি হয়ে যাবে তাই পিটিসি দিতে চাইলে আগেই দিয়ে নিন।
৮. প্রধান অতিথির বক্তব্যের শুরুতে তারও Mid Shot নিয়ে নিন। বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো রেকর্ড করুন।
৯. বক্তাদের নাম ও তাদের গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো নোটবুকে লিখে রাখুন।
১০. জনসভাস্থলে কোনো বিশৃঙ্খলা, হট্টগোল, অসন্তোষ বা অন্য কোনো ব্যতিক্রমী চিত্র দেখলে অবশ্যই তার ছবি তুলুন। কারণ হয়ত দেখা যাবে ওই ছবিটিই আপনার স্টোরির বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

অনুশীলনী

১। অপরাধ ঘটনাস্থলে আপনি কীভাবে কাজ করবেন? হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় কেন স্টিল ছবি টিভি প্রতিবেদকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে?
২। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা কাভার করতে গিয়ে ধারণ করা পুড়ে যাওয়া খেলনা বা গিটারের ছবি কী অর্থ বোঝায়?
৩। দুর্ঘটনা, দুর্যোগ বা হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনায় রক্তাক্ত ছবি তোলার সময় কী ধরনের সতর্কতা নেওয়া উচিত?
৪। আনুষ্ঠানিকতা নির্ভর ঘটনা কাভারের সময় কোন দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে?
৫। সেমিনার ও সংবাদ সম্মেলন কাভার করার মিল ও অমিলগুলো বের করুন।
৬। পুরনো ঢাকার একটি বাড়িতে বিষাক্ত মদ পান করে ৩ জন ঘটনাস্থলেই মারা গেছে, বাকি ৬ জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। আপনাকে ঘটনা কাভার করতে বলা হলো। অফিস থেকে বের হবার সময় থেকে অফিসে ফেরা পর্যন্ত আপনি কীভাবে কাজ করবেন?

www.pathagar.com

অধ্যায় ৯
সাক্ষাৎকার

একজন মানুষ সবকিছু জানে না। আবার সবাই কিছু কিছু জানে। সবার এই কিছু কিছু জানা মিলে তৈরি হয় জ্ঞানের রাজ্য। জ্ঞানের মহাবিশ্বও বলা যায়।

সাক্ষাৎকার শব্দটি সাক্ষাৎ শব্দের লম্বা রূপ। সাক্ষ্য থেকে এ শব্দটি বিস্তার লাভ করেছে। কোনো ঘটনার সাক্ষী যা বলেন বা সাক্ষ্য দেন সেটাই সাক্ষাৎকার।

এই সাক্ষাৎকার শব্দের সাথে সাংবাদিকতার গভীর সম্পর্ক। কারণ তথ্য ছাড়া সংবাদ হয় না। সাক্ষাৎকার ছাড়া তথ্য পাওয়ার পথও কম। সব মিলিয়ে সাক্ষাৎকার ছাড়া সংবাদ তৈরির উপায়ও নেই।

আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা সিঙ্ক/শট/সাউন্ডবাইট ও ভক্সপপ নিয়ে আলোচনা করেছি। এগুলো সবই সাক্ষাৎকারের অংশ।

দেড় মিনিট বা দু'মিনিটের একটি প্যাকেজের জন্য ৩০ সেকেন্ড সিঙ্ক/শট এবং ২০ সেকেন্ড ভক্সপপ এর বেশি ব্যবহার করার সুযোগ নেই। তবে সিঙ্ক/শট/ভক্সপপ টিভি সংবাদ প্যাকেজে কার্যকরভাবে ব্যবহারের জন্য টিভি সাংবাদিকতায় সাক্ষাৎকার নিতে হয় খুবই সচেতনতা ও দক্ষতার সাথে।

সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য

- প্রতিবেদনকে তথ্যবহুল, দায়হীন, বস্তুনিষ্ঠ, গ্রহণযোগ্য ও সর্বোপরি প্রাণবন্ত করে তুলতে সাক্ষাৎকারের কোনো বিকল্প নেই।
- টিভি সাংবাদিকতায় কাগজপত্রে পাওয়া তথ্য যাচাই, সমর্থন বা সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য সাক্ষাৎকারের দরকার হয়।
- ঘটনা বা প্রতিবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঘটনা সম্পর্কে অভিযোগকারীদের বক্তব্য তুলে ধরা হয় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে।
- এর মাধ্যমে কোনো ঘটনার পূর্বাভাস বা সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে আগাম তথ্য জানা যায়।

www.pathagar.com

- জটিল বা বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে বিশিষ্টজন, বিশেষজ্ঞ, গবেষক বা বিতর্কে জড়িত দু'পক্ষের মতামত দরকার হয়।
- সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবন-যাপন, আদর্শ ও তাদের অভিজ্ঞতার সাথে সাধারণ মানুষের পরিচয় হয়, গণমাধ্যমের সাক্ষাৎকার থেকে।
- জীবনযাত্রার সমস্যা, আশংকা ও সম্ভাবনাকে বাস্তবতার আলোকে একজন মানুষ সমাজের নানা শ্রেণী পেশার মানুষের প্রকাশিত বা প্রচারিত সাক্ষাৎকার থেকে সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টা করেন।
- একটি সমাজ, জনপদ, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের পরিচয়, আকাঙ্ক্ষা, পরিকল্পনার কথা অন্য সমাজ রাষ্ট্রের কাছে পৌঁছানোর বড় উপায় সাক্ষাৎকার।

নানা ধরনের সাক্ষাৎকার

Spot Interview বা ঘটনাস্থল সাক্ষাৎকার

যখনই ঘটনা তখনই সাক্ষাৎকার। টিভি সাংবাদিকতায় প্রতিদিনের প্রতিবেদন তৈরি, সমৃদ্ধ, সমর্থন বা সত্যতা নিশ্চিতের জন্য ঘটনাস্থলেই যেসব সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তা Spot Interview নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

সংঘর্ষ, সড়ক দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ডসহ সাধারণ যে কোনো ঘটনা জানার জন্য এ ধরনের সাক্ষৎকার নেওয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শী, ঘটনার সাথে জড়িত বা জড়িত সন্দেহভাজন ব্যক্তি, দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার এর মধ্যে পড়ে।

এ ধরনের ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে জানতে চাওয়া হয় কখন কীভাবে ঘটনা ঘটেছে? ঘটনার সাথে জড়িতদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয় কী ঘটেছে, কী হয়েছে, কেন একাজ করলেন, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত, আপনি এখন কী করবেন– ইত্যাদি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কাছে প্রশ্ন থাকে এ ব্যাপারে আপনারা কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

প্রশ্ন: আপনি কি বাসটিকে পড়ে যেতে দেখেছেন?

প্রত্যক্ষদর্শীর উত্তর: হ্যাঁ।

এরকম উত্তর দিয়ে টিভি সাংবাদিকের কাজ হবে না। তাই প্রশ্ন হতে হবে বুদ্ধিদীপ্ত। যাতে এক প্রশ্নেই অনেক কথা বেরিয়ে আসে।

প্রশ্ন করুন: বলুন তো বাসটি কীভাবে পড়ে গেল?

Deadline Interview বা সংবাদের জন্য দ্রুত সাক্ষাৎকার

টিভি সাংবাদিকরা এ ধরনের সাক্ষাৎকারই বেশি নিয়ে থাকেন। কারণ তাকে প্রতিবেদনটিকে সাক্ষাৎকার ও তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করতে হয়। একদিকে মন্ত্রীর বক্তব্য ছাড়া স্টোরি অসম্পূর্ণ থেকে যায় অন্যদিকে যত দ্রুত সম্ভব বক্তব্য নিয়ে স্টেশনে ফিরে নির্দিষ্ট বুলেটিনে প্যাকেজ ধরানোর তাড়া-– এ দুয়ে মিলে তৈরি হয় Deadline Interview.

অর্থাৎ নিদিষ্ট একটি বুলেটিনকে সামনে রেখে কোনো ঘটনা ওই বুলেটিনে স্থান দেওয়ার জন্য যেসব সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তাকে বলা হয় Deadline Interview. প্রতিবেদককে খুব দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে যোগাযোগ করে বা সাক্ষাৎকারদাতাকে যেখানে পাওয়া যাবে তাড়াহুড়ো করে সেখানে যেতে হয় এজন্য একে Quicke বা দ্রুততম সাক্ষাৎকারও বলা হয়।

হঠাৎ সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান গেল সরকার তেলের দাম বাড়িয়েছে, সাথে সাথেই জ্বালানি মন্ত্রী বা সচিব এবং দাম বাড়ার প্রভাব নিয়ে বিশেষজ্ঞের কাছে মতামতের জন্য ছুটে গিয়ে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। একে বলে Deadline Interview.

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কোনো তথ্য জানা দরকার। মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী নেই। জানা গেল তিনি আগারগাঁওয়ের এক স্কুলে আছেন। সেখানকার অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষামন্ত্রীর যে সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে, তাকে বলা হবে Deadline Interview.

www.pathagar.com

সেমিনার বা গোলটেবিল বৈঠকে বিশিষ্ট কোনো একজন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলেছেন। সেমিনারে তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা টিভি সংবাদে শট আকারে দেওয়া সম্ভব নয়। বিষয়টি সেমিনার শেষে সংক্ষিপ্ত আকারে ওই বক্তার কাছ থেকে জানার জন্য সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। আবার কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে সাথে সাথে তাকে খুঁজে বের করে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এসবই হচ্ছে Deadline Interview এর উদাহরণ।

Deadline Interview নেওয়ার কিছু পরামর্শ

- এ ধরনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ কম। তারপরও যে বিষয়ে প্রশ্ন করবেন তা ভালোভাবে জেনে যান। প্রশ্ন করার সময় নিজের জ্ঞান জাহির করার দরকার নেই। আপনি যা জেনেছেন, সেটুকু নিয়েই প্রশ্ন করুন।
- অবশ্যই প্রশ্ন করার আগে সহকর্মীদের কাছ থেকে জেনে নিন, আপনার কাছে সর্বশেষ তথ্য আছে কি না। আপনি এমন একটি প্রশ্ন করলেন যার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়ে গেছে, এমন হলে সবার মাঝে আপনাকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে।
- সবসময় মনে করবেন সাক্ষাৎকারদাতা আপনার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান তাই একটি বিষয়ের মধ্যে থাকার চেষ্টা করুন। তা না হলে সাক্ষাৎকারদাতার কাছ থেকে দরকারি উত্তর নাও পেতে পারেন।
- প্রশ্ন ভুলে যেতে পারেন, তাই যখনই মনে প্রশ্ন আসে নোটবুকে লিখে রাখুন। সম্ভব হলে সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় নোটবুক বা কাগজটি হাতে রাখুন।
- মনে রাখবেন আপনার প্যাকেজের সময় খুবই কম। তাই এমন প্রশ্ন করবেন না যাতে সাক্ষাৎকারদাতা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলার সুযোগ পেয়ে যান। এতে সিঙ্ক বড় হয়ে যাবে আপনি টেলিভিশনের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন না।
- খুব দরকার না হলে কখনোই সাক্ষাৎকারদাতাকে ইন্টার‍্যাপ্ট করবেন না (থামিয়ে উল্টো প্রশ্ন করা)। তবে বিষয়টি সংক্ষিপ্ত করার জন্য সহযোগিতা করতে পারেন।
- ঠিক আছে দেখব, হ্যাঁ-না--এ জাতীয় উত্তর পুরোপুরি নেওয়ার জন্য আবারো প্রশ্ন করুন।

www.pathagar.com

Planned Interview বা পরিকল্পিত সাক্ষাৎকার

বিশেষ প্রতিবেদন, পরিকল্পিত প্রতিবেদন বা সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরির আগে খুব গুছিয়ে বিশেষজ্ঞ বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সময় নিয়ে যথাযথ প্রস্তুতির সাথে একসাথে অনেক তথ্য জানার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করে এই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়, তাই একে বলা হয় Planned Interview বা পরিকল্পিত সাক্ষাৎকার। অনেক সময় সাক্ষাৎকারদাতাকে এজন্য সম্মানী দেওয়া হয়। আমাদের দেশে এই প্রচলন নেই বললেই চলে। তবে পশ্চিমা বিশ্বে বিশেষজ্ঞদের মতামত বা তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়ে চুক্তি করতে হয়। এ ধরনের সাক্ষাৎকারদাতার কাছে সাক্ষাৎকার নিতে যাওয়ার আগে প্রতিবেদককে গবেষণা ও দরকারি বেশকিছু প্রস্তুতি নিতে হয়। আগেই প্রশ্নমালা ঠিক করে রাখা হয় এবং প্রশ্নমালা ও বিষয় সম্পর্কে সাক্ষাৎকারদাতাকে সংক্ষিপ্তভাবে জানানো হয়।

সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে প্রতিবেদকের প্রস্তুতি

ক. রিপোর্টের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সাক্ষাৎকারদাতা নির্বাচন করা হয়। তাদের সাথে যোগাযোগ করে সময় ও স্থান জেনে নিতে হয়। একজন কোনো কারণে রাজি না হলে একই বিষয়ে আরেকজন ব্যক্তি নির্বাচন করা হয়। কী বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে তাও জানানো হয় যেন সাক্ষাৎকারদাতারও সংক্ষিপ্ত প্রস্তুতি থাকে।

খ. প্রশ্ন করার জন্য গবেষণা করা উচিত। সাক্ষাৎকারদাতার জীবনযাপন, কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা নেওয়া ও সম্ভাব্য প্রশ্নমালা তৈরি থাকা উচিত। এক্ষেত্রে বই, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও ইন্টারনেটের সাহায্য নিতে হবে।

গ. দরকারি নোটবই, কাগজ, কলম, নিজের চুল-দাড়ি-পোশাক সবকিছু ঠিক ও মার্জিত আছে কি না তা খেয়াল রাখতে হবে।

ঘ. বিশেষ রিপোর্টের জন্য সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে যতটা সম্ভব খসড়া স্ক্রিপ্ট লিখে ফেলা ভালো। এতে আপনি বুঝতে পারবেন কোন কোন অংশ আপনার কীভাবে প্রমাণ করতে হবে। সে অনুযায়ী প্রশ্ন করলে সাক্ষাৎকারটি বেশি কাজে লাগবে।

www.pathagar.com

সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় করণীয়

ক. যথাসময়ে সাক্ষাৎকারদাতার কাছে পৌছাতে হবে। পথে কোনো কারণে আটকে গেলে বা দেরি হলে সাথে সাথে ফোন করে জানান যে আপনার দেরি হচ্ছে।

খ. সাক্ষাৎকারের জন্য সেট সাজিয়ে নিন। অতিথি কোথায় বসবেন, প্রতিবেদক কোথায় বসবেন, ক্যামেরা কোথায় থাকবে, কীভাবে মুভ করবে, ক্যামেরার সামনে কী কী থাকবে, কোন আলোতে ভালো হবে তা ঠিক করে নিন। সম্ভব হলে অতিথির সাথে বিষয়গুলো আলোচনা করে নিন।

গ. আলো এবং ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য ঘরের কোনো পরিবর্তন করতে চাইলে অবশ্যই অনুমতি নিন। কাজ শেষ হলে অতিথিকে বিনীতভাবে বসতে বলুন। আপনি পরে বসুন। সাক্ষাৎকারদাতার বিশেষ কোনো চাহিদা থাকলে মন দিয়ে শুনুন।

ঘ. সাক্ষাৎকারদাতা প্রস্তুত কিনা জেনে নিন। প্রথমে পরিবেশ হালকা করে নিন। সাধারণ যে কোনো বিষয় দিয়ে আলোচনা শুরু করুন। এই ফাঁকে ক্যামেরাম্যানকে Setup Shot/ Establishment Shot নিতে বলুন। দরকারি Cutways/Insert নিতে বলতে পারেন।

ঙ. এবার আলোচনায় আসি--– এভাবে মূল প্রশ্ন করা শুরু করুন। সরাসরি প্রশ্ন না করে তাকে বেশি বলতে দিন। এতে অনেক অজানা বিষয় বেরিয়ে আসবে।

চ. প্রতিক্রিয়ামূলক প্রশ্ন করে সাক্ষাৎকারকে এগিয়ে নিন-- ও আচ্ছা, তাই নাকি? তারপর কী হলো? আপনি কী করলেন?

ছ. হ্যাঁ বা না দিয়ে উত্তর দেওয়া যায় এমন প্রশ্ন এড়াতে চেষ্টা করুন। কখনোই যেন মনে না হয় যে আপনি তাঁকে জেরা করছেন।

জ. সাক্ষাৎকারদাতাকে এমনভাবে প্রশ্ন করুন যেন তিনি মনে করেন আপনি তার পক্ষের লোক। আপনার মাধ্যমে তার ক্ষতি হবার কোনো আশংকা নেই। অতিথির আস্থা অর্জন করুন, অনেক বেশি অপ্রত্যাশিত তথ্য পাবেন।

ঝ. সাক্ষাৎকারদাতার উত্তরের সাথে একমত বা দ্বিমত পোষণ করা যাবে না। প্রতিবাদ করা যাবে না। উল্টো মতামত জানতে কৌশল অবলম্বন করুন। আপনি এভাবে বলছেন কিন্তু অনেকেই যে অন্য কথা বলছে--

www.pathagar.com

ঞ. কোনো বিষয়ে সাক্ষাৎকারদাতা অস্বস্তি বোধ করলে তার অস্বস্তি দূর করুন। বলুন– 'আমাকে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন, কারো বিশ্বাসের অমর্যাদা আমি করব না।'

ট. সাক্ষাৎকারদাতা কোনো কাগজ বা বই পত্র দিতে চাইলে আগ্রহ সহকারে নিয়ে নিন। দরকারি কাগজপত্র চেয়ে নিন।

ঠ. কোনো বিষয় বুঝতে না পারলে বিনয়ের সাথে বুঝে নিন।

ড. এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি---এভাবে প্রসঙ্গ বদলান। শেষের আগে বলুন, এবার শেষ একটা বিষয়ে জানতে চাই---এতে সাক্ষাৎকারদাতা স্বস্তি পেয়ে মন খুলে কথা বলতে পারবেন।

ঢ. সাক্ষাৎকার শেষের পর সাক্ষাৎকারদাতা ----এই কথাটা বলা দরকার--- এভাবে জানালে তা রেকর্ড করুন। হয়ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি তার মাঝেই লুকিয়ে আছে।

ভালো শ্রোতা হোন

ক. ভালো সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য ভালো শ্রোতা হওয়া জরুরি। এমনভাবে শুনুন যেন তার মনে হয় আপনি তার সব কথা বিশ্বাস করছেন। মন দিয়ে না শুনলে পাল্টা প্রশ্ন করতে সুবিধা হবে।

খ. মনে মনে বিরক্ত হলেও কপালে বা চোখে তা ফুটিয়ে তুলবেন না। সাক্ষাৎকারদাতার মানসিক অবস্থার সাথে একাত্ম হোন। তিনি হাসিমুখে কথা বললে আপনি হাসিমুখে থাকুন তার মন খারাপ থাকলে সমব্যথী হওয়ার চেষ্টা করুন।

গ. ফাঁকে ফাঁকে নোট নিন। এতে যেমন সাক্ষাৎকারটি মনে রাখতে সুবিধা হয় তেমনি সাক্ষাৎকারদাতা মনে করেন যে তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন। এতে তিনি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবেন এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে দিতে পারেন।

ঘ. সাক্ষাৎকারদাতার সাথে মাথা নাড়ুন। যত খুশি কথা বলতে দিন। প্রশ্ন করার আগে এক পলকে প্রশ্ন দেখে নিয়ে আবার চোখে চোখ রাখুন।

ঙ. সাক্ষাৎকার শেষ হবার পর তিনি যদি প্রেসিডেন্ট বা বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে তার ছবি বা স্মৃতি চিহ্ন দেখাতে চান, দেখতে থাকুন এতে হয়ত তার সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য পেতে পারেন।

www.pathagar.com

Planned Interview এর ছবি

Planned Interview বা পরিকল্পিত সাক্ষাৎকার এর জন্য যথাযথ এবং বিভিন্ন এঙ্গেলে ছবি রাখা ও শব্দ ধারণ নিখুঁত হওয়া জরুরি

সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিনা রাইসের এ ধরনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে

Setup Shot

প্যাকেজে সাক্ষাৎকার অংশে আসা হয় সাধারণত Setup Shot দিয়ে। প্রথম শটে সাধারণত কামরার পরিবেশ, অবস্থান জানানোর পাশাপাশি প্রতিবেদক ও সাক্ষাৎকারদাতাকে কথা বলা অবস্থায় দেখানো হয়। তাদের দুজন একই সমতলে থাকবেন এবং তাদের চোখের উচ্চতাও প্রায় একই রকম থাকবে। সাধারণত প্রতিবেদক কথা বলছেন বা প্রশ্ন করছেন এমন শটই Setup Shot হিসেবে বেশি গ্রহণযোগ্য।

বেশকিছু এঙ্গেল থেকে Setup Shot নেওয়া থাকলে ভালো হয়। এতে ভিডিও সম্পাদনার সময় শট ব্যবহারের বৈচিত্র্য দেখানো যায়। প্রতিবেদকের ভয়েস ওভার দেওয়ার মতো যেন যথেষ্ট শট থাকে ক্যামেরাম্যানকে তা খেয়াল রাখতে হবে। তা না হলে শট কম পড়ার আশংকা থাকে। এজন্য যথেষ্ট পরিমাণ Setup Shot থাকা দরকার।

Close up Shot

সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে বা পরে প্রতিবেদক ও সাক্ষাৎকারদাতার একাধিক Close up Shot নিয়ে রাখা দরকার। এ সময় সাক্ষাৎকারদাতার চোখ থাকবে

www.pathagar.com

রিপোর্টারের চোখের দিকে, ক্যামেরার লেন্সে নয়। ক্যামেরাম্যানকে খেয়াল রাখতে হবে যেন: সাক্ষাৎকারদাতার চোখ ক্যামেরার বামে, প্রতিবেদকের চোখ ক্যামেরার ডানে একইভাবে সাক্ষাৎকারদাতার চোখ ক্যামেরার ডানে, প্রতিবেদকের চোখ ক্যামেরার বামে থাকে।

Cut aways/Inserts

সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় Cutaways/Inserts নিতে ভুল হলে চলবে না। যেখানে সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে সেখানকার সাথে সম্পর্কিত ওয়ালম্যাট, ছবির ফ্রেম, ক্রেস্ট, এসট্রে, সাক্ষাৎকারদাতার হাত নাড়ানো, প্রতিবেদকের মাথা নাড়ানো এসবই Cutaways হিসেবে শট নিয়ে রাখতে হবে।

আর Inserts হিসেবে সাক্ষাৎকারদাতার স্টিল ছবি, সাক্ষাৎকারদাতার বিষয়ভিত্তিক ছবি, ডকুমেন্ট, গ্রাফিক্স, ওয়েব পেজ স্লাইড ইত্যাদির শট নিয়ে রাখা উচিত।

Personality Interview বা ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার

বিশেষ কোনো ব্যক্তির জীবন যাপন, কর্ম, প্রতিভা, অভিজ্ঞতা, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য তার অবদান জানার জন্য ব্যক্তি ভিত্তিক সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এই সাক্ষাৎকারের ব্যক্তিই মুখ্য থাকে। অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের বিষয় হচ্ছে ব্যক্তিটির জীবন। সাংবাদিকের প্রশ্নও থাকে তার জীবন, কর্ম, অভিজ্ঞতা ও মতামতের ওপর।

জন্মদিন বা বিশেষ কোনো পুরস্কার, সম্মান বা মর্যাদা লাভ করাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এ ধরনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য ওই বিশিষ্ট ব্যক্তির বাসা সবচেয়ে আদর্শ স্থান। ব্যক্তির সাথে তার পরিবারের সদস্যরাও এ ধরনের সাক্ষাৎকারের অংশ নিয়ে থাকে। প্রতিবেদকরা এক্ষেত্রে জীবনের না বলা কথা, অজানা তথ্য জানার চেষ্টা করেন।

ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় ও প্রস্তুতি পদ্ধতি পরিকল্পিত সাক্ষাৎকারের মতোই। তবে এজন্য প্রতিবেদককে বিশেষ ব্যক্তির ওপর গবেষণা করতে হয়। তার লেখা বই থাকলে পড়ে নেওয়া ভালো। রাজনীতিবিদ, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সমাজকর্মী, পরিবেশবাদী, নোবেল বিজয়ী এধরনের ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সাক্ষাৎকারের সময় পরিবারের সদস্য, পড়ার ঘর, শোবার জায়গা, পছন্দ-অপছন্দ, ছবির অ্যালবাম ইত্যাদি বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হয়।

ড. মুহাম্মদ ইউনুস নোবেল জয়ের পর তাঁকে নিয়ে দেশি-বিদেশি টেলিভিশনে বেশ কিছু ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছিল। কবি শামসুর

www.pathagar.com

রাহমান, সুফিয়া কামাল, জাহানারা ইমাম প্রমুখ জীবিত থাকাকালে তাদের জন্মদিনে ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার নেওয়া হতো। এখনো আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, হুমায়ূন আহমদ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, সাবিনা ইয়াসমিন, ফেরদৌসী মজুমদার--এদের জন্মদিনে এ ধরনের সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়।

Waiting room Interview বা অপেক্ষা পরবর্তী সাক্ষাৎকার

জাতীয় বা আন্তর্জাতিক, সরকারি বা বেসরকারি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে সাংবাদিকের ঢোকার অধিকার বা সুযোগ থাকে না। এসব বৈঠকের পর অনেক সময় আয়োজকদের পক্ষ থেকে ব্রিফিঙের আয়োজন করা হয় আবার অনেক সময় সাংবাদিকরা সম্মিলিতভাবে বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের গতি থামিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চান।

এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারদাতা যখন কথা বলতে চান না, ঘিরে ধরে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সাক্ষাৎকারদাতার আগ্রহ ও সময় দুটোই কম থাকে। এজন্য ঠিক যা জানতে চান তা সরাসরি প্রশ্ন করুন। একসাথে অনেক প্রশ্ন করা যাবে না। একটির পর একটি করা যাবে। সাক্ষাৎকারদাতা থামার আগেই প্রশ্ন ছুড়ে দেবেন না। তাকে থামতে দিন এরপর পরবর্তী প্রশ্ন করুন।

ক্যামেরাম্যানকে বেশ কিছু Wide Shot এবং Cutaway শট নিতে বলুন। ভয়েজ ওভার পূর্ণ করার জন্য যেন ছবি কম না পড়ে সেদিকে ক্যামেরাম্যানকে খেয়াল রাখতে হবে।

Telephone Interview

ঢাকার টেলিভিশনের জন্য ঢাকা বা দেশের বাইরের কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য জানতে টেলিফোনে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। ধরা যাক বাণিজ্যমন্ত্রী সম্পর্কে দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। বাণিজ্যমন্ত্রী তখন বিদেশে। তাঁর বক্তব্য নেওয়ার জন্য তখন টেলিফোনে সাক্ষাৎকার নেওয়া যেতে পারে। তেমনি কয়েকদিনের সহিংস ঘটনার পর বান্দরবানের রামু উপজেলার সবশেষ খবর জানার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার টেলিফোনে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

সাধারণত স্টুডিও থেকে ফোন করে সাক্ষাৎকারদাতার বক্তব্য রেকর্ড করা হয়। রেকর্ডের আগে তাঁকে জানাতে হবে যে তার বক্তব্য ধারণ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে যেন তিনি সংযোগ কেটে না দেন। সাক্ষাৎকারদাতা 'অব দ্য রেকর্ড' কিছু বললে সেই অংশটুকু কোনোভাবেই প্রচার করা যাবে না।

সংবাদ বুলেটিনের মধ্যে সরাসরি টেলিফোন সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সংবাদ উপস্থাপক সরাসরি সাক্ষাৎকারদাতার কাছে প্রশ্ন করেন।

www.pathagar.com

Door Stepping বা দরজা ঠেলে প্রবেশ

বারবার যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়ে যখন প্রতিবেদক দেখেন যে বিশেষ ব্যক্তির বক্তব্য ছাড়া প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ থাকে তখন সরাসরি ক্যামেরা নিয়ে ওই ব্যক্তির কক্ষে ঢুকে পড়াকে বলা হয় Door Stepping.

খুব অসুবিধায় না পড়লে Door Stepping করা উচিত নয়। খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অথচ তিনি কোনো পাত্তাই দিচ্ছেন না এমন পরিস্থিতিতে Door Stepping করা যেতে পারে। অনেক সময় পুলিশ বা প্রশাসনের কর্মকর্তারা কথা বলতে না চাইলে ক্যামেরাম্যানকে ক্যামেরা অন করতে বলে প্রতিবেদক কর্মকর্তার ঘরে ঢুকে পড়েন। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির কৌশলের অন্যতম হচ্ছে Door Stepping.

Hidden Camera Recording বা লুকানো ক্যামেরা ধারণ

কেউ হয়ত কোনোভাবেই ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি নয়, কিন্তু তার বক্তব্য সংবাদের জন্য জরুরি। তখন সাক্ষাৎকারদাতাকে না জানিয়ে ক্যামেরা গোপন রেখে কথাবার্তা ধারণ করাকে বলা হয় Hidden Camera Recording. প্রশাসনের অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা সবকথা বলতে রাজি কিন্তু ক্যামেরার সামনে কিছুই বলবেন না। তাঁদের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ তৈরিতে ক্যামেরা লুকিয়ে কাজ করা হয়।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরিতে লুকানো ক্যামেরায় ধারণ করা দরকার হতে পারে। এক্ষেত্রে ক্যামেরাম্যানকে বেশ কৌশলী হতে হয়। এমনভাবে ক্যামেরায় সবকিছু ধারণ করতে হয় যেন সাক্ষাৎকারদাতা বা ওই গোষ্ঠী বিন্দুমাত্র টের না পায়।

খুব অসুবিধায় না পড়লে করা উচিত নয়। আমেরিকান সোসাইটি অব জার্নালিস্ট-এর পরামর্শ হচ্ছে এভাবে কাজ হাসিলের পর পরবর্তী কোনো সময়ে ওই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা বা প্রয়োজনে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

রাজনীতিবিদদের সাক্ষাৎকার

রাজনীতিবিদদের সাক্ষাৎকার কীভাবে নেওয়া উচিত তা নিয়ে মার্কিন সাংবাদিক ক্রিস কব কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। প্রাসঙ্গিক কারণে বিষয়টি টিভি সাংবাদিকদের জন্য তুলে ধরা হলো।

অধিকাংশ রাজনীতিবিদই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে পারদর্শী। এ কারণে সাংবাদিকের কাজের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে এই রাজনীতিবিদদের সাক্ষাৎকার নেওয়া। এর কারণ হতে পারে রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক অঙ্গনে পা

www.pathagar.com

ফেলার মুহূর্ত থেকে হাজারো প্রশ্নের মুখে পড়েন। তারা বাধ্য হন সাংবাদিক ও তাদের বিরোধী রাজনীতিবিদদের তোলা প্রশ্নের জবাব দিতে। বিশেষ করে নির্বাচনের সময় তাদের সাধারণ জনগণের প্রশ্নেরও জবাব দিতে হয়। ফলে রাজনীতিবিদরা রাজনীতির পাশাপাশি কৌশলে প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাওয়াতেও দক্ষ হয়ে ওঠেন। আর এটা তারা অস্বীকারও করেন না।

রাজনীতিবিদরা গণমাধ্যমে তাদের কণ্ঠ শুনতে আগ্রহী হলেও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন পথ ধরেন। তাদের এই কৌশলের কারণেই সাক্ষাৎকার, খবর হিসেবে দুর্বল হয়ে যায়। পশ্চিমা অনেক দেশের রাজনীতিবিদরা অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের পরামর্শক নিয়োগ করেন যেন তারা দায়িত্বপালনকারী সাংবাদিকদের বিতর্কিত বা কৌশলগত প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যেতে পারেন। বেশিরভাগ রাজনীতিবিদই ধীরস্থিরভাবে প্রশ্নের জবাব দেন, তিনি বারবার তাই বলেন যা তিনি বলতে চান। এবং বারবার ঘুরে ফিরে এক কথাই বলেন।

নিচে একটি কাল্পনিক কাহিনী তুলে ধরা হলো :

সাংবাদিক: আপনাদের নির্বাচনি ইশতেহারে বলেছিলেন আপনারা ক্ষমতায় এলে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানই হবে আপনাদের প্রধান কাজ। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী আপনি কি বলবেন, দু'বছর পেরিয়ে গেল অথচ আপনারা কোনো নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ শুরুই করলেন না?

মন্ত্রী: জনগণের এই কষ্ট আমাদের সরকার যতটা উপলব্ধি করে আর কোনো সরকার কোনদিনই তা করেনি। কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে আমাদের 'একতা পার্টি' যখন নির্বাচিত হলো তখন এমনই বিশৃংখল অবস্থা যা আমাদের চিন্তারও বাইরে ছিল। 'মুলধারা পাটি' ভয়াবহ অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে আমাদের কাছে ক্ষমতা ত্যাগ করেছে। তারপরও আমরা আমাদের লক্ষ্যে ঠিকই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল যে আমাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা। মূলধারা পার্টির সমালোচনা ও তাদের অসহযোগিতা সত্ত্বেও আমাদের বিশ্বাস আমরা জনগণকে দেওয়া ওয়াদা রাখতে পারব।

বিশ্লেষণ: বিরোধী দলের ওপর দোষ চাপিয়ে মন্ত্রী সাহেব উত্তর এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু সাংবাদিককে থেমে গেলে চলবে না। একই প্রশ্ন আবার ঘুরিয়ে করতে হবে।

সাংবাদিক: মাননীয় মন্ত্রী আমার প্রশ্ন আসলে ছিল, দু'বছরেও একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসাতে পারলেন না, এটা কি আপনাদের ব্যর্থতা নয়?

মন্ত্রী: না অবশ্যই নয়, আমরা চেষ্টা করছি। আমি তো আগেই বলেছি অর্থনীতিকে দাঁড় করাতে গিয়ে এটা এখনো করা হয়নি। তবে আমাদের হাতে তো সময় আছে, তাই না?

www.pathagar.com

রাজনীতিবিদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার কিছু কৌশল

সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য নিজেকে ভালোভাবে প্রস্তুত করুন। যে বিষয়ে প্রশ্ন করবেন তা ভালোভাবে জেনে যান। প্রশ্নমালা তৈরি করে নিন।

রাজনীতিবিদ সম্পর্কে তথ্য জানতে প্রবীণ সাংবাদিক, সম্ভাব্য ব্যক্তির বন্ধু, আত্মীয়দের কাছ থেকে তথ্য নিন।

দলে ও দলের বাইরে সম্ভাব্য সাক্ষাৎকারদাতার শত্রু খুঁজে বের করুন। প্রশ্নমালা তৈরিতে তার সহায়তা নিন। রাজনীতিবিদের দুর্বল জায়গা খুঁজে বের করুন।

সব সময় নম্র ও শ্রদ্ধাশীল হোন, এমনকি যখন কঠিন প্রশ্ন করবেন তখনো।

একবারে কেবল একটি প্রশ্ন করুন। প্রশ্ন জটিল করে তুলবেন না। আপনার অনেক সহকর্মী হয়ত বারবার প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। কথা শেষ হলেই আপনি বলুন আমার একটি প্রশ্ন আছে। একসময় দেখবেন সবাই আপনাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেবে।

তালিকা করা প্রশ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবেন না। যে কোনো অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

একটি কৌশল পরিকল্পনা করুন। কিছু উত্তর আঁচ করার চেষ্টা করুন এবং সাধারণ কিছু ফলোআপ প্রশ্ন তৈরি রাখুন।

কেন? --হচ্ছে সবচেয়ে ভালো প্রশ্ন। কখন, কী, কীভাবে এগুলোও মোটামুটি ভালো।

মনে রাখবেন আপনি সাংবাদিক এবং সাধারণ একজন দর্শক বা শ্রোতা। একবার ভাবুন---সাধারণ একটা মানুষ আপনার মতো সুযোগ পেলে কী প্রশ্ন করতেন?

প্রতিটি নীরব মুহূর্ত পূরণ করার জন্য উদ্বিগ্ন হবেন না। যে কোনো উত্তরের পর কিছুক্ষণের নীরবতা যে শূন্যতা তৈরি করে, সাক্ষাৎকার প্রদানকারী চমকপ্রদ তথ্য দিয়ে তা পূরণের চেষ্টা করে থাকেন। এই শূন্যতা চমৎকার খবর তৈরি করে দিতে পারে।

সাক্ষাৎকারদাতার বাড়ি বা কার্যালয় ছেড়ে আসার আগ পর্যন্ত সাক্ষাৎকার চলতে থাকে। রাজনীতিবিদ মহোদয় যদি আপনাকে তার শখ সম্পর্কে বা হিলারি ক্লিনটন বা সোনিয়া গান্ধীর অটোগ্রাফসহ ছবি দেখাতে চান, তা দেখাতে দিন। এগুলোও সাক্ষাৎকারের অংশ এবং শেষ পর্যায়ের এ মুহূর্তগুলো সবচেয়ে ভালো তথ্য দেয়।

www.pathagar.com

অনুশীলনী

১। একজন টিভি সাংবাদিক কোন কোন উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকার নিয়ে থাকেন, Deadline Interview কেন সাংবাদিকের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ ?

২। Planned Interview বা পরিকল্পিত সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য একজন সাংবাদিককে কী কী করতে হয় ?

৩। Door Stepping এবং Hidden Camera সাক্ষাৎকার কখন নেওয়া হয় ?

৪। একজন রাজনীতিবিদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় কোন বিষয়গুলো খেয়াল রাখা জরুরি ?

www.pathagar.com

অধ্যায় ১০

ক্যামেরার সামনে প্রতিবেদক বা পিটিসি (PTC)/ Stand Up

ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে ক্যামেরার সামনে রিপোর্টার তার রিপোর্টের যে অংশ বর্ণনা করেন তাকে Piece to the camera বা Perform to the camera সংক্ষেপে

PTC বলে। বেশিরভাগ সময় ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে দেওয়া হয় বলে একে Stand Upও বলা হয়।

www.pathagar.com

PTC-এর গুরুত্ব

রিপোর্টে পিটিসি থাকলে তাকে গোছানো প্রতিবেদন বলে মনে করা হয়।

পিটিসি এর মাধ্যমে রিপোর্টে প্রতিবেদকের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাস জানানোর মাধমে ঘটনার প্রতি দর্শকের আগ্রহের ক্ষেত্র তৈরি হয়।

ছবি ও স্ক্রিপ্টে নেই এমন তথ্য প্রতিবেদক তার পিটিসি এর মাধ্যমে দর্শকের কাছে পৌছে দিতে পারেন।

পিটিসি ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে দেওয়া হয় তাই প্রতিবেদকের উপস্থিতি প্রমাণের সাথে সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা ও গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেড়ে যায়।

পিটিসি এর মাধ্যমে প্রতিবেদককে ঘটনাস্থলে দেখার পর তার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাস মেনে নিতে দর্শকের দ্বিধা থাকে না।

পিটিসি এর মাধ্যমে দর্শক প্রতিবেদককে চিনতে পারেন ফলে ধীরে ধীরে প্রতিবেদকের প্রতি দর্শকের আগ্রহ তৈরি হয়। যা প্রতিবেদককে পরিচিত করে তুলতে সাহায্য করে।

পিটিসি এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদক হিসেবে দর্শকের কাছে স্থান করে নেওয়া যায় তেমনি এর যথেচ্ছ ব্যবহার দর্শকের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বেশিরভাগ টিভি স্টেশনই চায় যে তাদের প্রতিবেদক পিটিসি এর মাধ্যমে প্রতিটি প্রতিবেদনে দর্শকের সামনে হাজির করতে। এতে প্রতিটি রিপোর্টের ভিন্নতা, বৈশিষ্ট্য ও টিভি স্টেশনের দায়বদ্ধতা ও বহুমুখিতা দর্শকের কাছে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে।

কখন PTC দিতে হয়

রিপোর্টার কখন PTC দেবেন তার কোনো ধরাবাধা নিয়ম নেই। আমেরিকান সোসাইটি অব রেডিও অ্যান্ড টিভি ব্রডকাস্ট জার্নালিস্টস মোটামুটিভাবে একটা দিক নির্দেশনা দিয়েছে, তা হলো :

Reporters should write and record voice over narration for all elements of which they have pictures and they should appear on camera (PTC) to relate of clarify something for which they do not have pictures.

অর্থাৎ রিপোর্টারের কাছে যেসব বিষয়ের ছবি আছে সে বিষয়গুলো স্ক্রিপ্টে লেখার জন্য রাখা উচিত। আর সেই বিষয়গুলো তিনি ক্যামেরার সামনে স্পষ্ট করবেন যার ছবি তার কাছে নেই। ঘটনা শেষে রিপোর্টার যদি চিন্তা করেন, তার কাছে কোন ছবিটি নেই যা থাকা উচিত ছিল, সেই বিষয়টিই হবে PTC এর বক্তব্য।

www.pathagar.com

সিএনএন টেলিভিশনের সাংবাদিক পিটার আর্নেট উপসাগরীয় যুদ্ধের পর অনেকদিন ইরাকে কাজ করেছেন। সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতায় থাকাকালে তিনি ইরাকের সাধারণ মানুষের ওপর প্রতিবেদন তৈরির সময় তার পিটিসি'র বিষয় নিয়ে ভাবছিলেন। এসময় তিনি এক ঐতিহাসিক পিটিসি দেন। আর্নেটের সেই পিটিসি এমন আলোড়ন তুলেছিল যে, পরবর্তী সময়ে পশ্চিমা গণমাধ্যমের কাছে ইরাকের পরিচয় হয়ে গেল– ভয়ংকর নীরবতার দেশ।

পিটার আর্নেটের পিটিসি'র বিষয় ছিল সবাই কথা বলছে কিন্তু কারো কথায় সত্য নেই, প্রাণ নেই। কাউকে মিথ্যা বলতে বলা হয়নি কিন্তু ইরাকের সবাই জানে সত্য বললে জীবন বিপন্ন হবে।

পিটার আর্নেটের মতে রিপোর্টার ছবি ও বর্ণনার মাধ্যমে দর্শকদের যা বোঝাতে পারবেন তা হবে তাঁর স্ক্রিপ্ট। যা দেখাতে পারবেন না তা হবে তাঁর পিটিসি ।

সাধারণত ৪ ধরনের পিটিসি দেখা যায়।

১. Full-Length
২. Openers /Starting
৩. Bridges /Middle
৪. Closer/ Ending

Full-Length PTC/ পূর্ণদৈর্ঘ্য পিটিসি

শুধু পিটিসি দিয়েই একটি নিউজ প্যাকেজ তৈরি হতে পারে। এমন অনেক ঘটনাস্থল থাকে যেখানে রিপোর্টার ও ক্যামেরাম্যানের চলাচল নিরাপদ নয় বা তাদের চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকে। তখন ঘটনাস্থলকে পিছনে রেখে পূর্ণ দৈর্ঘ্য পিটিসি দেওয়া হয়।

অর্থাৎ বিশেষ পরিস্থিতিতে আলাদা কোনো ছবি, সিঙ্ক ছাড়াই কেবল রিপোর্টারের পিটিসি দিয়েই একটি স্টোরি হতে পারে।

পূর্ণদৈর্ঘ্য পিটিসিতে প্রতিবেদক পুরো সময় ধরে ঘটনার বর্ণনা দিয়ে থাকেন। এই বর্ণনার মধ্যেই ক্যামেরা প্যান বা জুম করে আশপাশের কিছু ছবি নেওয়া হয়। বিশেষ করে যুদ্ধ, কারফিউ ইত্যাদি সময়ে পূর্ণ দৈর্ঘ্য পিটিসির ব্যবহার বেশি দেখা যায়। কারণ তখন বাইরে গিয়ে ছবি তোলা বা পিসিটি দেওয়ার সুযোগ থাকে না ফলে প্রতিবেদক তার হোটেল কক্ষের বারান্দায় বসে সেই দেশ বা শহরের পুরো বর্ণনা দেন। ক্যামেরা নিষিদ্ধ এমন আদালতের সিদ্ধান্ত বা রায় জানানোর সময় আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে পুরো ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

আবার প্রতিবেদক কেবল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন, তার পক্ষে কোনো ছবি ও সিক্ষ নেওয়া সম্ভব হয়নি, অথচ নিউজ শুরু হতে বেশি বাকি নেই। তখন তাড়াতাড়ি কেবল তথ্য সংগ্রহ করে পূর্ণদৈর্ঘ্য পিটিসি দেওয়া যেতে পারে। এই ধরনের পূর্ণদৈর্ঘ্য পিটিসি আমাদের দেশে as Live নামে পরিচিত।

পূর্ণ দৈর্ঘ্য পিটিসি দেওয়ার সময় রিপোর্টারের জানা সব শেষ তথ্যই বর্ণনা করতে হয়। এক্ষেত্রে PPF একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি।

P- Present–এখন কী ঘটছে

P- Past–একটু আগে কী ঘটেছে

F- Future–এরপর কী ঘটবে/ কী আশংকা বা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

পূর্ণদৈর্ঘ্য পিটিসি'র একটি নমুনা

Present	আমি এ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি বঙ্গভবনের সামনে। বঙ্গভবনের সভাকক্ষে এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক চলছে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে বৈঠক চলছে। রাষ্ট্রপতির উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ আমাদের জানিয়েছেন যে, সন্ধ্যা ৭ টায় বৈঠক শুরু হয়েছে। এই বৈঠকে আগামী সংসদ নির্বাচন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, রাজনৈতিক দলগুলোর দাবি-দাওয়া এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।
Past	কিছুক্ষণ আগে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা বঙ্গবভনে ঢুকেছেন। যেহেতু সন্ধ্যা ৭ টায় বৈঠক শুরু হয়েছে তাই শেষ হতে আরও কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে। বৈঠকে যাবার আগে তথ্য উপদেষ্টা মাহবুবুল আলম বলেছেন, বৈঠক শেষে তিনি বাইরে এসে সাংবাদিকদের সিদ্ধান্তগুলো জানাবেন।
Future	তো বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানার জন্য আমাদের আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। সারাদিন ধরে চারজন উপদেষ্টার যে পদত্যাগের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে তা সত্য কিনা তাও আমরা তখনই নিশ্চিত হতে পারব বলে আশা করা হচ্ছে। সুজন মেহেদী, ওয়ান নিউজ, বঙ্গভবন, ঢাকা।

www.pathagar.com

Openers /Starting PTC (সূচনা পিটিসি)

প্রতিবেদক যখন প্যাকেজ এর শুরুতে ভয়েস ওভার এর বদলে পিটিসি ব্যবহার করেন তখন তাকে Starting বা সূচনা পিটিসি বলে। সাধারণত খুব কম ক্ষেত্রেই Starting বা সূচনা পিটিসি ব্যবহার করা হয়।

যে কোনো প্যাকেজের নিয়ম হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, প্রামাণ্য ও সংবেদনশীল ছবি দিয়ে তা শুরু করা। ফলে যখন ছবির চেয়ে রিপোর্টারের ব্যাখ্যা রিপোর্টের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে তখনই কেবল প্যাকেজের শুরুতে পিটিসি দেওয়া হয়।

সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, বন্দুকযুদ্ধ ইত্যাদি চলার সময় ঘটনার ভয়াবহতা বোঝাতে প্রতিবেদক সূচনা পিটিসির মাধ্যমে প্যাকেজ শুরু করার চিন্তা করতে পারেন।

অনেক সময় ঘটনা আগে ঘটে যায়, তার রেশ থেকে যায়। ঘটে যাওয়া ঘটনার ছবি নেই। যেমন বোমা হামলা– যা কাউকে বলে কয়ে হয় না। এসব ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া অংশটুকু আগে না জানালে পরের ঘটনা দর্শককে বোঝানো কঠিন হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে প্যাকেজ সূচনা পিটিসি দিয়ে শুরু করা যেতে পারে।

এধরনের সূচনা পিটিসি'র একটি নমুনা

> আমি রমনা উদ্যানের এই জায়গাটিতে এসে পৌছানোর ঠিক পাঁচ মিনিট আগে ঘটে গেছে এক ভয়াবহ বোমা হামলা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চারদিক রক্তে ভাসছে। মানুষের ছিন্ন-ভিন্ন দেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এখনো এখানে আগুন জ্বলছে। বোমার ধোঁয়ায় পাওয়া যাচ্ছে বারুদের গন্ধ।

এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার শুরুর সময়ও সূচনা পিটিসি দেওয়া যেতে পারে। এরকম একটি নমুনা দেখে নেই।

> (পেছনে দেখা যাচ্ছে সোনিয়া গান্ধী হেঁটে আসছেন)
>
> দুদিনের সরকারি সফরে ঢাকা এসেছেন ভারতের কংগ্রেস সভানেত্রী ও লোকসভা নেত্রী সোনিয়া গান্ধী। গত দু'দিন তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও সংসদের স্পিকারসহ গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু বৈঠক করেছেন। এবারের সফর নিয়ে এখন আমরা কথা বলছি মিসেস সোনিয়া গান্ধীর সাথে।

www.pathagar.com

প্রতিবেদক এমন বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করছেন যে বিষয়ে হয়ত কারো কোনো ধারণা নেই। সেই ধরনের প্যাকেজের শুরুতেই বিষয়টি নিয়ে সূচনা পিটিসি দিয়ে বিষয়টি সংক্ষেপে জানিয়ে দিতে পারেন।

আমি এসে পৌঁছেছি খাগড়াছড়ি জেলার দুর্গম এলাকা মহালছড়ি উপজেলার চিলাংআই গ্রামে। আমার হাতে গ্রেনেডের মতো যে জিনিসটি দেখছেন তা আসলে বাঁশফল। এটি বাঁশের কাণ্ডে হয়। আর এই বাঁশফলকে ঘিরে দুর্যোগ নেমে এসেছে এ অঞ্চলে। সরকার ইতিমধ্যে এ এলাকাকে দুর্গত এলাকা ঘোষণা করেছেন।

প্রতিবেদক পিটিসি দিতে দাঁড়িয়েছেন এসময় সময় পিছনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল, প্রতিবেদক যদি তা খেয়াল করেন তাহলে পিছনের ঘটনাটি প্যাকেজের সূচনা হিসেবে পিটিসি দিয়ে আসতে পারেন।

Bridges/ Middle PTC – মিড পিটিসি

কোনো প্যাকেজ এর মাঝখানে যখন রিপোর্টারকে পিটিসি দিতে দেখা যায় সেই পিটিসিকে মিড পিটিসি বা Bridge বলে ।

দুটি আলাদা ঘটনা, স্থান, সময় ও বিষয়কে সমন্বয় করার ক্ষেত্রে মিড পিটিসি দেওয়া হয়। দুটো ভিন্ন ঘটনাকে একই প্যাকেজে মিল করতে অনেক সময় মিড পিটিসিকে ট্রানজিশন শট (Transition shot) হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এতে দুটো বিষয় এক প্যাকেজে তো খাপছাড়া লাগেই না বরং মাঝখানের পিটিসি'র কারণে প্যাকেজটি আরও বেশি যৌক্তিক ও দর্শকের জানা এবং বোঝার জন্য সহজ ও সুন্দর হয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মিড পিটিসির প্রথম বাক্য থাকে দর্শক এতক্ষণ কী দেখলেন আর দ্বিতীয় বাক্যে থাকে এখন কী দেখবেন। কী হয়েছে আর কী হতে যাচ্ছে, এই দুটো বিষয় মনে করুন। এবার মিড পিটিসি দিন। দেখুন মিড পিটিটি দেওয়ার কাজটি কত সহজ।

এরকম একটি মিড পিটিসি'র নমুনা

(গ্যাস সংকট নিয়ে প্যাকেজ/ সংকট পরিস্থিতি তুলে ধরা হলো)

মিড পিটিসি-শিল্প কলকারখানা থেকে শুরু করে বাসাবাড়ি পর্যন্ত যে চরম গ্যাস সংকট চলছে, তার আপাতত কোনো সমাধানের কথা বলতে পারছেন না কেউ। তবে পেট্রোবাংলা বলছে, ভবিষ্যতের সংকট মোকাবেলায় গভীর সমুদ্র থেকে গ্যাস তোলার ব্যাপারে অগ্রগতি হচ্ছে।

ভয়েজ ওভার– পেট্রোবাংলা চেয়ারম্যান জানান, টাল্লো ও কনোকো ফিলিপসের সাথে ..

.. ..

www.pathagar.com

পেগ স্টোরি করার সময়ও মিড পিটিসি ব্যবহার করা যায়। যেমন: জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে প্যাকেজকে মিড পিটিসির আগে ও পরে দুভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়।

মিড পিটিসির আগে থাকবে: জনসংখ্যা কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা

মিড পিটিসির পরে থাকবে: জনসংখ্যা দিবসের অনুষ্ঠানমালা অর্থাৎ র‍্যালি, আলোচনা সভা ইত্যাদি।

এইভাবে যে কোনো পেগ স্টোরিকে মিড পিটিসি দিয়ে যোগ করা যেতে পারে। একইভাবে প্রবীণ দিবস, ডায়াবেটিক দিবস, থ্যালেসেমিয়া দিবসকে আমরা মিড পিটিসি দিয়ে যোগ করতে পারি। যেমন :

(জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র)
রিপোর্টারের পিছনে জনসংখ্যা দিবসের র‍্যালি রেখে মিড পিটিসি–
গত ১০ বছর ধরে তহবিলের অভাবে অনেকটাই স্থবির হয়ে পড়েছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি। কার্যকর কোনো উদ্যোগ না নিয়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ যদি শুধু এরকম আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়, তাহলে কেবল ভয়াবহ পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে।
(জনসংখ্যা দিবসের র‍্যালি)

বর্তমান ঘটনার সাথে ইতিহাস বা মিথ যোগ করার সময় মিড পিটিসি দেওয়া যেতে পারে। যেমন, ঈদ উল আযহার দিন দুটো বড় ঘটনা কাভার করতে হয়। প্রথমে ঈদের নামাজ পরে কুরবানি। এ দুটো বিষয়কে এক প্যাকেজে আনার সময় মিড পিটিসি হিসেবে হজরত ইব্রাহিম (আ.) ও হজরত ইসমাইল (আ.) এর কাহিনি বর্ণনা করা যেতে পারে। কারণ এই ঐতিহাসিক ঘটনার ছবি দেখানো সম্ভব নয়।

(শট-ঈদের কোলাকুলি)

মিড পিটিসি–মুসলমানরা বিশ্বাস করেন হজরত ইব্রাহিম (আ.)কে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথমে তাঁর সন্তান ইসমাইলকে কুরবানি দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। ইব্রাহিম (আ.) তাই করেছিলেন। কিন্তু তিনি চোখ খুলে দেখতে পান আল্লাহর কুদরতে ইসমাইলের বদলে একটি পশু কুরবানি হয়েছে। সেই থেকে মুসলমানরা পশু কুরবানি দিয়ে থাকেন।

(শট–পশু কুরবানি)

একই দিন প্রধানমন্ত্রীর দুটো গুরুত্বপূর্ণ জনসভা থাকলে দুটি জনসভাকে একটি মিড পিটিসির মাধ্যমে এক প্যাকেজে আনা যেতে পারে। পথের মাঝখানে গাড়ি বহর পিছনে রেখে বা গাড়ি বহরের মাঝখানে থেকেও মিড পিটিসি দেওয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

(ঢাকার জনসভা শেষ)

প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি বহর রিপোর্টারের পিছনে রেখে মিড পিটিসি--

যাত্রাবাড়িতে জনসভা শেষ করে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা চলে যান চট্টগ্রামে। পথে আরও কয়েকটি পথসভায় বক্তৃতা দিয়ে বিকেলে তিনি ভাষণ দেন চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে।

(লালদিঘি ময়দান)

Closer/ Ending PTC (উপসংহার পিটিসি)

প্যাকেজের শেষে প্রতিবেদককে যখন ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে তার পরিচয় ও ঘটনাস্থলের নামসহ ঘটনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দেন তখন তা হয় Closer/ Ending PTC বা উপসংহার পিটিসি।

১. পিটিসি হিসেবে Ending PTC সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত, গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয়। এ ধরনের পিটিসিতে প্রতিবেদক কোনো ঘটনা সম্পর্কে উপসংহার টানেন।

মার্কিন সিনেটে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের কোটা সুবিধা নিয়ে আলোচনার জন্য মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী ঢাকা আসার একদিন আগে আবারো অশান্ত হয়ে উঠল তৈরি পোশাক শিল্প। ২০০৬ সালে ইয়োরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্যমন্ত্রী আসার আগের দিনও একই ঘটনা ঘটেছিল। তবে কোনো মহল বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিশেষ সময়ে তৈরি পোশাক খাতকে অস্থিতিশীল করে যাচ্ছে কিনা, সে প্রশ্নের উত্তর এখনো অমীমাংসিত।

সুজন মেহেদী, ওয়ান নিউজ, আশুলিয়া, ঢাকা।

২. উপসংহার পিটিসিতে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে ফলাফল টাননে পারেন। প্রথম বাক্যে পরিস্থিতি। দ্বিতীয় বাক্যে ফলাফল, সম্ভাবনা বা আশংকা।

প্রবল পানির চাপে যখন চারদিক বন্যায় ভেসে যাচ্ছে তখন খাবার পানির সমস্যায় হাহাকার করছে বন্যা দুর্গত এলাকার লোকজন। এ পর্যন্ত যারা মারা গেছে তাদের অধিকাংশই পানিবাহিত রোগের শিকার হয়েছে। দুর্গতরা বলছেন, যদি সুপেয় খাবার পানি ও দরকারি ওষুধের ব্যবস্থা করা না যায়, তাহলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে।

সুজন মেহেদী, ওয়ান নিউজ, সিরাজগঞ্জ।

এবং

www.pathagar.com

শেষ পর্যন্ত বিএসএফ পতাকা বৈঠক করতে রাজি হওয়ায় জৈন্তা সীমান্ত এলাকা আপাতত শান্ত আছে। আগামীকাল সোমবার বাংলাদেশ সীমান্তে এই বৈঠক হবার কথা। কিন্তু বৈঠকে বিএসএফ বাংলাদেশিদের লাশ ফেরত দিতে রাজি না হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে বলে আশংকা করছেন এলাকাবাসী।

৩. Ending PTC তে সাধারণত প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধান তুলে ধরা হয়। অধ্যায়ের শুরুতে আমরা পিটার আর্নেটের উদাহরণ দিয়েছিলাম। সেখানে পিটিসি'র মূল বক্তব্য ছিল প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মিল না থাকা। ইরাকের মানুষের যেভাবে বাঁচার অধিকার ছিল সেভাবে বাঁচতে পারছিল না। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধানের একটি উদাহরণ:

কোন অঞ্চলে কী পরিমাণ জমিতে ধানের আবাদ হয় তা হিসাব করে প্রতিবছর সারের চাহিদা তৈরি করা হয়। তবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন এ বছর আবাদের পরিমাণ হিসাব না করেই সার বিতরণ করা হয়েছে। তারা বলছেন, সারাদেশে সার বিতরণ নিয়ে যে অনিয়ম হচ্ছে এটাই তার প্রধান কারণ। তবে এ বছর কেন আবাদের হিসাব ছাড়াই সার বিতরণ করা হয়েছে তা নিয়ে কৃষিমন্ত্রী বা সচিব কেউ মুখ খুলতে রাজি হননি।

মনে রাখবেন প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধান Ending PTC-র বড় উপাদান। যা হবার কথা ছিল কিন্তু হয়নি, কিন্তু হওয়া উচিত সেটাই Ending PTC'র বিষয়।

প্রতিবছর সরকারের চর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় চরের বাসিন্দাদের জন্য ওষুধ, টিউবওয়েল. ঢেউটিন আসে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বেশিরভাগ সময় এসব জিনিস তাদের কাছে পৌছায় না। হতদরিদ্র এসব মানুষের কাছে রেডিও যন্ত্রটিও যখন একটি বিলাসিতা, তখন সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ বা কর্মসূচির খবর এসব প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার কাজটাও অনেক কঠিন।
সুজন মেহেদী, ওয়ান নিউজ, নিঝুম দ্বীপ, নোয়াখালি।

৪. বড় ধরনের কোনো বৈসাদৃশ্য ঘটলে তা বলা যেতে পারে পিটিসিতে।

আরিচা ঘাটের জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর যাবার কথা থাকলেও খারাপ আবহাওয়ার কারণে তাঁর যাওয়া হয়নি। ফলে দ্বিতীয় পদ্মা সেতুর দাবি তোলার জন্যই এলাকাবাসীকে হয়ত আরও বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর এই সফর বাতিলের কারণে আরিচাবাসী যেভাবে আশাহত হয়েছে, তা মুখের ভাষায় তুলনা করাও অসম্ভব।

www.pathagar.com

৫. সাধারণভাবে পিটিসিতে রিপোর্টার কারো পক্ষ নেওয়া বা নিজের মন্তব্য করতে পারেন না। তবে মাদক, ধূমপান, এসিড নিক্ষেপ, শিশু হত্যা ও নারী নির্যাতনের মতো সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবেদকের পক্ষ নেওয়ার সুযোগ থাকে এবং সেখানে পিটিসি-তে রিপোর্টার পক্ষ নিতে পারেন।

যে বখাটে যুবকদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে স্কুল ছাত্রী নন্দিতাকে আত্মহত্যা করতে হলো, গত দু'মাসেও তাদের গ্রেফতার করতে পারেনি কিশোরগঞ্জ থানা পুলিশ। অথচ সেই বখাটের দল নন্দিতার স্কুলের সামনে একইভাবে অন্য ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শাস্তি কার আগে হওয়া উচিত? বখাটেদের না থানা পুলিশের?

৬. ঘটনা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার পর রিপোর্টারের মনে যদি কোনো প্রশ্নের জন্ম নেয় তা নির্দ্বিধায় তিনি দর্শকদের জানাতে পারেন।

আশ্রয় কেন্দ্রে আসা বন্যা কবলিত প্রত্যেক পরিবারের জন্য খাদ্য ও চিকিৎসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে লাখ লাখ দুর্গত মানুষের মধ্যে খুব কম লোকই আশ্রয় কেন্দ্রে এসেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, যারা আশ্রয় কেন্দ্রে আসতে পারেনি তাদের জন্য কি সরকারের কিছুই করার নেই?

শেষ পর্যন্ত পাইলটদের বেতন বাড়ানোর দাবিকে নায্য দাবি বলে মেনে নিলেন বিমানমন্ত্রী। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, গত তিনদিন ধরে একে অন্যায় দাবি উল্লেখ করে দাবি মেনে না নেওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক রুটে বিমানের যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এখন তার দায় দায়িত্ব কে নেবে?

৭. ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন আগাম বার্তা দেওয়া যেতে পারে পিটিসিতে।

ডুবুরিরা বলছে নদীর তলদেশে যে স্রোত তাতে ২৪ ঘন্টায় ডুবে যাওয়া লঞ্চটি তুলতে না পারলে সব লাশ স্রোতে ভেসে যাবে। ফলে লঞ্চ থেকে আর কত লাশ উদ্ধার করা যাবে তা আসলে নির্ভর করছে কত সময়ের মধ্যে লঞ্চটি ডাঙায় তোলা যাবে তার ওপরই।

উইকিলিকস এর প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে অবশেষে দুটি ধর্ষণ চেষ্টা মামলায় গ্রেফতার করেছে ব্রিটিশ পুলিশ। সুইডিশ আইনে এই মামলায় তিনি দোষী প্রমাণিত হলে তিনমাস থেকে সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডও হতে পারে। জরিমানা করা হতে পারে দশ লাখ ডলার পর্যন্ত।

৮. বিশেষ করে কূটনৈতিক প্রতিবেদন করার সময় যতবেশি সম্ভব পূর্বাভাস দিন। পূর্বাভাসে দেশকে সতর্ক করবেন কিন্তু দেশের কোনো ক্ষতি হয় বা দেশের সাথে কোনো গুরুত্বপূর্ণ দেশের সম্পর্ক যেন নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যে এই চুক্তির ফলে সমুদ্রসীমা নিয়ে দ্বন্দ্ব নিরসন হবে বলে আশা করছেন বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, সড়ক যোগাযোগ বাড়লে বাংলাদেশের পক্ষে ১০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য বাড়বে। তবে এই চুক্তি বাস্তবায়িত হবে কি না তা আসলে নির্ভর করছে মায়ানমারের জান্তা সরকারের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ রাষ্ট্র চীনের মতামতের ওপর।

একই ঘটনার ভিন্নভাবে পূর্বাভাস দেওয়া যাবে। তবে কূটনৈতিক পূর্বাভাস সবসময় যৌক্তিক হতে হবে।

মায়ানমারের সাথে চুক্তি করার আগে ভারত ও চীনের সাথে আলোচনা করা জরুরি ছিল বলে মনে করছেন কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা। তাদের মতে, হঠাৎ করে মায়ানমারের সাথে করা এই চুক্তির কারণে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। তবে এই চুক্তির কারণে চীনের সাথে মায়ানমারের সম্পর্কের অবনতি হলে– চীন ও ভারত দু' দেশেরই তোপের মুখে পড়বে বাংলাদেশ।

৯. এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে যা ক্যামেরায় দেখানো যাচ্ছে না। এসব ক্ষেত্রে অবশ্য পিটিসির বক্তব্য প্রমাণ করার সামর্থ্য প্রতিবেদকের হাতে থাকতে হবে।

আশ্রয় কেন্দ্রে সপ্তাহে জনপ্রতি ১০ কেজি চাল ও দু' কেজি করে ডাল দেওয়ার কথা। দুর্গত লোকজনের অভিযোগ তা ঠিকমত দেওয়া হচ্ছে না। তবে কার্ড কেড়ে নেওয়ার ভয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলার সাহস পাচ্ছে না।

দু'মাস অচলাবস্থার পর হঠাৎ করেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষ বলছেন, ধীরে ধীরে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনুকূলে আসায় বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। তবে গুজব ছড়িয়েছে, গতকাল রাতে ছাত্রলীগের সাথে প্রশাসনের গোপন বৈঠকের সমঝোতার ভিত্তিতে খুলে দেওয়া হয়েছে।

১০. একুশে ফেব্রুয়ারি, বিজয় দিবস, পয়লা বৈশাখ বা ঈদ, পূজার মতো বিশেষ দিনে বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষ করে পিটিসি দেওয়া যেতে পারে। তবে এসব পিটিসিতে ওই ঘটনার গুরুত্ব, সম্মান, মর্যাদা তুলে ধরার পাশাপাশি তা জাতি ও সমাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে।

একুশে ফেব্রুয়ারির পিটিসি

রক্তের আবেদন বড় দীর্ঘস্থায়ী। তা না হলে সালাম বরকতের রক্তে স্বাধীনতার সিঁড়ি তৈরি হতো না। পাহাড়ি ঢলকেও বুঝি হার মানায় সন্তান হারা মায়ের অশ্রুর স্রোত। তাই তো দেখি বায়ান্নর ৫৮ বছর পরও শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাতে এই লাখো মানুষের ঢল।

সুজন মেহেদী, ওয়ান নিউজ, ঢাকা।

www.pathagar.com

কত মানুষ একসাথে হলে, তাকে বলা হয় জনসমাগম। কত রং এক সাথে হলে, তাকে বলা হয় বর্ণিল। কত উৎসাহ এক সাথে হলে, তাকে বলে উৎসব। এসব প্রশ্নের উত্তর জানার দরকার হয় না, যখন বাঙালির উৎসবের নাম হয় নববর্ষ। আর দিনটি হয় পয়লা বৈশাখ।

সুজন মেহেদী, ওয়ান নিউজ, ঢাকা।

১১. এছাড়া দেশের বাইরে কোথাও গেলে ঘটনাস্থলে প্রতিবেদকের উপস্থিতি প্রমাণের জন্য পিটিসি দেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ঘটনাস্থল যেন ফ্রেমের মধ্যে প্রতিবেদকের পিছনে এমনভাবে থাকে যাতে দর্শকরা সহজেই বুঝে নিতে পারেন কোন দেশে বা কোন অনুষ্ঠানে পিটিসি দেওয়া হয়েছে।

উপসংহার পিটিসির সহজ সূত্র

বিবিসি, সিএনএন, আল জাজিরা ও স্কাই নিউজের পিটিসি দেখে আমি একটা নিয়ম অনুসরণ করি এবং তা বেশ ভালোও লাগে। আপনাদের জন্য সূত্রটি তুলে দিলাম। নতুন যারা পিটিসি চর্চা করবেন তাদের কাজে লাগবে।

১. সাধারণ নিয়ম, আইন, হবার কথা+কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে/ কিন্তু ভুক্তভোগীরা বলছেন+ কারণ+ দরকার/ হতে পারে
২. সাধারণভাবে যা ঘটছে+ কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন+ দরকার/ হতে পারে

উপরের এই নিয়ম মেনে আমার দেওয়া কয়েকটি পিটিসি'র উদাহরণ তুলে ধরা হলো :

কেরানিগঞ্জের জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী ছাত্র ও ছাত্রীর অনুপাত সমান হবার কথা+কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এখানে ছাত্রী সংখ্যা ছাত্রের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি+কারণ গরিব অভিভাবকরা তাদের ছেলেদের না পাঠিয়ে উপবৃত্তি পেতে মেয়েদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন+গরিব ছাত্রদের জন্য একই ধরনের ব্যবস্থা না নিলে শিক্ষার হারের ওপর এর মারাত্মক প্রভাব পড়তে পারে।
সুজন মেহেদী, ওয়ান নিউজ, কেরানিগঞ্জ, ঢাকা।

রাজউকের নিয়ম অনুযায়ী ২০ তলার বেশি ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প সহন ক্ষমতা থাকতে হবে+ তবে পরিবেশবাদী বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঢাকার ৯৫ ভাগ বহুতল ভবনের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম মানা হয়নি+ এসব ভবন চিহ্নিত করে ভূমিকম্প সহন ক্ষমতা বাড়ানো না হলে এগুলো ঢাকা শহরের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াবে বলেও মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।
সুজন মেহেদী, ওয়ান নিউজ, ঢাকা।

www.pathagar.com

সরকারি হিসেবে গত ৫০ বছরে কুতুবদিয়া দ্বীপের প্রায় ৬০ ভাগ এলাকা সমুদ্রে তলিয়ে গেছে+ গবেষকরা বলছেন, এইভাবে ভাঙন চলতে থাকলে আগামী ২০/২৫ বছরে দ্বীপটি বিলীন হয়ে যাবে+এ অবস্থা এড়াতে অবিলম্বে দ্বীপের চারদিকে কনক্রিটের উঁচু বাঁধ নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন, কুতুবদিয়াবাসী।
সুজন মেহেদী, ওয়ান নিউজ, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।

পিটিসিতে শট কী হবে

প্যান, জুম, টিল্ট ও ট্র্যাকিং শট

ফিক্সড ফ্রেম : সাধারণ ঘটনার পিটিসি'র ক্ষেত্রে ঘটনার বিষয়বস্তু পিছনে বা একপাশে রেখে ক্যামেরার অবস্থানের কোনো পরিবর্তন না করে পিটিসি দেওয়া হয়।

প্যান : যখন পিটিসিতে ঘটনার বিশালতা প্রমাণের দরকার হয় তখন ক্যামেরা প্যান করে ঘটনাস্থল দেখিয়ে রিপোর্টারের অবস্থানে আসা হয়।

কৃষিজমি ও আবাদ নিয়ে পিটিসি দেওয়ার সময় বিস্তৃত মাঠ থেকে ক্যামেরা প্যান করে রিপোর্টারের কাছে আসা যেতে পারে।

সেচ সুবিধা নিয়ে পিটিসি'র ক্ষেত্রে পানির পাম্প থেকে প্যান করে কৃষিজমিতে দাঁড়ানো রিপোর্টারের কাছে আসা যেতে পারে।

জুম ইন/ আউট : সাধারণত Ending PTC তে বিষয়বস্তু থেকে ক্যামেরা জুম ইন করে রিপোর্টারের ওপর এসে শেষ হয়।

জুম ইন করার অর্থ হচ্ছে বিশালত্ব থেকে কোনো একটি বিশেষ পয়েন্টকে হাইলাইট করা।

লঞ্চডুবির ঘটনায় পিছনে উদ্ধারকারী জাহাজ, হাজারো অপেক্ষমাণ মানুষ ও উদ্ধার তৎপরতাকে পিছনে রেখে পিটিসি শুরু করা হয়। এরপর জুম ইন করে রিপোর্টারের কাছে এসে শট শেষ হয়।

জনসভার শেষে জুম ইন পিটিসি দেওয়া হয়।

জুম আউট করা হয় Starting এবং Mid পিটিসি এর ক্ষেত্রে । জুম আউট করার অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র অংশকে বিশালত্বের মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া। যেমন Starting পিটিসিতে রিপোর্টারের ক্লোজ শট থেকে শুরু হয়ে জুম আউট করে ঘটনাস্থলের লং শটে এসে শেষ করা যেতে পারে।

টিল্ট ডাউন : কোনো উঁচু ভবন বা উঁচু স্থানের ঘটনা নিয়ে পিটিসি দেবার সময় উঁচু স্থান বা ছাদ থেকে ক্যামেরা টিল্ট ডাউন করে নিচে দাঁড়ানো রিপোর্টারের কাছে আসা হয়।

www.pathagar.com

টিল্ট আপ : রিপোর্টার যদি উঁচু জায়গায় থাকেন আর ক্যামেরাম্যান যদি নিচে থাকেন তাহলে পিটিসি নিচ থেকে শুরু করে টিল্ট আপ করে উপরে রিপোর্টারের কাছে যাওয়া হয়। ঈদে বাড়ি ফেরার ভিড় দেখাতে প্লাটফর্ম থেকে টিল্ট আপ করে ট্রেন বা লঞ্চের ছাদে দাঁড়ানো রিপোর্টারের কাছে গিয়ে শট শেষ হয়।

ট্র্যাকিং : এর অর্থ অনুসরণ। র‍্যালি, সংঘর্ষ, যুদ্ধ, যান চলাচল, মানুষের চলার গতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে গতিশীলতা বোঝাতে রিপোর্টার হাঁটতে থাকেন আর ক্যামেরা তাঁকে অনুসরণ করে, এমন শটকে বলে ট্র্যাকিং শট। ঘটনার গতিশীলতা এবং তার সাথে রিপোর্টারের সংশ্লিষ্টতা যোগ করে রিপোর্টকে গতিশীল করার জন্য ট্র্যাকিং শট নেওয়া হয়। বিশ্বজুড়ে বেশিরভাগ বিখ্যাত টিভি রিপোর্টার পিটিসির জন্য ট্র্যাকিং শট ব্যবহার করে থাকেন।

হরতাল, সংঘর্ষের সময় রিপোর্টার যখন ঘটনাকে পিছনে রেখে বর্ণনা করেন তখন ট্র্যাকিং করে রিপোর্টারকে অনুসরণ করা হয়।

পিটিসি দেওয়ার সময় করণীয়

১. পিটিসি দেওয়ার জন্য রিপোর্টারকে অবশ্যই সরাসরি লেন্সের দিকে তাকাতে হবে। দাঁড়াতে হবে ঘটনাস্থলকে প্রমাণ করার মতো জায়গায়, যেখানে পর্যাপ্ত আলোর সুবিধা আছে।

২. রিপোর্টারকে হতে হবে প্রাণবন্ত, পোশাক হতে হবে পরিপাটি এবং ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বন্যার সংবাদ কাভার করতে কোট-টাই পরে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না । বন্যা বোঝাতে পিটিসি দেওয়ার

www.pathagar.com

সময় গলা পানিতে নামার কোনো দরকার নেই। পানির গভীরতা বোঝাতে হাঁটু পানিতে নেমে কিছুটা হাঁটা যেতে পারে। ঈদের দিন শার্টের বদলে পাঞ্জাবি পরা, আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে রিপোর্ট করার সময় বিজনেস স্যুট পরে যাওয়াই নিয়ম।

৩. স্ক্রিপ্টে অবশ্যই লিখতে হবে এমন কিছু পিটিসিতে বলা যাবে না। একইভাবে পিটিসিতে যা বলা হবে স্ক্রিপ্টে তা আনা যাবে না।

৪. রিপোর্টারের পিছনের ব্যকগ্রাউন্ড ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। রিপোর্টার অসহনীয় যানজটের কথা বলছেন কিছু পিছনটা ফাঁকা– এমন হওয়া চলবে না।

৫. পিটিসি লম্বা করা যাবে না। ১৫-২০ সেকেন্ডের পিটিসি আদর্শ।

৬. পিটিসিতে একটি বিষয় আনুন। অনেকগুলো বিষয় একসাথে এনে তালগোল পাকানোর দরকার নেই।

৭. পিটিসির বক্তব্য স্পষ্ট করুন। কার দাবি, কার প্রত্যাশা, কে জবাব দেয়নি এসব খুলে বলুন। 'এমনটাই প্রত্যাশা সবার' -– জাতীয় ভিত্তিহীন কথা এড়িয়ে চলুন।

৮. সংশ্লিষ্টরা এই শব্দটি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন। অযথা সংশ্লিষ্টরা ব্যবহার করবেন না।

সংশ্লিষ্টরা ব্যবহারের পিটিসির একটি নমুনা।

বই প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, যথেষ্ট সময় হাতে রেখে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে দায়িত্ব দিলে এবারের পাঠ্যবই সংকট হতো না। ভবিষ্যতে এ ঘটনা এড়াতে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়া এবারের কারসাজির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন তারা।

৯. পিটিসি সুন্দর ও সাবলীল করার জন্য পিটিসির কথা লিখে নিয়ে চর্চা করা যেতে পারে। পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ডের ছবি নিতে বাধা দেয় এমন জিনিস ও মানুষের ভিড় যথাসম্ভব সরিয়ে দিতে হবে। দৃষ্টিকটু লাগে এমন দৃশ্য যেমন রান্নাঘর, টয়লেট ইত্যাদি পিছনে না রাখা ভালো।

১০. মাইক্রোফোনে কোনো নয়েজ থাকা চলবে না। বিষয়টি বারবার পরীক্ষা করতে হবে।

১১. রোদের লুকোচুরি খেলা, প্রচণ্ড বাতাসের শব্দ ইত্যাদি সময়ে পিটিসি না দেওয়া ভালো। এতে ছবির আলো ও শব্দের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

১২. মাইক্রোফোন ধরার ক্ষেত্রে এক হাতে ধরা উচিত। অন্যহাত Body Language হিসেবে কাজে লাগানো উচিত। মাইক্রোফোন এমন দূরত্বে রাখা যাবে না যাতে তার শব্দ পেতে সমস্যা হয়। আবার এত

www.pathagar.com

কাছে নেওয়া যাবে না যেন মনে হয় রিপোর্টার মাইক্রোফোন খাচ্ছেন! মুখ থেকে ৬-১২ ইঞ্চি দূরত্বে মাইক্রোফোন রাখা উচিত।

১৩. বেশি নড়াচড়া করতে হবে বা দূর থেকে জুম ইন করতে হবে এমন পিটিসি দেওয়ার আগে কর্ডলেস মাইক্রোফোন নেওয়া যেতে পারে। কথার সাথে দুই হাত ও শরীরের সাবলীল ব্যবহারের জন্য ক্লিপ মাইক্রোফোন ব্যবহার করা যেতে পারে।

১৪. পিটিসির জন্য বেশি সময় ব্যয় করা ঠিক নয়। এতে ঘটনাস্থল থেকে স্টেশনে পৌঁছে রিপোর্ট তৈরি করতে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। রিপোর্ট ধরা খাওয়ার চেয়ে পিটিসি না যাওয়াই ভালো।

১৫. রিপোর্টিং জীবনের শুরুর দিকে কেবল উপসংহার পিটিসি বা Ending PTC দেওয়া উচিত। সূচনা পিটিসি বা Starting PTC এবং Mid PTC চর্চা না করাই ভালো, এ দুটো বিষয় অনেক দিন দেখে শুনে আয়ত্ত করা উচিত।

অনুশীলনী

১. পিটিসি কী ? প্রতিবেদক ছবি ও বক্তব্য দিয়ে দর্শককে যা দেখাতে পারেন তা হবে তার স্ক্রিপ্ট। আর যা দেখাতে পারবে না, সেই তথ্য থাকবে তার পিটিসিতে– আপনি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত।

২. পিটিসি কত রকমের হতে পারে ? PPF কোন ধরনের পিটিসি দেওয়ার জনপ্রিয় পদ্ধতি ?

৩. পিটিসি-তে জুম ইন/আউট, টিল আপ/ডিউন ইত্যাদি শট ব্যবহারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৪. প্রথম বাক্যে কী হয়েছে, পরের বাক্যে কী হতে যাচ্ছে– এটি কোন ধরনের পিটিসি'র সাধারণ নিয়ম। বাস্তবে কীভাবে আপনি এই নিয়ম অনুসরণ করবেন ? মিথ বা ঐতিহাসিক ঘটনার ক্ষেত্রেও কি এই নিয়ম প্রযোজ্য ?

৫. উপসংহার পিটিসি কী ? এই পিটিসি-তে কীভাবে ঘটনার ধারণা ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাস দেওয়া হয় ?

www.pathagar.com

অধ্যায় ১১
টিভি সংবাদ স্ক্রিপ্ট

এক একটি শব্দ অনেক কিছু বলে দেয়। মানুষের একটা আওয়াজ শুনলে আমরা বুঝতে পারি তিনি বৃদ্ধ না শিশু, নারী না পুরুষ। তেমনি শব্দই বলে দেয় বস্তুটি গিটার না পাথর। সুতরাং যারা শুনতে পারেন তাদের জন্য শব্দের যথার্থ ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শব্দের ভুল ব্যবহারে অর্থ পাল্টে গিয়ে অনেক সময় বড় সমস্যা তৈরি করে।

তাই টিভি সংবাদ লেখার প্রথম ও প্রধান শর্ত হচ্ছে শোনার জন্য লিখতে হবে। আর শোনার জন্য লেখার সবচেয়ে উপযোগী উপায় হচ্ছে সহজ উপায় লেখা।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

সহজ কথা কইতে তুমি কহ যে
সহজ কথা যায় না বলা সহজে ।।

সহজ কথা যিনি যত সহজে তার স্ক্রিপ্টে বলতে পারেন তিনি ততটাই দক্ষ হয়ে ওঠেন সাংবাদিকতায়। টিভি অফিসে তার গ্রহণযোগ্যতাও তত বেশি হয়।

বই বা সংবাদপত্র পড়ার সময় পাঠকের আরেকবার পড়ার সুযোগ আছে। রেডিও টিভির ক্ষেত্রে একবার সংবাদ হয়ে গেলে তা আর শোনার উপায় নেই। শ্রোতা বা দর্শকের কাছে এমন কোনো যন্ত্র নেই যে পিছনের শব্দগুলো পুনরায় শোনা যাবে। তাই সম্প্রচার মাধ্যমের শব্দের ব্যবহার এমন হওয়া চাই, যাতে সবাই একবারেই সব শব্দের অর্থ বুঝে নিতে পারে। ফলে টিভি সাংবাদিকরা যা বলার একবারই বলবেন এবং তা তাদের সহজ কথায় বলতে হবে।

একজন প্রতিবেদকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সংবাদের স্ক্রিপ্ট লেখা। প্রতিবেদক ঘটনাস্থলে কী দেখলেন, কী জানলেন তার সমন্বিত ফসল হলো প্রতিবেদকের স্ক্রিপ্ট। সেই স্ক্রিপ্ট হবে সহজ, সংক্ষিপ্ত এবং সরাসরি।

www.pathagar.com

প্রতিবেদক যখন স্ক্রিপ্ট লিখবেন তখন থেকেই বারবার পড়তে হবে। দেখতে হবে শুনতে কেমন লাগে। কোনো শব্দ শুনতে খারাপ, খটকা বা খাপছাড়া লাগলে শব্দ বদলে ফেলতে হবে। আগে নিজে সন্তুষ্ট হোন, তারপর লেখা শেষ করুন। (নিজে সন্তুষ্ট না হয়ে লেখা শেষ করা যাবে না।)

স্ক্রিপ্ট লেখার শুরুতে ছবির কথা ভাবুন। কোন ছবি দিয়ে শুরু করতে চান, গল্পটি সেখান থেকেই শুরু করুন। এরপর মূল ঘটনায় ঢুকুন। একটার পর একটা ঘটনা দর্শকদের জানাতে থাকুন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকদের সাথে রাখুন। সব ধরনের ভাবগাম্ভীর্য, পরিভাষা আর কথার মারপ্যাঁচ থেকে টিভি স্ক্রিপ্টকে দূরে রাখুন। মেনে চলুন:

No Journalese, No Jargon, No Verbal Overload

স্ক্রিপ্টের কোথাও দর্শকদের জ্ঞান পরীক্ষা করার দরকার নেই। লেখার স্টাইল হবে গল্প বলার মতো। সাধারণভাবে দশ বছরের শিশু থেকে ৯৫ বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই যেন বুঝতে পারে, স্ক্রিপ্টের ভাষা তেমনই হতে হবে।

পশ্চিমা টিভি স্টেশনের জন্য স্ক্রিপ্ট লেখার ক্ষেত্রে তিনটি সূত্র মনে রাখতে বলা হয়।

প্রথমত : Say, what you see. অর্থাৎ আপনি যা দেখেছেন কেবল সেটুকুই বলুন।

দ্বিতীয়ত : To tell a story. অর্থাৎ দর্শকদের জন্য গল্প বলুন।

তৃতীয়ত : KISS - keep it simple & short. অর্থাৎ স্ক্রিপ্টকে অবশ্যই সংক্ষিপ্ত ও সরল রাখুন।

টেলিভিশন মূলত বিনোদন মাধ্যম তাই স্ক্রিপ্টের মধ্যে যেন বিনোদন চাহিদা থাকে সেদিকেও সাংবাদিকের খেয়াল রাখা উচিত। টিভি সংবাদে সবাই আসলে বিস্তারিত ঘটনা সংক্ষিপ্ত আকারে জানতে হয়। যা মোটেই সহজ কাজ নয়। এজন্য সংবাদপত্রের চেয়ে টিভি সংবাদ স্ক্রিপ্ট কিছুটা আলাদা হয়।

এবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত ও টেলিভিশনে প্রচারিত একই ঘটনার দুটি নমুনা দেখলে টিভি স্ক্রিপ্ট লেখার ধারণা পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ

নারায়ণগঞ্জে পুকুর থেকে যমজ দু'শিশুর লাশ উদ্ধার বাবা আটক

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ উপজেলার কদমতলী নামক গ্রামের একটি পুকুর থেকে নয় মাস বয়সী দুই যমজ শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। হত্যার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ শিশুদের বাবা আবুল কাশেমকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের ধারণা সীমন্ত ও শিমু নামের ওই দুই শিশুকে পরিকল্পিতভাবে পুকুরের পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানা পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্র জানায়, কদমতলীর নওয়াব মিয়ার বাড়ির ভাড়াটিয়া আবুল কাশেমের সাথে সালমার বিয়ে হয় সাত থেকে আট বছর আগে। তাদের ছিল পাঁচ বছর বয়সী এক ছেলে ও নয় মাস বয়সী যমজ ছেলে-মেয়ে সীমন্ত ও শিমু। পোশাক তৈরির কারখানার অল্প বেতনে তাদের সংসার ঠিকমত চলছিল না। এ নিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হতো। সোমবার রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আবুল কাশেম ও সালমা তিন সন্তান নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে ঘুম থেকে উঠে সালমা দেখেন সীমন্ত ও শিমু বিছানায় নেই। খোঁজ করার পর বাড়ি থেকে ৫০ গড় দূরের একটি পুকুরে দুই শিশুর লাশ দেখতে পায় এলাকাবাসী। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে গিয়ে লাশ দুটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়।

এ ঘটনায় সালমা তার স্বামী আবুল কাশেমকে আসামি করে হত্যা মামলা করেছেন। এজাহারে বলা হয়েছে সোমবার রাতের কোনো এক সময় আবুল কাশেম দুই শিশু সন্তানকে চুবিয়ে হত্যা করে।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এসএম বদরুল আলম জানান, ধারণা করা হচ্ছে পারিবারিক কলহের জের ধরে শিশু দুটিকে পরিকল্পিতভাবে পুকুরের পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আসামি আবুল কাশেমকে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

টিভির জন্য এত লম্বা স্ক্রিপ্ট পড়া সম্ভব নয়। সময়ের কারণে টিভি সংবাদ স্ক্রিপ্ট যেমন ছোট করতে হয় তেমনি সবার ধারণ করা বক্তব্য যোগ করে সংবাদটিকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হয়।

এবারের উপরের ঘটনাটি কীভাবে টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছিল তা দেখে নিই :

www.pathagar.com

লিংক

নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ উপজেলার কদমতলী গ্রামের একটি পুকুর থেকে দুই যমজ শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নয় মাস বয়সী শিশুদের হত্যার অভিযোগে পুলিশ তাদের বাবা আবুল কাশেমকে গ্রেফতার করেছে। দীপু চৌধুরীর রিপোর্ট।

প্যাকেজ

(পুকুরের পাশে ঢেকে রাখা লাশের ছবি দিয়ে শুরু)

নারায়ণগঞ্জের কদমতলীর এই পুকুরে সকালে ভেসে ওঠে ন'মাসের যমজ শিশু সীমন্ত ও শিমুর ছোট্ট দুটি প্রাণহীন দেহ।

এমবিয়েন্ট: মায়ের কান্না

তৈরি পোশাক শ্রমিক আবুল কাশেম ও সালমা দম্পতির সন্তান তারা। স্বামী, পাঁচ বছরের আরও এক শিশুসহ রাতে খাওয়ার পর একসাথে ঘুমালেও সকালে উঠে যমজ শিশুদের পাননি সালমা। কিছুক্ষণ খোঁজার পর বাড়ির কাছের এক পুকুর থেকে এলাকাবাসী তার শিশুদের উদ্ধার করে। সালমার অভিযোগ স্বামী আবুল কাশেমই পানিতে চুবিয়ে হত্যা করেছে, তার শিশুদের ।

সিঙ্ক/সটঃ সালমা

লাশ উঠানোর পর শিশুদের গলায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তবে নিজের শিশুদের হত্যার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আবুল কাশেম।

সিঙ্ক/সটঃ আবুল কাশেম

হত্যার অভিযোগে সালমার দায়ের করা মামলায় আবুল কাশেমকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সংসারের অভাবের কারণে শিশু দুটিকে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশের ধারণা।

সিঙ্ক/সটঃ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

লাশ দুটি ময়না তদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যার কারণ জানতে আবুল কাশেমকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

দীপু চৌধুরী, এনবিসি নিউজ, নারায়ণগঞ্জ ।

www.pathagar.com

লিঙ্ক বা Lead/ Intro/ Link/ In Vision(IV)

সংবাদপত্রের প্রথম প্যারাকে বলা হয় Intro বা Lead । আর টিভি সংবাদের দুই বা ততোধিক অংশ থাকে। এর প্রথম অংশকে বলা হয় In Vision বা Link .

সংবাদপত্রের সংবাদে Intro বা সংবাদ সূচনা লেখার সময় ষড়-ক বা 5W & H এর প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়। টেলিভিশন সংবাদেও তেমনি ষড়-ক বা 5W & H এর উপাদান থাকে। তবে টিভি সংবাদ এ Link এর মূল উদ্দেশ্য থাকে News Body অর্থাৎ সংবাদের দ্বিতীয় বা অন্যান্য অংশগুলোর সাথে যোগসূত্র তৈরি করা। আর একারণেই একটি টিভি সংবাদের সূচনা বাক্যগুলোকে Intro এর পরিবর্তে বলা হয় Link বা যোগসূত্র। টিভি সংবাদে বেশকিছু ধরনের লিঙ্কের ব্যবহার দেখা যায়।

Leading with the Summary/ সারমর্ম দিয়ে শুরু

টিভি সংবাদের যে লিঙ্কে কেবল মূল কথাটা বলা হয় তাকে Summary Lead বলে। বাকি বিষয়গুলো প্যাকেজ বা উভ অংশের জন্য রেখে দেওয়া হয়। তবে লিঙ্ক এমন হতে হবে যেন পুরো বিষয়টির একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া যায়। লিঙ্ক দেখে দর্শকরা পুরো সংবাদ দেখতে আগ্রহ বোধ করেন এমন তথ্য থাকতে হবে। কোনো ধরনের নাটকীয়তা ছাড়াই সরাসরি লিঙ্ক লেখার এই কৌশলকে বলা হয় Direct Lead বা Easy Lead.

আমরা একই ঘটনার প্যাকেজ ও উভের লিঙ্ক দেখলেই পার্থক্য বুঝতে পারব।

প্যাকেজ	উভ
প্রায় ১৫শো কোটি টাকা খরচে রাজধানীর হাতিরঝিল উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করেছে জাতীয় অর্থনৈতিক কমিশনের নির্বাহী পরিষদ- একনেক। দুপুরে কমিশনের সাপ্তাহিক বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত জানান প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকার যানজট ও জলাবদ্ধতা কিছুটা কমবে। দীপু চৌধুরীর রিপোর্ট।	প্রায় ১৫ শো কোটি টাকা খরচে রাজধানীর হাতিরঝিল উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করেছে জাতীয় অর্থনৈতিক কমিশনের নির্বাহী পরিষদ- একনেক। দুপুরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিশনের সাপ্তাহিক বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

এখানে প্যাকেজে একটি বাক্য বেশি যোগ করা হয়েছে প্যাকেজের সাথে যোগসূত্র তৈরি করার জন্য।

www.pathagar.com

Leading with the Latest/সবশেষ তথ্য দিয়ে শুরু

যখন কোনো সম্প্রচার দিনব্যাপী বা দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে তখনকার সবশেষ পাওয়া তথ্য দিয়ে লিঙ্ক লেখা হয়।

এখন পর্যন্ত পিলখানা বিডিআর সদর দপ্তর থেকে ৪০ জন সেনাকর্মকর্তার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৩৮ জনের পরিচয় নিশ্চিত হয়েছে। দুপুরে তদন্ত কমিটির প্রধান ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন পিলখানা এলাকা পরিদর্শন করেছেন। এসময় তিনি বলেছেন, ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। সুজন মেহেদী জানাচ্ছেন বিস্তারিত।

The Chronological Lead /ধারাবাহিকতা

সাধারণত ফলো আপ সংবাদের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক লিঙ্ক লেখা হয়। এসব লিঙ্কে আগের ঘটনার আচড় থাকে।

চিত্রনায়িকা সোমা হত্যাকাণ্ডের চারদিন পার হলেও পুলিশ এখনো কাউকে আটক করতে পারেনি। পুলিশ বলছে গতকাল তার বনশ্রীর বাসায় পাওয়া মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে হত্যাকারীদের খোঁজা হচ্ছে।

২.

টানা তিনদিন চেষ্টার পর শিল্পমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী আবুল হাশেমের জ্ঞান ফিরেছে। সোমবার মতিঝিল থেকে অপহৃত হবার পর বুধবার রাতে অজ্ঞান অবস্থায় তাকে বাড্ডার বাসার নিচে পাওয়া যায়। তবে জ্ঞান ফিরে এলেও কে বা কারা তাকে অপহরণ করেছিল তা জানাতে পারেননি আবুল হাশেম।

The Next Lead /পরবর্তী সংবাদ লিঙ্ক

একটি সংবাদের সাথে যখন আরেকটি সংবাদের সেতু তৈরি করা হয় বা একই ঘটনার যখন অনেকগুলো অংশ (Angle) থাকে তখন তাদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরির জন্য Next Lead ব্যবহার করা হয়।

১.

এদিকে পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ও রমনা উদ্যান এলাকা উৎসবের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়। লাখো মানুষের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে রমনা বটমূল ও চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণ। আবহমান বাঙালি সংস্কৃতির নানা আয়োজনে দিনভর সরগরম ছিল টিএসসি এলাকা।

www.pathagar.com

২.

এদিকে প্রস্তাবিত বাজেটকে উচ্চাভিলাষী ও গণবিরোধী বলে মন্তব্য করেছে বিএনপি। বাজেট বক্তৃতার উপর দেওয়া এক তাৎক্ষণিক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী সদস্য এম কে আনোয়ার বলেন, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামো উন্নয়নে বরাদ্দ কমানো হয়েছে। তিনি বলেন রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য সরকারের ভ্যাট বাড়ানোর পরিকল্পনা মূল্যস্ফীতি বাড়াবে।

৩.

বিরোধী দলের এই দাবিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল হক। তিনি বলেন, ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের জন্য বিএনপি অযৌক্তিক দাবি করছে।

The Breaking Lead

তাৎক্ষণিকতা ও দ্রুততার সাথে ঘটনার গুরুত্ব তুলে ধরতে ব্রেকিং লিঙ্ক লেখা হয়। তবে কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে একটি বুলেটিনের জন্য তা ব্রেকিং নিউজ থাকে। পরবর্তী বুলেটিনের জন্য তা সাধারণ সংবাদে পরিণত হয়।

এইমাত্র পাওয়া খবরে জানা গেছে, রাজধানীর সবচেয়ে বড় ও বিলাসবহুল শপিং মল বসুন্ধরা সিটিতে আগুন লেগেছে। ভবনের ১৪ ও ১৫ তলা থেকে আগুনের কুণ্ডলী ও ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। তবে এখনো দমকল বাহিনীর কোনো দল ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছাতে পারেনি।

নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা কিছুক্ষণ আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে হিলারি ক্লিনটনের নাম ঘোষণা করেছেন। ওমাবা এখন ওয়াশিংটনের একটি হোটেলে তার গুরুত্বপূর্ণ কেবিনেট সদস্যদের নাম ঘোষণা করছেন।

The Hard Lead ও The Soft Lead

কোনো ধরনের শব্দের খেলা ছাড়াই ষড়-ক এর উপাদান সাজিয়ে লিঙ্ক লেখাকে বলে হার্ড লিড। একই ঘটনা যখন মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয় তখন তা হয় সফট লিড। সফট লিড-এ সরাসরি কী হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না। অর্থাৎ সফট লিড লেখার সময় ষড়-ক মানা হয় না।

www.pathagar.com

হার্ড লিড	সফট লিড
ভুল চিকিৎসার শিকার মেধাবী ছাত্রী রিনি দুটি কিডনি হারিয়ে এখন মৃত্যুর সাথে লড়ছে। রাজধানীর মেট্রোপলিটন হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে। তবে আর্থিক সংকটের কারণে আগামী মাস থেকে রিনির চিকিৎসা করানো সম্ভব হবে না বলে জানিয়েছেন বাবা কেরামত আলী	ডাক্তারের ভুল চিকিৎসায় দুটো কিডনি নষ্ট হয়ে গেলেও ১১ বছরের রিনি জানে না; সে এখন জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে। রাজধানীর মেট্রোপলিটন হাসপাতালের বিছানায় অসহ্য যন্ত্রণায় তার জীবনের আলো শেষ হয়ে আসছে। আর্থিক সংকটের কারণে উন্নত চিকিৎসার কথা ভাবতেও পারছেন না অসহায় বাবা কেরামত আলী।

সফট লিড -এ একই কথা লেখা ঘুরিয়ে মানবিকভাবে লেখার কারণে লিঙ্কের মধ্যেই রিনির যন্ত্রণা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যা হার্ড লিড-এ কখনোই ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হতো না। একই ঘটনার কয়েকটি হার্ড লিড ও সফট লিডের কয়েকটি নমুনা দেওয়া হলো।

হার্ড লিড	সফট লিড
পুরোপুরি সুস্থ হতে না পারলে পপ সম্রাট আজম খান আর গান শোনাতে পারবেন না।	আর কোনদিন শ্রোতাদের গান শোনাতে পারবেন কিনা, তা জানা নেই পপ সম্রাট আজম খানের।
ঢাকা সফরে এসে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে ফুটবল খেললেন জিনেদিন জিদান। ১০ মিনিট তিনি নিজের শরীরে ফুটবলকে আটকে রেখেছিলেন।	নাচের ছন্দ আর মায়াবী দক্ষতায় নিজের ফুটবল প্রতিভা ঢাকাবাসীর সামনে মেলে ধরলেন সফররত ফ্রান্সের ফুটবল জাদুকর জিনেদিন জিদান।
গ্রিন রোড়ে একটি ভবনে আগুন লেগে এক মহিলা মারা গেছে। তবে ওই ঘটনায় মহিলার শিশু সন্তান আহত হয়েছে।	শিশু সন্তানকে বাঁচাতে পারলেও নিজে বাঁচতে পারলেন না মা শেফালী বেগম।

প্যাকেজ লেখা

প্যাকেজ লেখার আগে পুরো ঘটনাকে ভাগ করে ফেলুন। এ অধ্যায়ের শুরুতে আমরা যে ঘটনাটি জেনেছি সেখানে কয়েকটি অংশ আছে। যমজ শিশুদের লাশ খুঁজে পাওয়া, কে হত্যাকারী, কী জন্য হত্যা করা হয়েছে, পুলিশ কী করেছে/বলেছে, সবশেষ পরিস্থিতি।

এভাবে যে ঘটনারই প্যাকেজ করতে চান পুরো ঘটনাকে আপনার নোটবুকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে ফেলুন। এবার আপনার কাজ হচ্ছে একটি বিষয়ের জন্য

www.pathagar.com

একটি প্যারা করবেন। প্যাকেজ ছোট করতে চাইলে দুটো কাছাকাছি ধরনের বিষয় এক প্যারায় আনতে পারেন।

এবার দেখে নিই প্যাকেজের প্যারাগুলো কীভাবে একের পর এক সাজাবেন।

প্যাকেজের প্রথম প্যারা

টিভি সংবাদের প্রথম প্যারার বর্ণনা হবে নাটকীয় যেন প্রথম বাক্যটি শুনে অমনোযোগী দর্শকও ঘুরে তাকায়। তবে নাটকীয়তা করতে হবে অবশ্যই ছবির সাথে মিল রেখে। সবচেয়ে অর্থপূর্ণ বা সবচেয়ে নান্দনিক ছবিটি হবে প্যাকেজের প্রথম শট। তার সাথে যোগ করতে হবে শব্দের নাটকীয় গাঁথুনি। সেই সাথে প্রতিবেদকের গলার স্বর যদি আকর্ষণীয় হয়, তবে প্যাকেজের শুরুতেই দর্শক বাজিমাত।

প্যাকেজের প্রথম ছবিটি এমবিয়েন্ট দিয়ে শুরু করুন। সম্ভব হলে প্রথম বাক্যটি বলে থামুন। আবারো এমবিয়েন্ট শুনিয়ে দিন।

(পুকুরের পাশে ঢেকে রাখা লাশের ছবি দিয়ে শুরু)

নারায়ণগঞ্জের কদমতলীর এই পুকুরে সকালে ভেসে ওঠে ন'মাসের যমজ শিশু সীমন্ত ও শিমুর ছোট্ট দুটি প্রাণহীন দেহ।

এমবিয়েন্টঃ মায়ের কান্না (৩ সেকেন্ড)

নাটকীয় বর্ণনা শেষে বলতে শুরু করুন কীভাবে ঘটনা ঘটেছে। এবার আপনার বর্ণনা (স্ক্রিপ্ট/ভয়েস ওভার) প্রমাণ করুন সিঙ্ক/সট বা ভক্সপপ যোগ করে।

তৈরি পোশাক শ্রমিক আবুল কাশেম ও সালমা দম্পতির সন্তান তারা। স্বামী, পাঁচ বছরের আরও এক শিশুসহ রাতে খাওয়ার পর একসাথে ঘুমালেও সকালে উঠে যমজ শিশুদের পাননি সালমা। কিছুক্ষণ খোঁজার পর বাড়ির কাছের এক পুকুর থেকে এলাকাবাসী তার শিশুদের উদ্ধার করে। সালমার অভিযোগ স্বামী আবুল কাশেমই পানিতে চুবিয়ে হত্যা করেছে, তার শিশুদের ।

সিঙ্ক/সটঃ সালমা

প্যাকেজের দ্বিতীয় প্যারা

প্যাকেজের দ্বিতীয় প্যারা হলো ঘটনার ধারাবাহিকতা। যেসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি দেওয়া বাকি আছে তা দেওয়া হয় এই প্যারায়। প্রথম প্যারায় সিঙ্ক যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই দ্বিতীয় প্যারার বর্ণনা শুরু করতে হবে। অনেক সময় প্রথম প্যারার যে প্রশ্ন করা হয় বা যে অভিযোগ ওঠে তার জবাব দেওয়া হয় দ্বিতীয় প্যারায়।

www.pathagar.com

লাশ ওঠানোর পর শিশুদের গলায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তবে নিজের শিশুদের হত্যার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আবুল কাশেম।

সিঙ্ক/সটঃ আবুল কাশেম

প্যাকেজের তৃতীয় প্যারা

প্যাকেজের তৃতীয় প্যারাকে সাধারণত কর্তৃপক্ষের বক্তব্য বলা হয়। তবে সবসময় যে এই রীতি মেনে চলতে হবে এমন কোনো কথা নেই। উপরের উদাহরণে পুলিশের কাজের বর্ণনা ও তাদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

হত্যার অভিযোগে সালমার দায়ের করা মামলায় আবুল কাশেমকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সংসারের অভাবের কারণে শিশু দুটিকে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশের ধারণা।

সিঙ্ক/সটঃ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

প্যাকেজের শেষ প্যারা

প্যাকেজের শেষ প্যারায় সাধারণত সবশেষ পরিস্থিতি জানানো বা ব্যাখ্যা করা হয়। ঘটনায় কোনো বৈসাদৃশ্য, অসামঞ্জস্য, অপূর্ণতা ও ঘাটতি থাকলে তা তুলে ধরা হয়। অনেক সময় পিটিসি দিয়ে প্যাকেজ শেষ করা হয়। সবশেষে থাকে রিপোর্টারের পরিচিতি বা Pay Off.

লাশ দুটি ময়না তদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যার কারণ জানতে আবুল কাশেমকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

দীপু চৌধুরী, এনবিসি নিউজ, নারায়ণগঞ্জ ।

তবে মনে রাখতে হবে প্যাকেজের শেষ প্যারাও হতে হবে তথ্য সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয়। একই ঘটনার পুনরুক্তি করা যাবে না। এমন বাক্য দিয়ে শেষ করতে হবে যেন দর্শক রিপোর্টটি দেখে সন্তুষ্ট হতে পারেন।

www.pathagar.com

মৌলিক প্যাকেজ স্ক্রিপ্ট লেখার কিছু উদাহরণ

অপরাধ বিষয়ক রিপোর্ট

অপরাধ বিষয়ক ঘটনা সাধারণ ঘটনার মতো করে ঘটে না। অপরাধীরা এমনভাবে ঘটনা ঘটায় যেন কেউ তাদের ধরে ফেলতে না পারে। ফলে সাধারণ অনেক ঘটনা প্রতিবেদকের সামনে হলেও অপরাধ ঘটনা ঘটে ক্যামেরার আড়ালে। অপরাধ ঘটনায় ক্যামেরা ধারণ করা হয় অপরাধ হয়ে যাবার পর।

অপরাধ ঘটনা অপরাধের ধরন, অপরাধীর উদ্দেশ্য, স্বার্থ ও ঘটনার আকস্মিকতা একেক রকম হয়। ফলে অপরাধ রিপোর্ট লেখার ক্ষেত্রে ধরাবাধা নিয়মের আওতায় কাজ করা কঠিন। পুলিশ তদন্ত, আইন-কানুন, অপরাধীদের অবাধ বিচরণ ও তাদের হুমকি-নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলো মাথায় রেখেই একজন অপরাধ প্রতিবেদককে কাজ করতে হয়। ইচ্ছে থাকলেও প্রতিবেদকের পক্ষে এমন কিছু তুলে আনা যায় না, যা তদন্তকে বাধাগ্রস্ত করে এবং প্রতিবেদককে অপরাধীরা সরাসরি তাদের টার্গেট বানায়। তবে মোটামুটিভাবে অপরাধ বিষয়ক রিপোর্ট লেখার সময় ছয়টি বিষয় খেয়াল রাখতে হয় :

১. কারা জড়িত (The People Involved)– ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তি (অভিযুক্ত/বাদি/ পরিবারের লোকজন/তদন্ত কর্মকতা) সকলের নাম, পরিচয়, বয়স, পেশাসহ দরকারি তথ্য।

২. টাকার পরিমাণ (The Money Involved)- আর্থিক হিসেবে কত টাকার ডাকাতি হয়েছে, কত টাকার জন্য ডাকাতি, খুন বা ছিনতাই হয়েছে। কত টাকার দেনা-পাওনা ছিল। কত টাকা লেনদেন হয়েছে।

৩. পরিস্থিতি (Circamstances)– কোন বিশেষত্বের কারণে ঘটনাটি সংবাদ হওয়ার যোগ্য তা বিবেচনা করতে হবে। যদি কোন পুলিশ সদস্য ১০০ টাকাও ছিনতাই করে তা সংবাদ আবার ১০০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার কোনো সংবাদ নয়। ঘটনা দেখার পর প্রতিবেদককে নিজের কাছেই প্রশ্ন করতে হবে– ঘটনাটি আসলেই সংবাদ হওয়ার যোগ্য কিনা?

৪. স্থান (The Location)– কোথায় অপরাধ ঘটেছে– বাসা, অফিস, শপিংমল, রাস্তা নাকি পুলিশ হেডকোয়ার্টার বা থানার সামনে। কোনো জায়গা দিয়ে আক্রমণ হয়েছে– দরজা, জানালা, ছাদ না ভেন্টিলেটর। কোথায় অপরাধী লুকিয়ে ছিল, কোথায় অপেক্ষা করেছে, কীভাবে এসেছে–বাস, ট্যাক্সি, রিক্সা। কীভাবে পালিয়েছে– এমন সব তথ্যই সমান জরুরি।

www.pathagar.com

৫. উদ্দেশ্য (Motivation)– প্রত্যেক অপরাধেরই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকে। অপরাধীকে পাওয়া গেলে সে যদি স্বীকার করে তার কাছেই জিজ্ঞাসা করতে হবে কেন সে একাজ করেছে। তাকে না পাওয়া গেলে বা অস্বীকার করলে প্রত্যক্ষদর্শী, আত্মীয়স্বজন, পুলিশ, গোয়েন্দাদের কাছ থেকে জানতে চেষ্টা করতে হবে অপরাধের উদ্দেশ্য কী ছিল। সাধারণত টাকা-পয়সা লেন-দেন, লোভ-হিংসা-ঈর্ষা-ঘৃণা-ভালোবাসা-প্রত্যাখ্যান-প্রতিশোধ ও মানসিক বিকৃতির কারণে অপরাধ হয়ে থাকে।

৬. প্রকৃত ঘটনা (The Action/Fact)– অপরাধের পর অপরাধ ঘটনা কাভার করতে যাওয়া হয়। তাই মূল ঘটনা জানার চেষ্টা করা দরকার। এজন্য প্রত্যক্ষদর্শী, পুলিশ, গোয়েন্দা ও আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে রিপোর্টারকে ধারণা নিতে হয়। মনে রাখতে হবে অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তি ও পুলিশ নিজেদের স্বার্থে ঘটনার ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে। এ অবস্থা এড়াতে যত বেশি লোকের বক্তব্য নেওয়া যাবে তত সত্যের কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব। মূল ঘটনা জানতে আরও কিছু তথ্য জানতে হয়। যেমন– গ্রেফতার, ক্ষয়ক্ষতি, তল্লাশি, জিজ্ঞাসাবাদ, অপরাধীর পূর্ব রেকর্ড, অভিযোগ এবং আহত ও নিহতের তথ্য।

অপরাধ ঘটনার লিঙ্ক বা ইন্ট্রো কেমন হবে

প্রথম বাক্য– খুন/ হত্যা/ ধর্ষণ/ চুরি/ ডাকাতি/ অপহরণ/ ছিনতাই/ ছুরিকাঘাত/ লুটপাট ইত্যাদির তথ্য

দ্বিতীয় বাক্য– কীভাবে অপরাধটি হয়েছে

তৃতীয় বাক্য– অভিযোগে গ্রেফতার/জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক/ জিজ্ঞাসাবাদ/ সন্দেহ

লিঙ্ক

রাজধানীর আদাবরে ছয় বছরের এক শিশুর লাশ বস্তাবন্দি উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ বলছে, কে বা কারা শিশু সামিউলকে গলা টিপে হত্যা করে লাশ বস্তায় ভরে ফেলে রেখে যায়। এ ঘটনায় শিশুটির মা আয়েশা বেগমকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। দীপু চৌধুরীর রিপোর্ট।

অপরাধ ঘটনার প্যাকেজ কেমন হবে

প্রথম প্যারা – অপরাধ ঘটনা প্রকাশ হওয়ার তথ্য +কীভাবে ঘটনা ঘটেছে তার বিস্তারিত বিবরণ

দ্বিতীয় প্যারা – ক্ষয়ক্ষতি+অভিযোগ/ সন্দেহ

www.pathagar.com

তৃতীয় প্যারা – কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ড ও বক্তব্য
চতুর্থ প্যারা – ঘটনার পর সবশেষ পরিস্থিতি

এবার আমরা উপরের নিয়ম মেনে পুরো প্যাকেজ লিখে ফেলি

প্যাকেজ

নিখোঁজ হওয়ার দু'দিন পর মোহাম্মদপুর নবোদয় হাউজিং সোসাইটির বাসার কাছ থেকেই উদ্ধার করা হলো ছয় বছরের শিশু সামিউলের লাশ।
এমবিয়েন্টঃ কান্নাকাটি
বৃহস্পতিবার সকালে একই এলাকার পাচিল ঘেরা পরিত্যক্ত প্লটে কাগজ কুড়াতে গিয়া বস্তাবন্দি শিশুর পা দেখে তাকে খুঁজে পায় এক টোকাই। পরে আশপাশের লোকজন জানতে পেরে পুলিশকে খবর দেয়। জানাজানি হবার পর বাবা-মা এসে সামিউলের লাশ সনাক্ত করেন। বাবা একেএম আজম জানান, মঙ্গলবার বিকেলে খেলতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি সামিউল। সন্তান হত্যার জন্য স্ত্রী আয়েশা ও তার প্রেমিককে দায়ী করেন তিনি।

সিঙ্ক/সটঃ একেএম আজম

অভিযোগের আঙুল মা আয়েশার দিকে উঠলেও সাংবাদিকদের দ্বিধায় ফেলে দেয় তার বিলাপ আর আহাজারি।

সিঙ্ক/সটঃ আয়েশা বেগম

কোনো মা তার নিজের সন্তানকে খুন করতে পারে তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও প্রাথমিক তদন্তে আয়েশা বেগমকেই হত্যাকারী হিসেবে সন্দেহ করছে পুলিশ। তারা বলছেন, পরকীয়া প্রেমের ঘটনা জেনে ফেলায় শিশুটিকে হত্যা করা হতে পারে।
সিঙ্ক/সটঃ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আয়েশা বেগমকে আটক করেছে আদাবর থানা পুলিশ। শিশু সামিউলের লাশ ময়না তদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
দীপু চৌধুরী , এনবিসি নিউজ, ঢাকা।

www.pathagar.com

সড়ক দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিধস, ভবনধস, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ সংঘর্ষ, গোলাগুলি, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ইত্যাদি সংবাদ কাভার করার ক্ষেত্রে জনপ্রিয় একটি পদ্ধতির নাম CCDDS পদ্ধতি। এর পাঁচটি ইংরেজি বর্ণ পাঁচটি বিষয়ের আদ্যাক্ষর। এই পাঁচটি বিষয় খেয়াল রাখলে প্রতিবেদকের জন্য কোনো তথ্যই অজানা থাকার কথা নয়।

C – Casualties – আহত/নিহত

প্রতিবেদককে জানতে হবে কতজন নিহত বা আহত হয়েছে। জানতে হবে আহত নিহতদের পরিচয়, তাদের মধ্যে সমাজে পরিচিত বা বিখ্যাত কেউ আছেন কিনা, আহতদের মধ্যে কেউ গুরুতর আহত থাকলে তার জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ঘটনায় কেউ নিখোঁজ আছে কিনা, এসব প্রশ্নের উত্তর।

C – Cause – ঘটনার কারণ

প্রত্যক্ষদর্শী ও বেঁচে যাওয়া বা আহত ব্যক্তিদের কাছ থেকে দুর্ঘটনা কীভাবে ঘটল তা জানা যেতে পারে। দুর্ঘটনার কারণ জানা যেতে পারে পুলিশ, দমকল বাহিনী, পরিবেশ, পানি, আগুন, প্রকৌশল ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে। এ পর্যায়ে প্রতিবেদককে কখন, কোথায়, কেন এবং কীভাবে -- এই চারটি প্রশ্নের উত্তর নিশ্চিত হতে হবে।

D – Danger – বিপদের মাত্রা

দুর্ঘটনার ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা পেতে হবে। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শী বা বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা ভালোভাবে জানাতে পারে। কী অবস্থার কারণে প্রাণহানি বা বিপদ কমেছে বা বেড়েছে তাও জানতে এবং জানাতে হবে যাতে পরবর্তীতে এ ধরনের পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায়।

D – Damages – ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

প্রতিবেদককে নিজে দেখতে হবে কোন কোন জিনিস নষ্ট বা ধ্বংস হয়েছে। সম্পদ ও জানমালের কতটুকু ক্ষতি হয়েছে এবং এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কত সময় লাগবে তা জানতে হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, মুখপাত্র বা ঘটনা সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে।

www.pathagar.com

S- Status- সবশেষ পরিস্থিতি

দুর্ঘটনার পর নিহত বা আহতদের জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, নিখোঁজ বা দুর্গত মানুষের সাহায্যে কোনো ধরনের তৎপরতা আছে কিনা, ত্রাণ তৎপরতা, দুর্গত এলাকা ঘোষণার মতো কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিনা, দুর্ঘটনা বা সংঘর্ষের কারণ খুঁজে দেখতে কোনো তদন্ত কমিটি হয়েছে কিনা এসব প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরি।

এবার একটি সংবাদ জেনে নেই

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক সড়ক দুর্ঘটনায় সাত জন নিহত ও ২৫ জন আহত হয়েছে। বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে মারা যায় পাঁচ জন। ট্রাকটি চাল বোঝাই ছিল। ট্রাকটি খাদে পড়ে যাওয়ায় দশ টন চাল নষ্ট হয়ে গেছে। বাসটি ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাচ্ছিল। ট্রাকটি ছিল ঢাকাগামী। সকাল ১০টার দিকে মহাসড়কের আশুগঞ্জ সার কারখানার কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে সার কারখানার নির্বাহী প্রকৌশলী রাশেদুল হক ও তার স্ত্রী নাসরিন হকও আছেন। ট্রাক চালক হামিদসহ নিহত অন্যরা হলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ব্যবসায়ী আফজাল হোসেন ও মোহাম্মদ হুমায়ুন, সার কারখানার শ্রমিক আলাল মিয়া ও জোনায়েদ হোসেন। আহত যাত্রীরা জানিয়েছে হঠাৎ ট্রাকটি বাসের সামনে চলে আসে। পুলিশ বলছে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে পারে। ট্রাকচালক আলাল, দুই ব্যবসায়ী ও দু'জন শ্রমিক ঘটনাস্থলেই মারা যায়। আশুগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পর মারা যায় রাশেদুল ও তার স্ত্রী নাসরিন। আহতরা এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সেখানে হৃদয় বিদারক অবস্থার সৃষ্টি হয়। আহতদের ভিড়ে হাসপাতালে জনবল ও ওষুধ সংকট দেখা দেয়। আহতদের মধ্যে ৮ জনের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় বিকেলে তাদের সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। দমকল বাহিনী ট্রাকটি উদ্ধারের চেষ্টা করছে। বাসটি অবন্তিকা পরিবহনের। বাস চালক ইমদাদ আহত। লাশগুলো ময়না তদন্তের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এধরনের ঘটনার লিঙ্ক লেখার নিয়ম

১. প্রথমে নিহত বা আহত এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানানো।
২. কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি থাকলে তার পরিচয়সহ অবস্থা উল্লেখ করা।
৩. কীভাবে ঘটনা ঘটল।
৪. সরকার কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে কিনা (কাউকে হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় আনা, তদন্ত কমিটি করা)

নিয়মগুলো অনুসরণ করে প্যাকেজের লিঙ্কটি লিখি

www.pathagar.com

লিঙ্ক

ঢাকা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহাসড়কে এক দুর্ঘটনায় আশুগঞ্জ সার কারখানার প্রকৌশলী রাশেদুল হক ও তাঁর স্ত্রীসহ সাত জন মারা গেছেন। আহত হয়েছেন অন্তত আরও ২৫ জন। পুলিশ বলছে, আশুগঞ্জ সার কারখানার কাছে বাস-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দীপু চৌধুরীর রিপোর্ট।

এ ধরনের ঘটনার প্যাকেজ লেখার নিয়ম

১. ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা দিন
২. নিহত-আহতের সংখ্যা ও তাদের পরিচয় জানান
৩. দুর্ঘটনার কারণ উল্লেখ করুন
৪. নিহত বা আহাদের কী অবস্থা, তাদের কোথায় নেওয়া হয়েছে জানান
৫. সবশেষ পরিস্থিতি কী, কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, (উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা, তদন্ত কমিটি, গ্রেফতার, পুলিশ-সেনা মোতায়েন, ১৪৪ ধারা-কারফিউ ইত্যাদি)

এবার উপরের নিয়মগুলো মেনে প্যাকেজটি লিখে ফেলতে পারি

প্যাকেজ

ব্রাহ্মণবাড়িয়াগামী বাসযাত্রীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সামনে থেকে সরাসরি আঘাত হানে চাল বোঝাই ট্রাক। আশুগঞ্জ সার কারখানার কাছে ভয়াবহ এ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মারা যায় ট্রাক ড্রাইভারসহ ৫ জন। আহত হয়েছে অন্তত ২৫ জন। গুরুতর আহত সার কারখানার নির্বাহী প্রকৌশলী রাশেদুল হক ও তার স্ত্রী নাসরিন হক হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান।

ভক্সপপ: ২জন প্রত্যক্ষদর্শী

দুর্ঘটনায় নিহত অন্যরা হলেন ট্রাক চালক হামিদ, আশুগঞ্জের ব্যবসায়ী আফজাল হোসেন ও মোহাম্মদ হুমায়ুন, সার কারখানার শ্রমিক আলাল মিয়া ও জোনায়েদ হোসেন। পুলিশ ও এলাকাবাসীর সহায়তায় আহতদের স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়েছে। গুরুতর আহত ৮ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে। চালবাহী ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারানোর ফলে দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশের ধারণা।

সিঙ্ক/সটঃ পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

নিহতদের লাশ ময়না তদন্তের জন্য বাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। খাদে পড়ে যাওয়া চালবাহী ট্রাকটি উদ্ধারের চেষ্টা করছে দমকল বাহিনী। দুর্ঘটনার কারণে মহাসড়কে দেড় ঘণ্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল।

দীপু চৌধুরী, এনবিসি নিউজ, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

www.pathagar.com

দুর্ঘটনা, দুর্যোগ, দুর্বিপাক ইত্যাদি ঘটনা একই নিয়মে লেখা হয়। এসব ঘটনায় নিহত, আহত, ক্ষয়ক্ষতি, ত্রাণ ও উদ্ধার তৎপরতাই মুখ্য হয়ে ওঠে। তাই মৃত্যু, হতাহত, সংঘর্ষ, দুর্যোগ, ক্ষয়ক্ষতির Link বা Lead লেখার আরও কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়।

১. মৃত্যুকে শিরোনাম করুন, যদি কারো মৃত্যু হয়

২. কারো মৃত্যু না হলে আহত দিয়ে শুরু করুন

৩. কেউ আহত না হলে– ক'জনের জীবন বিপন্ন বা ক'জন ভয়াবহ বিপদ থেকে বেঁচে গেছে–- তা দিয়ে শুরু করুন।

৪. উপরের কোনো কিছু না ঘটলে ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ বা অসঙ্গতি দিয়ে শিরোনাম শুরু করুন।

একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের খবর জেনে নেই

পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলায় সোমবার রাতে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। আবহাওয়া অফিস বলছে তা ছিল টর্নেডো বা স্থানীয় নিম্নচাপ। এতে পাবনা জেলার বেড়া, সাঁথিয়া, ফরিদপুর এবং সিরাজগঞ্জের কাজিপুর, রায়গঞ্জ, তাড়াশ ও উল্লাপাড়া উপজেলার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কথা জানা গেছে। বেশি ক্ষতি হয়েছে পাবনা জেলায়। সেখানে অন্তত তিনজন আর একজন মারা গেছে সিরাজগঞ্জের তাড়াশে। পাবনার জেলা প্রশাসক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী জানান সোমবার গভীর রাতে টর্নেডোটি আঘাত হাতে। প্রায় দুই ঘণ্টা তাণ্ডবলীলা চালায়। এতে তিনশো কাঁচা বাড়ি, ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চারশো হেক্টর জমির আমন ধান ও মাছের ঘেরের ক্ষতি হয়েছে। আহত হয়েছে দু'শতাধিক মানুষ। তিন হাজার মানুষ এখন খোলা আকাশের নিচে বাস করছে। সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসক ইকবাল কবির জানান, একশোরও বেশি মানুষ আহত হয়েছে। আড়াইশো হেক্টর জমির ফসল আমন ধান নষ্ট হয়েছে। কাঁচাঘরবাড়িরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, দুই হাজার মানুষ খোলা আকাশের নিচে বাস করছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলা দুটির উপদ্রুত এলাকায় ত্রাণ তৎপরতা শুরু হয়েছে। তবে বিদ্যুতের ও টেলিফোনের খুঁটিগুলো এখনো মেরামত করা হয়নি।

www.pathagar.com

উপরের নিয়ম মেনে এবার সংবাদটি লিখি

লিঙ্ক

পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলায় গতকাল রাতের প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে এ পর্যন্ত ৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছে কমপক্ষে তিন শতাধিক মানুষ। ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে দুটি জেলার আট উপজেলার কাঁচা ঘরবাড়ি, গাছপালা ও আমন ফসল। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বিচ্ছিন্ন রয়েছে বিদ্যুৎ ও টেলিফোন সংযোগ। পাবনা থেকে মহিউদ্দিন আহমেদের পাঠানো রিপোর্ট, জানাচ্ছেন দীপু চৌধুরী।

প্যাকেজ

সোমবার গভীর রাতের আচমকা টর্নেডোর আঘাত লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে পাবনার বেড়া, সাঁথিয়া, ফরিদপুর এবং সিরাজগঞ্জের কাজিপুর, রায়গঞ্জ, তাড়াশ ও উল্লাপাড়া উপজেলার বিস্তৃর্ণ এলাকা। ঘূর্ণিঝড়ে ঘর ও গাছ চাপা পড়ে মারা গেছে দু বৃদ্ধ ও এক শিশুসহ চারজন। দুই জেলায় আহত হয়েছে অন্তত তিনশো নারী-পুরুষ।

ভক্সপপ: এলাকাবাসী

এলাকাবাসী জানায় সন্ধ্যার পর শুরু হওয়া হালকা বৃষ্টি ও দমকা বাতাস রাত ১২ টার পর হঠাৎ টর্নেডোতে রূপ নেয়। টানা দু'ঘণ্টার একটানা ঝড়ে কাঁচা ঘরবাড়ি, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ ফসলি জমি ও মাছের ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পাবনা জেলা প্রশাসক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী জানান, তার জেলার ৩ হাজার মানুষ এখন খোলা আকাশের নিচে বাস করছে।

সিঙ্ক/সট:পাবনার জেলা প্রশাসক

টেলিফোনে সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক ইকবাল কবির জানান, তার জেলায় আড়াইশো হেক্টর জমির আমন ধান নষ্ট হয়ে গেছে আর ঘরছাড়া হয়েছে ২ হাজার পরিবার। পল্লি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ আছে। তবে ইতিমধ্যে জেলা দুটিতে ত্রাণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন কর্মকর্তারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করছেন।

দীপু চৌধুরী, এনবিসি নিউজ ডেস্ক।

সংবাদ সম্মেলন

সাংবাদিকদের প্রায়ই নানা ধরনের সংবাদ সম্মেলন কাভার করতে হয়। সংবাদ সম্মেলনের ঘটনা সাধারণত হয় বক্তব্য ধর্মী। বড় কোনো ঘটনার সাথে সম্পর্ক থাকলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো তথ্যগুলোই দর্শকদের জানানো হয়। রাজনৈতিক দলের সংবাদ সম্মেলন সবসময়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ । এখন সংবাদ সম্মেলনের মডেল হিসেবে আমরা একটি রাজনৈতিক দলের সংবাদ সম্মেলন নিয়ে আলোচনা করব।

www.pathagar.com

দলীয় চেয়ারপার্সনের গুলশান কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন। নিচে বাস্তবের সাথে মিল রেখে কাল্পনিক বক্তব্য তুলে ধরা হলো।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা

আপনারা জানেন দেশ এখন গভীর সংকটের মুখোমুখি। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিকভাবে দেশ নানামুখী সমস্যায় নিমজ্জিত। এর জন্য কিছুটা দায়ী বিগত ফখরুদ্দিন-মঈন উদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার। আর বাকি সব কর্মকাণ্ডের দায় দায়িত্ব বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের। বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে সরকার একদলীয় শাসন কায়েম করেছে। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন ও নিপীড়ন চালাচ্ছে। মিছিল, মানববন্ধনসহ কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে দিচ্ছে না। বিরোধী দল কোথাও কর্মসূচি ডাকলেই সেখানে সরকারি দল অঙ্গ সংগঠনের নামে পাল্টা কর্মসূচি ডেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হচ্ছে। সেই সাথে চলছে নির্বিচার ধর-পাকড়, হামলা, মামলা পুলিশ ও দলীয় কর্মীদের দিয়ে নির্যাতন, লুটপাট।

সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,
দেশের মানুষের জীবনে আজ নাভিশ্বাস উঠেছে। জিনিসপত্রের দাম আমাদের সরকারের আমলের চেয়ে দ্বিগুণ-তিনগুণ বেড়েছে। বিদ্যুৎ সংকট ও লোডশেডিং এর কারণে এক দিকে যেমন শিল্প কলকারখানার উৎপাদন বন্ধ হতে বসেছে অন্যদিকে সাধারণ জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে প্রায়ই রাস্তায় এসে আন্দোলন করছে। গ্যাস নেই, পানি নেই। সব মিলিয়ে নাগরিক অধিকার বাড়ানোর কোনো উদ্যোগ না নিয়ে বিরোধী দলকে শায়েস্তা করার একমুখী কর্মসূচি নিয়েছে।

প্রিয় বন্ধুরা,
সরকারের প্রশাসনযন্ত্র এখন দলীয় ক্যাডারদের ব্যারাকে পরিণত হয়েছে। মেধাবী সরকারি কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলক অবসর ও ওএসডি করে রাখা হচ্ছে। দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী ও আমলাদের দাপটে সাধারণ মানুষের আজ আর কোনো নাগরিক অধিকার নেই। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর কয়েকজন উপদেষ্টা ও সরকারের কয়েকজন মন্ত্রীর দুর্নীতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে তাদের দলীয় কর্মীরাও প্রকাশ্যে তাদের প্রতিবাদ করছেন। আইন-শৃঙ্খলা অবনতি তো ১৯৭২ থেকে ৭৫ আমলের সাথে তুলনা করা চলে। হত্যা-ধর্ষণ, তরুণীদের উত্ত্যক্ত করা, ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি তো নিত্য ঘটনা। সারাদেশে ছাত্রলীগ-যুবলীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের এসব কাজে বেশি জড়িত দেখা গেলেও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। ছাত্রলীগের কারণে দেশের বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়ই অচল হয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা,
আমরা সরকারের এসব কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। আমরা সরকারকে সহযোগিতা দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সরকার কোনো সহযোগিতা নিতে আগ্রহী নয়। জাতীয় সংসদে কথা বলার কোনো পরিবেশ নেই। সুযোগ পেলেই তাদের প্রায় আড়াইশো এমপি একযোগে অশ্লীল ও অশ্রাব্য ভাষায় আক্রমণ করে। এই পরিস্থিতি সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করতে আগামী মাসে দলীয় চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া দেশের সাতটি বিভাগীয় শহরে জনসভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এছাড়া জেলা শহরগুলোতেও জনসভা করা হবে। সেখানে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন।
আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

সাংবাদিকদের প্রশ্ন: বিভাগীয় শহরে কবে কোথায় জনসভা হবে?

দেলোয়ার: আগামীকাল সন্ধ্যায় আমাদের স্থায়ী কমিটির বৈঠক আছে। সেখানে জনসভার তারিখগুলো চূড়ান্ত করা হবে। স্থায়ী কমিটির কোন সদস্য কোনো জেলায় যাবেন তাও আমরা ওই বৈঠক শেষে আপনাদের জানাতে পারব।

প্রশ্ন: আপনারা বলছেন, দেশের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, কিন্তু সরকার বিরোধী তেমন গণ-আন্দোলন তো চোখে পড়ছে না।

দেলোয়ার: গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ইস্যুতে জনগণ নিজেরাই মাঠে নামা শুরু করেছে। যখন বিএনপির মতো বড় দল জনগণের ইস্যু নিয়ে মাঠে নামবে তখন সাধারণ জনগণও তাতে যোগ দেবে। ফলে সরকার পতন হতে দেরি হবে না।

প্রশ্ন: আপনারা কবে থেকে মাঠে নামছেন?

দেলোয়ার: খুব শিগগিরই।

প্রশ্ন: তাহলে কি আমরা বলতে পারি খুব শিগগিরই এই সরকারের পতন হচ্ছে?

দেলোয়ার: নিশ্চয় হবে। জনগণ তো আমাদের সাথে আছে। সরকার জনগণের কোনো আশাই পূরণ করতে পারছে না। সবখানে দুর্নীতি আর দলীয়করণ। আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন, সরকার যদি তার আচরণ পরিবর্তন না করে আগামী একবছরের মধ্যে এদের পতন হবে।

প্রশ্ন: সরকারের তো একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। কীভাবে তাদের পতন ঘটাবেন?

দেলোয়ার: শুনুন, অতীতেও আপনারা দেখেছেন কীভাবে স্বৈরশাসকদের পতন ঘটেছে। জনগণের ক্ষোভের কাছে কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠতা টেকে না। সুতরাং জনগণ ক্ষেপে গেলে সরকারের রেহাই নেই।

উপরের এই সংবাদ সম্মেলনে একটি রাজনৈতিক দলের কাল্পনিক বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। সাংবাদিকদের সাথে কাল্পনিক কিছু প্রশ্নোত্তরও আছে।

www.pathagar.com

রিপোর্টারকে খুঁজে বের করতে হবে কোন কথাগুলো এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যা জনগণকে জানানো জরুরি।

এবার আমরা এই সংবাদ সম্মেলনের ওপর তৈরি নমুনা প্যাকেজটি দেখি।

লিঙ্ক

দুর্নীতি ও দলীয়করণ বন্ধ না হলে আগামী এক বছরের মধ্যেই সরকারের পতন হবে বলে দাবি করেছেন বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন। বিকেলে দলের গুলশান কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, বিএনপি মাঠে নামলেই দেশের অতিষ্ঠ জনগণ আন্দোলনে যোগ দেবে। খোন্দকার দেলোয়ার জানান, সরকারের অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড নিয়ে জনগণকে সচেতন করতে আগামী মাসে সব বিভাগীয় শহরে জনসভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি। দীপু চৌধুরীর রিপোর্ট।

প্যাকেজ

নির্ধারিত সময়ের প্রায় একঘণ্টা পর দলীয় চেয়ারপার্সনের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে হাজির হন বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন।

এমবিয়েন্ট: ১/২ সেকেন্ডের আপ সাউন্ড

লিখিত বক্তব্যে মহাজোট সরকারের বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, বিরোধী নেতাকর্মীদের অযথা নির্যাতনসহ নানামুখী ব্যর্থতার কথা তুলে ধরে বিএনপি মহাসচিব বলেন, খুব শিগগিরই এসব কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে মাঠে নামবে বিএনপি। তিনি দাবি করেন, আন্দোলনের ফলে একবছরের মধ্যেই সরকারের পতন হবে।

সিঙ্ক/সট: বিএনপি মহাসচিব

বিএনপি মহাসচিব অভিযোগ করেন, সরকার বিরোধী দলকে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি করতে দিচ্ছে না। উল্টো হামলা-মামলা দেওয়া হচ্ছে। কয়েকজন মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর কয়েকজন উপদেষ্টার দুর্নীতি আর দলীয়করণ সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসবের প্রতিবাদ জানাতে আগামী মাসে দেশের সব বিভাগীয় শহরে জনসভা করবে বিএনপি।

সিঙ্ক/সট: বিএনপি মহাসচিব

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বিভাগীয় শহরের পাশাপাশি জেলা শহরগুলোতেও জনসভা করবে বিএনপি। সেখানে বক্তব্য রাখবেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যরা। কাল সন্ধ্যায় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এসব জনসভার তারিখ চূড়ান্ত করা হবে।

দীপু চৌধুরী, এনবিসি নিউজ, ঢাকা।

www.pathagar.com

উপরের লিঙ্কটি খেয়াল করলে দেখব সেখানে তিনটি বাক্য আছে। সাধারণত দুটি বাক্যে লিঙ্ক লেখার নিয়ম থাকলেও এই সংবাদটিতে এত বেশি বিষয় আছে যে পুরো ঘটনার ধারণা দিতে তিনটি বাক্য লেখা হয়েছে। এখানে পর্যায়ক্রমে সরকারের পতন, বিএনপির আন্দোলন এবং কর্মসূচি এই তিনটি বিষয়ই লিঙ্ক এ রাখা দরকার।

লিঙ্কের শুরুতে আরেকটি বিষয় খেয়াল করুন, বলা হয়েছে খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন দাবি করেছেন; এর ফলে প্রতিবেদকের কোনো দায় থাকল না। লিঙ্কের দ্বিতীয় বাক্যে কোথায়, কখন এই দুটি প্রশ্নের সাথে একটি সফলভাবে বক্তব্য যুক্ত করা হয়েছে। মনে রাখবেন লিঙ্কের দ্বিতীয় বাক্যে যদি কখন, কোথায়, কেন, কীভাবে এর উত্তরের সাথে যদি বক্তব্য যুক্ত করা যায় তবে দর্শকদের শোনার জন্য সহজ ও সাবলীল মনে হয়।

পেগ স্টোরি

কোনো ঘটনা, অনুষ্ঠান, সেমিনার, সংবাদ সম্মেলন, জাতীয়/ আন্তর্জাতিক দিবসকে কেন্দ্র করে বা সেখান থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কোনো বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করার নাম পেগ পদ্ধতি। পেগ শব্দের অর্থ আংটা। যখন বিষয় ও ঘটনাকে আংটার মতো একত্রিত করা হয় তখন পেগ স্টোরি বলে। পেগ স্টোরিতে বর্তমান পরিস্থিতির সাথে তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক দিবসকে কেন্দ্র করে দিবসের আনুষ্ঠানিকতা ও বর্তমান পরিস্থিতিকে যুক্ত করা হয়।

পেস স্টোরি করার সময় মোটামুটি নিচের এই দুটি নিয়ম অনুসরণ করা হয়।

দিবসভিত্তিক পেগ স্টোরি	: বর্তমান পরিস্থিতি+তথ্য+সংশ্লিষ্ট মতামত + দিবসের আনুষ্ঠানিকতা
সভা-সেমিনারভিত্তিক পেগ স্টোরি	: বর্তমান পরিস্থিতি+সেমিনার/সংবাদ সম্মেলন +তথ্য+ মতামত

www.pathagar.com

একটি ঘটনা ও পেগ স্টোরি

ঢাকা মেট্রোপলিটন চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এমসিসিআই) এক সেমিনারের আয়োজন করে, ঢাকার যানজট ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর এর প্রভাব নিয়ে। এতে সড়ক ও জনপথ (সওজ) এর গবেষণা সেলের তিন প্রকৌশলী এক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এতে বলা হয় রাজধানীতে দেড় লক্ষেরও বেশি নিবন্ধিত যানবাহন আছে। লক্ষাধিক গাড়ি প্রতিদিন ঢাকার রাস্তায় চলাচল করে। ২০-৩০ হাজার গাড়িতে যাত্রী থাকে ১/২ জন। এই গাড়িগুলোই দখল করে রাখে ঢাকার রাস্তার এক-চতুর্থাংশ জায়গা। ফলে রাজধানীতে যানজটের কারণে বছরে ক্ষতি হচ্ছে ১২ হাজার কোটি টাকা। এর সাথে পরিবেশ দূষণ, স্বাস্থ্য ক্ষতি ও দুর্ঘটনা হিসেব করলে ক্ষতি হয় ১৯ হাজার কোটি টাকা। যানজটের ফলে দেড় কোটি নগরবাসীর দিনে ৮০ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। এজন্য তারা ঢাকার অতিরিক্ত মানুষের চাপ ও রেলের মতো বড় গণপরিবহন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাকে দায়ী করেন।

সেমিনারে ঢাকার পুলিশ কমিশনার জানান, যানজটের অন্যতম কারণ আইন মেনে না চলার প্রবণতা। এখন থেকে বিষয়টি কঠোরভাবে দেখা হবে। প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন জানান, সরকার ঢাকার বাইরে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করছে। যানজট সহনীয় করতে শিগগিরই কয়েকটি ফ্লাইওভার ও পাতাল রেল নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে।

অনুষ্ঠানে বেশিরভাগ বক্তার বক্তব্যের মূল সুর ছিল– ঢাকামুখী মানুষের স্রোত ঠেকাতে না পারলে যানজট কমানো যাবে না। এজন্য তারা প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা ও ঢাকার বাইরে কাজের সুযোগ বাড়ানোর পরামর্শ দেন।

এ ধরনের সেমিনার কাভার করতে গিয়ে প্রতিবেদক প্রায়ই দ্বিধায় পড়ে যান যে কোন ইস্যুকে তিনি সামনে নিয়ে আসবেন। এক্ষেত্রে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারাটা সাংবাদিকের সবচেয়ে বড় যোগ্যতা। অবশ্য সাংবাদিকের কাছে তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে জোরাল যুক্তি থাকতে হবে। অর্থাৎ নিজের মনকে সন্তুষ্ট করতে হবে কেন তিনি এই বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেন।
এবার দেখি এখানে কতটি ইস্যু আছে

১. যানজটের কারণে রাজধানীতে বছরে ১২ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি, গবেষকদের অভিমত।
২. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, যানজট নিরসনে খুব শিগগিরই কয়েকটি ফ্লাইওভার ও পাতাল রেল তৈরির কাজ শুরু হবে।
৩. ঢাকামুখী মানুষের স্রোত থামানো না গেলে ঢাকাকে যানজট মুক্ত করা সম্ভব নয়।

তিনটি ইস্যুর সব কয়টি কি লিঙ্কে আনা সম্ভব? কমপক্ষে দুটি ইস্যুকে লিঙ্কে রাখার চেষ্টা করতে পারেন। বাকি ইস্যুকে প্যাকেজের জন্য রেখে দিন। তিনটি ইস্যুর জন্য তিনটি সিঙ্ক বাছাই করে রাখুন। এবার স্ক্রিপ্টটি লিখে ফেলুন।

www.pathagar.com

লিঙ্ক.

ঢাকার বাইরে কাজের সুযোগ না বাড়ালে যানজট মুক্ত ঢাকা গড়ে তোলা অসম্ভব বলে মনে করেন নগর ও সড়ক বিশেষজ্ঞরা। অর্থনীতির ওপর যানজটের বিরূপ প্রভাব নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে তারা বলেন, ঢাকার যানজট কমাতে সবার আগে ঢাকামুখী মানুষের স্রোত থামাতে হবে। আর গবেষকরা বলছেন, কেবল যানজটের কারণে বছরে ১৯ হাজার কোটি টাকার লোকসান গুনতে হচ্ছে। দীপু চৌধুরীর রিপোর্ট।

প্যাকেজ.

ঢাকার এমন কোনো রাস্তা নেই যেখানে যানজটে পড়তে হয় না। আর এভাবে যানজটে পড়ে নষ্ট হচ্ছে নগরবাসীর মূল্যবান শ্রমঘণ্টা।

এমবিয়েন্ট: গাড়ির শব্দ

সড়ক ও জনপদ বিভাগের গবেষকরা বলছেন, প্রতিদিন ঢাকায় এক লাখ গাড়ি চলাচল করছে। যার মধ্যে আছে ২৫ হাজার ব্যক্তিগত গাড়ি যা চারভাগের একভাগ রাস্তা দখল করে রাখে। আর বছরে শুধু যানজটের কারণেই ক্ষতি হচ্ছে প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকা।

সিঙ্ক/সট: গবেষকদের একজন

সকালে ঢাকা মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ– এমসিসিআই আয়োজিত সেমিনারের মূল প্রবন্ধে সওজের গবেষকরা ঢাকার যানজটের জন্য অতিরিক্ত মানুষের চাপ ও রেলের মতো বড় গণপরিবহন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাকে দায়ী করেন। মূল আলোচনায় বিশেষজ্ঞরা বলেন, ঢাকার যানজট কমাতে ঢাকামুখী মানুষের স্রোত কমাতে হবে আর ঢাকার বাইরে বাড়াতে হবে কাজের সুযোগ।

সিঙ্ক/সট: সাবেক সচিব রেজাউল হায়াত+ অধ্যাপক আইনুন নিশাত

ঢাকার বাইরে কাজের সুযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি যানজট কমাতে সরকারের বেশ কিছু উদ্যোগের কথা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

সিঙ্ক/ সট: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

এসময় পুলিশ কমিশনার একেএম শহিদুল হক জানান, যানজট কমাতে, ট্রাফিক আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দীপু চৌধুরী, এনবিসি নিউজ, ঢাকা।

www.pathagar.com

এবার উপরের লিঙ্কটি একটু বদলে দিই

লিঙ্ক
রাজধানীতে শুধু যানজটের কারণেই বছরে ১৯ হাজার টাকার ক্ষতি হয়। ঢাকামুখী মানুষের স্রোত কমানো না গেলে কোনোভাবেই যানজট কমানো যাবে না। বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর যানজটের বিরূপ প্রভাব নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে বিশেষজ্ঞরা এসব মন্তব্য করেন। দীপু চৌধুরীর রিপোর্ট।

এই লিঙ্কটির শেষে বলা হয়েছে : 'সেমিনারে বিশেষজ্ঞরা এসব মন্তব্য করেন'। যখন সংবাদ পাঠক এই কথা বলবেন, তখন কিন্তু দর্শক সেমিনার দেখার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়বে। ফলে প্যাকেজ আপনি আর যানজটের ছবি দিয়ে শুরু করতে পারবেন না। কারণ দর্শককে আপনি সেমিনারে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে রাস্তায় টেনে আনতে পারেন না। তখন প্যাকেজ শুরু হবে অন্যভাবে। নিচে প্যাকেজের শুরুর অংশটি দেখি।

প্যাকেজ

রাজধানীর যানজট সমস্যা ও অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব নিয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ– এমসিসিআই আয়োজিত সেমিনারে সড়ক বিভাগের গবেষকরা জানান, যানজটের কারণে প্রতিদিন বছরে দেড় কোটি লোকের ৮০ লক্ষ শ্রমঘণ্টা নষ্ট হয়। ফলে বছরে লোকসান হচ্ছে ১৯ হাজার কোটি টাকা।
সিঙ্ক/সটঃ গবেষকদের একজন

এরকম ঘটনা যারা পেগ না করে সরাসরি সেমিনার কাভার করেন, তারা করতে পারেন তবে এতে দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় না। অনেক সময় সংবাদের খুব বেশি চাপ থাকে আবার অনেক সময় প্রতিবেদক ফাঁকি দেওয়ার জন্য কেবল সাদামাটা Event Coverage করে থাকেন ।

পেগ স্টোরির আরেকটি উদাহরণ

উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান ঐক্য পরিষদের সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়েছে জাতীয় প্রেসক্লাবে। বার্তা সম্পাদক বা প্রধান প্রতিবেদক আপনাকে পরিষদের দাবি-দাওয়া নিয়ে একটি পেগ স্টোরি করার দায়িত্ব দিলেন। পরদিন যথা সময়ে সংবাদ সম্মেলন হলো।

সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্যের সারাংশঃ

www.pathagar.com

পরিস্থিতিঃ ২০০৯ সালের ২৯ জানুয়ারি নির্বাচনের পর নির্বাচিত ৪৮১ জন উপজেলা চেয়ারম্যান ও ৯৬২ জন ভাইস চেয়ারম্যান কর্মহীন সময় কাটাচ্ছেন। তাঁদের কোনো দায়িত্ব ও ক্ষমতা নেই। ২০০৯ সালের এপ্রিলে উপজেলা পরিষদ আইনের সংশোধনী আইন পাসের পর সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা বেড়ে গিয়ে কার্যত ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছেন উপজেলার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। পরিপত্র জারির মাধ্যমে তাঁরা উপজেলা পরিষদে একটি কক্ষ পেলেও তাদের একজন কর্মচারী পর্যন্ত নেই। এলাকার উন্নয়নে তারা কোনো ভূমিকা রাখতে পারছেন না। ফলে জনগণের কাছে নির্বাচনের আগে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা রাখতে না পেরে চরম বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন তাঁরা।

দাবি- ১. অবিলম্বে উপজেলা পরিষদ আইন সংশোধন করে উপজেলার সার্বিক কর্তৃত্ব পরিষদের হাতে দিতে হবে।

২. পরিপত্র জারি করে অফিস, কর্মচারী ও মাসিক ভাতা দিতে হবে (এরকম ১০টি দাবি)

কর্মসূচি- একমাসের মধ্যে দাবি মানা না হলে অনশন ও বিক্ষোভসহ কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

এধরনের সংবাদ সম্মেলনের সাধারণত তিনটি অংশ থাকে। পরিস্থিতি, দাবি ও কর্মসূচি।

এধরনের স্টোরি করতে গিয়ে প্রতিবেদক সাধারণত এরকম লিঙ্ক লিখে থাকেন

লিঙ্ক

একমাসের মধ্যে আইন সংশোধন করে উপযুক্ত ক্ষমতা দেওয়ার দাবি জানিয়েছে উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান ঐক্য পরিষদ। দাবি মানা না হলে অনশন ও বিক্ষোভ করার ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা।

এই ধরনের লিঙ্ক ঘটনার গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। একই ঘটনা একটু ঘুরিয়ে একে বিশেষ রিপোর্টের আকার দেওয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

লিঙ্ক.

নির্বাচিত হবার ছ'মাস পার হলেও দায়িত্ব বুঝে পাননি উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানরা। ক্ষমতা, দায়িত্ব বা ভাতা, কোনো কিছু না পেয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন প্রায় দেড় হাজার নির্বাচিত প্রতিনিধি। ক্ষমতা ফিরে পেতে অবিলম্বে উপজেলা পরিষদ আইন সংশোধনের দাবি করেছেন তাঁরা। দীপু চৌধুরীর রিপোর্ট।

প্যাকেজ.

সবশেষ উপজেলা নির্বাচন হয়েছিল ২০০৯ সালের ২৯ জানুয়ারি। এদিন জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন ৪৮১টি উপজেলার একজন করে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান।
এমবিয়েন্ট: উপজেলা নির্বাচন

নির্বাচনের ছ'মাস পার হলেও এখনো কোনো ক্ষমতা পাননি নির্বাচিত প্রায় দেড় হাজার জনপ্রতিনিধি। বেশিরভাগ উপজেলা পরিষদে তাদের কোনো অফিস নেই। নেই ক্ষমতা বা দায়িত্ব। ফলে স্থানীয় উন্নয়ন কাজেও তাঁদের কোনো ভূমিকা নেই। উপজেলা চেয়ারম্যানদের অভিযোগ, আইন সংশোধন করে তাঁদেরকে আরও ক্ষমতাহীন করে দেওয়া হয়েছে।

সিঙ্ক/সট: একজন চেয়ারম্যান+একজন ভাইস-চেয়ারম্যান

এ অবস্থায় সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান ঐক্য পরিষদ। এসময় তাঁরা উপজেলা পরিষদ আইন সংশোধনসহ ১০ দফা দাবি তুলে ধরেন।

সিঙ্ক/সট: ঐক্য পরিষদ সভাপতি

একমাসের মধ্যে দাবি মানা না হলে রাজধানীতে বিক্ষোভ ও অনশন করার ঘোষণা দিয়েছেন, পরিষদ নেতারা।

দীপু চৌধুরী,
এনবিসি নিউজ, ঢাকা।

উপরের এই লিঙ্কে কিন্তু সংবাদ সম্মেলনের কথা বলা হয়নি। এখানে ঐক্য পরিষদের লিখিত বক্তব্যের ভিত্তিতে পরিস্থিতি লিখে তার সাথে সংবাদ সম্মেলনকে পেগ করা হয়েছে। ফলে সংবাদ সম্মেলন এখানে গৌণ বিষয় হয়ে গেছে। মুখ্য হয়ে উঠেছে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের সমস্যা।

www.pathagar.com

কূটনৈতিক ইস্যু

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে যেসব বৈঠক সেখানে প্রকাশিত আলোচনার বাইরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা হয়। সেই আলোচনার সব বিষয় সাংবাদিকদের জানানো হয় না। দু'দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ের বৈঠক শেষে উভয় পক্ষই বাইরে এসে দু-একটি কথা বলেন। টিভির জন্য তো সেটুকুই সংবাদ।

কূটনৈতিক সংবাদের ক্ষেত্রে শব্দ ও কথার কারুকাজের চেয়ে আসল কথাটা বের করে তুলে ধরাটা সবচেয়ে বেশি জরুরি। এ ক্ষেত্রে যার স্টোরিতে যত বেশি নতুন তথ্য থাকবে তার স্টোরি হবে তত বেশি সমৃদ্ধ।

দু' দেশের মধ্যে আলোচনার ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ বিষয় থাকে; সাংবাদিকরা জানেন এ বিষয়ে আলোচনা না হয়ে পারে না। তাই মন্ত্রী বা সচিবরা যখন বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন, তখন সাংবাদিকরা এ বিষয়ে জানতে চান।

যেমন বাংলাদেশ-ভারত পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠক শেষে দেখা গেল আন্তঃ নদী সংযোগ (টিপাইমুখ/ফারাক্কা) বিষয়ে কেউ কোনো কথা বলল না, তখন সাংবাদিকের প্রশ্ন হতে পারে----

প্রশ্ন: ফারাক্কা বা টিপাইমুখ ইস্যু নিয়ে কি কোনো আলোচনা হয়েছে?

উত্তর: না, এ বিষয়ে কোনো কথা ওঠেনি।

তখন রিপোর্টার বলতে পারবেন ফারাক্কা ও টিপাইমুখের মতো দুটি বড় বিষয়ে আলোচনা ছাড়াই বাংলাদেশ-ভারতের সচিব পর্যায়ের বৈঠক শেষ হয়েছে।

কূটনৈতিক রিপোর্ট করার সময় খেয়াল রাখুন ৩ টি বিষয়।

১. আপনার স্টোরি হবে সবচেয়ে নতুন তথ্য সমৃদ্ধ
২. অসঙ্গতি খুঁজে বের করুন
৩. দেশের স্বার্থ বোঝার চেষ্টা করুন এবং অগ্রাধিকার দিন।

কূটনৈতিক রিপোর্ট করার সময় জানতে হবে :

১. যে দেশের সাথে বৈঠক হবে সে দেশটির সাথে বাংলাদেশের কোন কোন স্বার্থ জড়িত
২. কোন দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে, কাদের সাথে নেই, কেন নেই
৩. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি
৪. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কীভাবে কাজ করে, কোন তথ্য কোন উইং দিতে পারবে?

www.pathagar.com

লিঙ্ক.

টিপাইমুখ ইস্যু নিয়ে কোনো আলোচনা ছাড়াই শেষ হয়েছে বাংলাদেশ-ভারত পররাষ্ট্র সচিব পর্যয়ের বৈঠক। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় দিনব্যাপী বৈঠক শেষে দু'দেশের সচিবরা জানান, সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার, বাণিজ্য কমানো ও ভিসা সহজ করাসহ ১৪ বিষয়ে একমত হয়েছেন তারা। দীপু চৌধুরীর রিপোর্ট।

তবে কূটনৈতিক বিষয়ে টেলিভিশনের নিজস্ব নীতি থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে উপরের লিঙ্ক বদলে গিয়ে স্টোরির লিঙ্কটি নিচের মতো হতে পারে।

লিঙ্ক.
বাণিজ্য ঘাটতি কমানো, ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করা ও সীমান্ত নিরাপত্তা বাড়ানোসহ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১৪টি বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে। ঢাকায় দু' দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠক শেষে একথা জানানো হয়। তবে টিপাইমুখ ইস্যু নিয়ে বৈঠকে কোনো আলোচনা হয়নি বলেই জানান, দু' দেশের প্রতিনিধিরা। দীপু চৌধুরীর রিপোর্ট।

প্যাকেজ
রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় অনুষ্ঠিত সচিব পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মিজারুল কায়েস ও ভারতের পররাষ্ট্র সচিব নিরুপমা রাও নিজ নিজ দেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন। দিনব্যাপী আলোচনায় বাণিজ্য ঘাটতি, সীমান্ত সমস্যা, ট্রানজিট, পর্যটন ও বিমান চলাচল, ছিটমহল সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে দু'দেশ ১৪টি বিষয়ে একমত হয়। বৈঠক শেষে সন্ধ্যায় দু'দেশের পররাষ্ট্র সচিব সাংবাদিকদের জানান, বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে আগামী মাস থেকে একটি যৌথ কমিটি কাজ শুরু করবে।

সিঙ্কঃ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব

ভারতের পররাষ্ট্র সচিব জানান, বৈঠকে ট্রানজিট নিয়ে আলোচনায় কোনো সমঝোতা হয়নি তবে সরবরাহ লাইন তৈরি হলেই বাংলাদেশের সাথে বিদ্যুৎ বিনিময় শুরু হবে। তিনি জানান, ছিটমহল সমস্যা সমাধানে একটি কমিটি করা হয়েছে তবে টিপাইমুখ বা ফারাক্কা ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়নি।

সিঙ্কঃ ভারতের পররাষ্ট্র সচিব

আগামী মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত পরবর্তী বৈঠকে বাংলাদেশ চাইলে টিপাইমুখ ইস্যু নিয়ে আলোচনা হবে বলেও জানান, ভারতের পররাষ্ট্র সচিব।

দীপু চৌধুরী, এনবিসি নিউজ, ঢাকা।

www.pathagar.com

বিতর্কিত বিষয়

সংবাদপত্রের মতো টেলিভিশনেও অনেক বিতর্কিত বিষয় সামনে চলে আসে। যে কোনো ঘটনা, বিষয়, ব্যক্তি বা কারো বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। টেলিভিশনই পারে যা নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে ছবিসহ তার প্রমাণ তুলে ধরতে। তখন দর্শকই বিচার করবে কার কথা ঠিক।

বিতর্কিত বিষয় নিয়ে তৈরি প্যাকেজের শুরুতেই বিতর্কের বিষয়টি প্রমাণসহ তুলে ধরতে হয়। যেমন হরতাল বিতর্ক। হরতাল নিয়ে বড় দু'দলের দু'নেত্রীই ক্ষমতায় থাকার সময় এর বিপক্ষে বলেছেন আর বিরোধী দলে গিয়ে হরতাল করেছেন।

বিতর্কিত বিষয় নিয়ে প্যাকেজ শুরুর কয়েকটি উদাহরণ দেখে নিই।

প্যাকেজ .

বিএনপি ও আওয়ামী লীগ---- এই বড় দু'দলই ক্ষমতার বাইরে এসে হরতালকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। আর ক্ষমতায় গিয়ে দু নেত্রীর কারো এর বিরোধিতা করতে ভুল হয়নি ।
সিঙ্কঃ বেগম খালেদা জিয়া+শেখ হাসিনা
তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলছেন. . . . . .

আবার প্যাকেজটি সিঙ্ক দিয়েও শুরু করা যেতে পারে।

প্যাকেজ

সিঙ্কঃ বেগম খালেদা জিয়া+শেখ হাসিনা

ক্ষমতায় গেলে হরতালের বিরোধিতা আর ক্ষমতা হারালে একে গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে দাবি করা রাজনৈতিক দলের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলছেন, পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি থাকলেও হরতাল করার অধিকার এদেশে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত।

সিঙ্কঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী

www.pathagar.com

প্যাকেজ

সিংক: বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী [দু'বছর আগে দেওয়া বক্তব্য]

দায়িত্ব নেওয়ার পর বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী হামিদুর রহমান দু'বছরের মধ্যে লোডশেডিং মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই ঘোষণার দু'বছর পার হবার পর বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড– পিডিবি'র হিসেবে এখন দিনে গড়ে ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ লোডশেডিং হচ্ছে।

সিঙ্ক: পিডিবি চেয়ারম্যান

তবে দু'বছর আগে দেওয়া নিজের বক্তব্যের কথা অস্বীকার করেছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী। দুপুরে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন সেমিনার কক্ষে এক সেমিনারে তিনি বলেন, লোডশেডিং মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার কথা তিনি কখনোই বলেননি।

সিঙ্ক: বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী [বর্তমান সিঙ্ক]

ফিচারধর্মী টিভি সংবাদ

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে ফিচার ধরনের প্রতিবেদনকে কোনো নিয়ম নীতির জালে আটকানোর উপায় নেই। ফিচার প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে দর্শকের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করা, সে লক্ষ্যে ভাষা, বর্ণনায় ও ছবির ব্যবহারে চিরদিন মনে রাখার মতো সংবাদ উপহার দেওয়া। ফিচার প্রতিবেদন তাই যতটা সংবাদ তার চেয়ে বেশি কাব্যময় ও হৃদয়গ্রাহী।

ফিচারের লিঙ্ক সাদামাটাও হতে পারে আবার কাব্যময়ও হতে পারে। প্রথমে সাদামাটা লিঙ্কটি দেখি।

লিঙ্ক

ঢাকা মাতিয়ে গেলেন উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেতার শিল্পী ওস্তাদ হায়াত আলী খান। ভারতের লাক্ষ্ণৌ ঘরানার রাগ প্রধান ধ্রুপদী ধারার এই শিল্পীর সেতার বাদন গত সন্ধ্যায় মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রের হাজারো দর্শক, শ্রোতা আর ভক্তদের। দীপু চৌধুরীর রিপোর্ট।

www.pathagar.com

এবার দেখে নিই একই ঘটনার কাব্যিক লিঙ্ক এর সাথে পুরো ফিচার প্রতিবেদনটি কেমন হতে পারে।

লিঙ্ক

সেতারের সুরে ঢাকার দর্শকদের এত মাতোয়ারা করতে আগে কখনো কেউ দেখেনি। গতকাল রাতে যা করে দেখালেন সংগীত সাধক মিয়া তানসেনের উত্তরাধিকারী ওস্তাদ হায়াত আলী খান। সেতারের জাদুকরী মূর্ছনা ও তার দরাজ কণ্ঠের আবেগ মুগ্ধ করে রেখেছিল বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রের দর্শকদের। দীপু চৌধুরীর রিপোর্ট।

প্যাকেজ

এমবিয়েন্টঃ সেতার বাদন

কথিত আছে মুঘল সম্রাট আকবরের সভাসদ সংগীত শিল্পী মিয়া তানসেন সেতার বাজিয়ে বৃষ্টি নামিয়েছিলেন রাজধানী আগ্রায়।
এমবিয়েন্টঃ সেতার বাদন

এবার সেই সেতারের সুরে ঢাকার দর্শকদের চোখে বৃষ্টি নামালেন মিয়া তানসেনের অষ্টম বংশধর ওস্তাদ হায়াত আলী খান।
এমবিয়েন্টঃ সেতার বাদন

ঢাকার বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রের দশ হাজারেরও বেশি দর্শককে দু'ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে সুরের ধ্যানে মুগ্ধ করে রাখেন লাক্ষ্ণৌর এই সুরের জাদুকর। খান সাহেবের বিশ্বাস, ধ্রুপদী তাল আর আধুনিক চিন্তার মিলনে এখনো সংগীতের মৌলিক রূপের দেখা মেলে কেবল সেতারেই।
সিঙ্কঃ ওস্তাদ হায়াত আলী খান

সেতারের ফাঁকে ফাঁকে খান সাহেব বলেন, সুর কখনো হারায় না। নানা যুগে নানা রূপে সুর ফিরে আসে মানুষের কাছে। সেতার ছাড়াও নিজের গাওয়া ও সুর দেওয়া জনপ্রিয় বেশ কিছু হিন্দি ও উর্দু গান গেয়ে শোনান সত্তুরে পা রাখা ওস্তাদ হায়াত আলী খান।
এমবিয়েন্টঃ হিন্দি গান

দীপু চৌধুরী এনবিসি নিউজ, ঢাকা।

উপরের প্যাকেজের প্রথম প্যারায় সেতারের এমবিয়েন্টের সাথে নাটকীয় বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সেতারের গুরুত্ব দর্শকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

www.pathagar.com

নাটকীয়তা আনতে গিয়ে তুলে ধরা হয়েছে এক ঐতিহাসিক সত্যকে। ফিচারের অন্যতম উদ্দেশ্য থাকে খবরের মধ্যে ইতিহাস, ঐহিত্য, সংস্কৃতিকে ধারণ করা।

মূল ঘটনায় প্রবেশ করা হয়েছে দ্বিতীয় প্যারায়। এটা যেহেতু ফিচার তাই একজন দর্শকের কান্নার দৃশ্যকে বৃষ্টির রূপক হিসেবে দেখানো হয়েছে।

ঘটনায় বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তৃতীয় প্যারায়। সেখানে শিল্পীর কিছু বক্তব্য বিশেষজ্ঞ বক্তব্য আকারে দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ বা শেষ প্যারায় যোগ করা হয়েছে বাকি তথ্য। যা বলা দরকার কিন্তু বলা হয়ে ওঠেনি। এই সাথে টিভি দর্শকদের জন্য শিল্পীর গান শোনাতে শোনাতে স্টোরি শেষ করা হয়েছে।

বিজনেস নিউজ

দেশ-বিদেশের ব্যবসা, বাণিজ্য, জাতীয় বাজেট, অর্থসংক্রান্ত নীতি, পুঁজিবাজার, ব্যাংক-বীমা থেকে শুরু করে আমদানি, রপ্তানি, ক্রয়-বিক্রয়, ঋণ, অনুদান, মূল্যস্ফীতি, মুদ্রাস্ফীতি, চাহিদা, যোগান, ঘাটতি, উদ্বৃত্ত, জাতীয় ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংক্রান্ত বিষয়গুলো বিজনেস নিউজ এর অংশ।

সুতরাং এখানে বলার অপেক্ষা রাখে না যে যারা বিজনেস সংক্রান্ত রিপোর্ট করেন তাদের কাজের সীমানা কতটা বিস্তৃত থাকে। ফলে বিজনেস রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে উপরের বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রতিবেদকের যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। পাশাপাশি সমসাময়িক ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়েও পরিষ্কার ধারণা থাকা জরুরি।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক বীমা প্রতিষ্ঠান, অর্থ-পরিকল্পনা, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তরসমূহ যেমন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বিনিয়োগ বোর্ড, সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন, এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, ঢাকা চেম্বারসহ এ ধরনের বণিক সংগঠন, বন্দর কর্তৃপক্ষ, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্সি, বিদেশি দূতাবাসের বিজনেস সেল ও বিদেশে দেশের মিশনগুলোর বিজনেস সেলের সাথে যোগাযোগ থাকাও সমান জরুরি।

বিজনেস রিপোর্ট যারা করেন, তাদেরকে অবশ্যই নিয়মিত এসব বিষয়ে লেখাপড়া করতে হয়, এনিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে প্রতিবেদন লেখার সময় বই এর তত্ত্ব ও ভাষা থেকে সরে এসে সাধারণ মানুষের মতো করে বলার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। বিজনেস নিউজের স্ক্রিপ্ট লেখার সময় মনে রাখতে হবে যেন অর্থনীতির জটিল বিষয় সাধারণ দর্শক তাদের মতো করে বুঝতে পারে।

www.pathagar.com

পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন– এসইসি শেয়ারে বিনিয়োগের জন্য মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারেজ হাউজ থেকে সর্বোচ্চ কত টাকা ঋণ নিতে পারবে, তার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এখন থেকে কোনো বিনিয়োগকারী একটি মার্চেন্ট ব্যাংক থেকে ১০ কোটি টাকা ও ব্রোকারেজ হাউজ থেকে পাঁচ কোটি টাকার বেশি ঋণ সুবিধা পাবে না। ১ আগস্ট থেকে এই নিয়ম কার্যকর হবে। কেউ এর বেশি ঋণ নিয়ে থাকলে আগামী ৩১ আগস্টের মধ্যে তা সমন্বয় করতে বলা হয়েছে। মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারেজ হাউজের কোনো কর্মচারী তার প্রতিষ্ঠানের ঋণের আওতায় পড়বে না। ফলে কেউ নিয়ে থাকলে তা সমন্বয় করতে হবে। বিকেলে এসইসির এক পর্যালোচনা সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এসইসির নির্বাহী পরিচালক আনোয়ারুল করিম ভূঁইয়া জানান, বাজারের তারল্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বড় বিনিয়োগকারীদের আগ্রাসী বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করতেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে তিনি জানান, মূলধন ও ঋণের পরিমাণ আগের মতোই ১ঃ১ থাকছে। তবে এর পরিমাণ কোনোভাবেই ১০ কোটি টাকার বেশি হবে না। তবে বড় বিনিয়োগকারীরা এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে বলেছেন, সীমা ঠিক করে দেওয়ায় যাদের বেশি ঋণ নেওয়া আছে লোকসান দিয়ে হলেও তাদেরকে শেয়ার বিক্রি করতে হবে। এতে কিছু লোক কমদামে শেয়ার কিনে বেশি লাভ করবে। তাদের অভিযোগ বিশেষ একটি মহলকে সুবিধা দিতেই এসইসি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অনেক সময় কঠিন বিষয়েও আলোচনা হতে পারে, যে বিষয় সম্পর্কে প্রতিবেদকের কোনো ধারণা নেই। কঠিন বিষয়কে অহেতুক টানা হেঁচড়া করে দর্শককে বোঝানের দরকার নেই। একান্তই জানানোর দরকার পড়লে প্রতিবেদক যতখানি বুঝেছেন, দর্শকদের জন্য ততখানিই যথেষ্ট। প্রতিবেদক যতটুকু বুঝেছেন, তার কাজ হবে সহজ করে দর্শকদের জন্য তা লেখা।

মনে রাখবেন: বিজনেস সংবাদ লেখার সময় উল্টো পিরামিড স্টাইলে লিখতে হবে। কারণ এখানে মূল কথাটা সবার আগে জানাতে হবে। প্যাকেজে একটি প্যারায় কেবল একটি বিষয় আনুন। প্রতিটি বিষয়ের জন্য একটি প্যারা ব্যবহার করুন।

www.pathagar.com

এবার এই নিয়মে আগের ঘটনা অনুসরণ করে সংবাদটি লিখুন।

লিঙ্ক

কোনোভাবেই আর মার্চেন্ট ব্যাংক থেকে ১০ কোটি ও ব্রোকারেজ হাউজ থেকে ৫ কোটি টাকার বেশি ঋণ নিতে পারবে না পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীরা। এর বেশি কারো ঋণ নেওয়া থাকলে আগামী ৩১ আগস্টের মধ্যে তা সমন্বয় করতে হবে। বিকেলে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন– এসইসি'র এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে বাজারে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সুযোগ বাড়বে বলে জানিয়েছে এসইসি। দীপু চৌধুরীর রিপোর্ট।

প্যাকেজ

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের জন্য একজন বিনিয়োগকারী মার্চেন্ট ব্যাংক বা ব্রোকারেজ হাউজ থেকে সর্বোচ্চ কত টাকা ঋণ নিতে পারবে এবার সেই সীমা বেঁধে দিল, নিয়ন্ত্রক সংস্থা–এসইসি। বিকেলে কমিশনের বাজার পর্যালোচনা কমিটির সভায় ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ব্যাংক থেকে ১০ কোটি টাকা ও ব্রোকারেজ হাউজ থেকে ৫ কোটি টাকা ঠিক করা হয়েছে। এই নিয়ম আগামী পয়লা আগস্ট থেকে কার্যকর করা হবে।

সিঙ্কঃ নির্বাহী পরিচালক, এসইসি

সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে আগের নিয়ম অর্থাৎ এক লাখ টাকা মূলধনের বিপরীতে এক লাখ টাকা ঋণ নেওয়া যাবে। তবে এর পরিমাণ নতুন সীমার চেয়ে বেশি হবে না। এসইসির নির্বাহী পরিচালক আনোয়ারুল করিম ভুঁইয়া জানান বড় বিনিয়োগকারীদের নিয়ন্ত্রণে রাখতেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সিঙ্কঃ নির্বাহী পরিচালক, এসইসি

এসইসির নির্বাহী পরিচালক আরও জানান, ইতিমধ্যে যাদের ঋণের পরিমাণ এই সীমার চেয়ে বেশি আছে তাদেরকে ৩১ আগস্টের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। তবে বড় বিনিয়োগকারীরা বলছেন, এই নিয়মের ফলে তাদেরকে লোকসান দিয়ে শেয়ার ছাড়তে হবে।

ভক্সপপঃ ২ জন বিনিয়োগকারী
তবে নতুন নিয়মে মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারেজ হাউজের কর্মচারীরা আর তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে পারবে না।

দীপু চৌধুরী, এনবিসি নিউজ, ঢাকা।

www.pathagar.com

প্যাকেজ লেখার সময় মনে রাখবেন

প্রথমে ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ দুই/তিনটি বিষয় বের করুন। একটি প্যারায় কেবল একটি বিষয় লিখুন। এরপর সেই সম্পর্কিত সিঙ্ক/ভক্সপপ ব্যবহার করুন। প্যাকেজ ছোট করতে দুটি বিষয় একটি প্যারায় আনতে পারেন। তবে একটি প্যারায় দুটো বিষয় জোড়া লাগাতে এমনভাবে মিল করুন যেন খাপছাড়া না লাগে।

উভ (OOV) লেখা

তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্যাকেজ এর বদলে উভ করতে বলা হয়। তাই বলে কি উভের গুরুত্ব কম ? মোটেই না। কাজ শেষ করে প্রতিবেদক হয়ত এমন সময় স্টেশনে পৌছালেন যখন হয়ত প্যাকেজ করার সময় নেই, তখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বড় সংবাদও উভ আকারে প্রচারিত হয়। ছবি আছে কিন্তু সিঙ্ক নেই এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও উভ করা হয়। অনেক প্রতিবেদক উভ করতে চান না। আবার এমন অনেকেই আছেন যারা প্যাকেজ লিখতে লিখতে আর উভ লিখতে পারেন না। ফলে তাড়াহুড়োর সময় যখন উভ লিখতে বলা হয় তখন তা করতে পারেন না। ফলে ভালো প্যাকেজ লিখতে জানার পাশাপাশি ভালো উভ লিখতে পারাটাও একজন প্রতিবেদকের জন্য সমান জরুরি। উভের লিঙ্ক হবে সর্বোচ্চ দুটি বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ২০ সেকেন্ডের বেশি উভ করা ঠিক নয়। কারণ টেলিভিশনে ছবিই মূল আকর্ষণ। লিঙ্ক বড় করলে ছবি আসতে দেরি হবে। দুটি বাক্যের ১২-১৫ সেকেন্ডের উভের লিঙ্ক আদর্শ।

একটা নিয়ম: উভে কে বলেছেন তা আগে আসবে। আর দ্বিতীয় বাক্যটি হবে সরল বাক্য। কিন্তু প্যাকেজে প্রথম বাক্যে কী বলেছেন তা আগে আসে, কে বলেছেন পরে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বাক্যটি হয় যৌগিক বাক্য।

প্যাকেজের লিঙ্ক	উভের লিঙ্ক
নেতাকর্মীদের নামে হয়রানিমূলক মামলা বন্ধ না হলে সরকারের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন করার ঘোষণা দিলেন বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন। বিকেলে নয়াপল্টন দলীয় কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত সমাবেশে–সরকার আগুন নিয়ে খেলছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।	বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন বলেছেন, নেতাকর্মীদের নামে হয়রানিমূলক মামলা দেওয়া বন্ধ না হলে সরকারের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন করা হবে। বিকেলে নয়া পল্টন দলীয় কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত সমাবেশে তিনি একথা বলেন।

www.pathagar.com

মূল উভের সময় হবে ২৫ থেকে ৪০ সেকেন্ড। উভে ৩ থেকে ৫টি বাক্য থাকে। এর বেশি হলে একঘেয়েমি লাগে। সংবাদ পাঠকও ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারেন। লিঙ্ক+উভ মিলিয়ে ৪৫ সেকেন্ড সময় আদর্শ।

উভ লেখার নমুনা

লিঙ্ক
বাণিজ্য ঘাটতি কমানো ও ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করাসহ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১৪টি বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত দু'দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠকে এই সমঝোতা হয়।

উভ
রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মিজারুল কায়েস ও ভারতের পররাষ্ট্র সচিব নিরুপমা রাও দু'দেশের নেতৃত্ব দেন। দিনব্যাপী আলোচনায় সীমান্ত সমস্যা, ছিট মহল, পর্যটন ও বিমান চলাচলসহ ৩০টি বিষয় প্রাধান্য পায়। বৈঠক শেষে সন্ধ্যায় দু' দেশের পররাষ্ট্র সচিব জানান ১৪ টি বিষয়ে তারা একমত হয়েছেন। এর মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে আগামী মাস থেকেই একটি কমিটি কাজ শুরু করবে। দু' দেশের সচিব পর্যায়ের পরবর্তী বৈঠক ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে।

মনে রাখতে হবে: উভ লেখা আসলে নির্ভর করে প্রতিবেদকের কাছে কী ছবি আছে তার ওপর।

ধরা যাক, বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের সমাবেশ ও কর্মসূচি চলছে। প্রতিবেদক যখন পৌঁছালেন তখন সমাবেশ প্রায় শেষ, একটু পর মিছিল শুরু হলো। তিনি মিছিলের ছবি ঠিকমত পেলেন। তখন স্বাভাবিকভাবে তার উভ-এ মিছিলের গুরুত্ব বেড়ে যাবে।

লিঙ্ক
আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেছেন, দেশকে যারা অস্থিতিশীল করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবে সরকার। বিকেলে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে মিছিল পূর্ব সমাবেশে তিনি একথা বলেন।

উভ
সমাবেশে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, হরতালের নামে বিশৃঙ্খলা করা আইনের চরম লঙ্ঘন। পুলিশ বিশৃঙ্খলাকারীদের গ্রেফতার করলে সরকারের কিছু করার নেই। সমাবেশ শেষে দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি পল্টন, প্রেসক্লাব ও সচিবালয় ঘুরে মুক্তাঙ্গনে গিয়ে শেষ হয়। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও ঢাকা মহানগর কমিটির নেতারা মিছিলে যোগ দেন।

www.pathagar.com

সভা সমাবেশ সেমিনারের উভের কয়েকটি নমুনা।

১.

লিঙ্ক

কর্নেল তাহেরের ৩৪তম মৃত্যু বার্ষিকীর আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিনতাই হয়ে যাওয়ার প্রতিবাদ করায় কর্নেল তাহেরকে জীবন দিতে হয়েছিল। বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

উভ

কর্নেল তাহের সংসদ আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু, সাবেক সেনা প্রধান অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল হারুন অর রশীদ ও সাংবাদিক শাহরিয়ার কবীর বক্তব্য রাখেন। এসময় তারা বলেন, জিয়াউর রহমান যুদ্ধাপরাধীদের রাজনীতিতে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কর্নেল তাহের বেঁচে থাকলে তা সম্ভব হতো না। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পাশাপাশি কর্নেল তাহেরের হত্যাকারীদেরও বিচার দাবি করেন বক্তারা।

২.

লিঙ্ক

প্রস্তাবিত বাজেটে নারীদের জন্য বরাদ্দ যথেষ্ট নয় উল্লেখ করে শিক্ষা ও উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে, নারী প্রগতি সংঘ। সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।

উভ

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, নির্বাচনি ইশতেহারে নারীদের জন্য জিডিপি'র সাত শতাংশ বরাদ্দ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও প্রস্তাবিত বাজেটে এই বরাদ্দ পাঁচ শতাংশেরও কম। প্রস্তাবিত বাজেটে নারী শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত কোনো বরাদ্দ দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করেন বক্তারা। অন্যান্যের মধ্যে নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীর, অর্থনীতিবিদ প্রতিমা পাল মজুমদার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মালেকা বেগম উপস্থিত ছিলেন।

www.pathagar.com

ডোপ শিট

শব্দ, ছবি ও বর্ণনার মিলিত রূপ হচ্ছে চলচ্চিত্র। একটি সংবাদ প্যাকেজ হচ্ছে চলচ্চিত্রের সংক্ষিপ্ত রূপ। বলা যেতে পারে দেড় মিনিটের চলচ্চিত্র।

শব্দ ও বর্ণনাকে ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলাকে বলে Visualization বা চিত্রায়ণ। আর কাগজে কলমে এই চিত্রায়ণের নাম Dopping (ডোপিং)। প্রতিবেদক যখন বিশেষ প্রতিবেদন বা মিনি ডকুমেন্টারি তৈরি করেন তখন ছবি কী হবে, বর্ণনা (Narration) কী হবে তা আগেই ঠিক করে রাখেন। একেই বলা হয় ডোপ শিট (Dope Sheet)।

এখানে একটি ডোপ শিটের নমুনা দেওয়া হলো।

বর্ণনা	ছবি	সময়	মোট সময়
এমবিয়েন্ট	মায়ের কান্না ক্লোজ শট	২ সে.	২ সেকেন্ড
সন্তানকে লাশ হতে দেখলে কোনো মায়ের পক্ষেই নিজেকে ধরে রাখা অসম্ভব। যমজ দু শিশুকে হারিয়ে তাই সালমার এই আহাজারি।	ঘটনার লং শট মৃত শিশুদের মিড শট	৪ সে. ৩ সে.	৯ সে.
এমবিয়েন্ট	মায়ের আহাজারি	২ সে.	১১ সে.
স্বামী আবুল কাশেম ও তিন সন্তানকে নিয়ে রাতে সালমা ঘুমাতে যান। সকালে তাদের বিছানায় না পেয়ে খুঁজতে গিয়ে জানতে পারেন যমজ দু'শিশু পুকুরের পানিতে ভাসছে। তার অভিযোগ স্বামী কাশেমই খুন করেছে সীমন্ত ও শিমুকে।	ঘটনাস্থলের লং শট ঘটনাস্থলের মিড শট লাশের সামনে সালমার মিড শট লাশের ক্লোজ শট	৩সে ৩ সে. ৩ সে. ৩ সে	২৩ সে.
সালমার সিঙ্ক	সালমার ক্লোজ শট	৮ সে.	৪১ সে.
তবে নিজের সন্তানদের হত্যার অভিযোগ অস্বীকার করেছে বাবা গার্মেন্টস শ্রমিক আবুল কাশেম।	লাশের লং শট কাশেমের মিড শট	৩ সে. ২ সে.	৪৬ সে.
কাশেমের সিঙ্ক	কাশেমের ক্লোজ শট	৭ সে.	৫৩ সে.
এদিকে শিশু হত্যার অভিযোগে স্ত্রী সালমার দায়ের করা মামলায় স্বামী কাশেমকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।	থানার জিভি থানার ভেতরের মিড শট	৩ সে. ২ সে.	১ মি ৩ সে

www.pathagar.com

অভাবের কারণে বাবা শিশু দুটিকে হত্যা করেছে বলে পুলিশের ধারণা।	হাজতের ভেতর কাশেম ওসি'র সেট আপ শট	৩ সে. ২ সে.	
ওসি'র সিঙ্ক	ওসি'র ক্লোজ শট	১০ সে.	১ মি ১৩ সে.
শিশু দুটির লাশ ময়না তদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যার রহস্য জানতে কাশেমকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।	ভ্যানের ওপর লাশ লাশের ক্লোজ শট	৩ সে. ৩ সে.	১ মি ১৯ সে
দীপু চৌধুরী, এনবিসি নিউজ, ঢাকা।	থানার সাইনবোর্ড ক্লোজ শট থানার জিভি	২ সে. ৩ সে.	১ মিনিট ২৪ সেকেন্ড

এটি ১ মিনিট ২৪ সেকেন্ডের একটি প্যাকেজের ডোপ শিট

উপরের ডোপ শিটে দেখলেন প্রথম কলামে বর্ণনা বা স্ক্রিপ্ট, দ্বিতীয় কলামে ছবির বর্ণনা, তৃতীয় কলামে ছবির সময় ও শেষ কলামে সিকোয়েন্স সময় দেওয়া হয়েছে।

দুই বা ততোধিক শট/ছবি নিয়ে একেকটা সিকোয়েন্স দেখানো হয়েছে। স্ক্রিপ্টে যেমন একই বিষয়ের বক্তব্য নিয়ে একটি প্যারা হয়, তেমনি একই ধরনের নানা এঙ্গেলের ছবি নিয়ে হয় সিকোয়েন্স। সুতরাং প্যাকেজ বা চলচ্চিত্র তৈরির সময় প্যারা ও সিকোয়েন্সের মধ্যে একটা চমৎকার সমন্বয় করা হয়। নিচে আরেকটি ডোপ শিটের উদাহরণ দেওয়া হলো যা খেয়াল করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

বর্ণনা/ স্ক্রিপ্ট	ছবি	সময়	মোট সময়
গাড়ির শব্দ	যানজটের লং শট	৩ সে	৩ সেকেন্ড
ঢাকায় এমন কোনো রাস্তা নেই যেখানে যানজটে পড়তে হয় না। এভাবে যানজটে আটকে থেকে নষ্ট হচ্ছে নগরবাসীর শ্রমঘণ্টা।	যানজটের মিড শট বাসযাত্রীদের মিড শট যাত্রীর ঘর্মাক্ত ক্লোজ শট	৩ সে. ২ সে. ২ সে.	১০ সে.
সড়ক ও জনপদ বিভাগের গবেষণায় দেখা গেছে, দিনে দেড় কোটি নগরবাসীর গড়ে ৮০ ঘণ্টা করে	ফার্মগেটের প্যান শট যান চলাচলের লং শট যান চলাচলের মিড শট	৫ সে. ৩ সে. ৩ সে.	২১ সে.

www.pathagar.com

কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। বছরে যার ক্ষতির পরিমাণ ১২ হাজার কোটি টাকা।			
গবেষকের সিঙ্ক	গবেষকের ক্লোজ শট	১০ সে.	৩১ সে.
সকালে ঢাকা মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ–এমসিসিআই আয়োজিত সেমিনারে গবেষকরা বলেন, ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় যানজট বাড়ছে। এসময় নগরবিদরা বলেন, ঢাকার যানজট কমাতে ঢাকামুখী মানুষের স্রোত থামাতে হবে।	সেমিনারের লং শট সেমিনারের মিড শট দর্শকের মিড শট আলোচকের ক্লোজ শট দর্শক শট	৩ সে. ২ সে. ২ সে. ২ সে. ৩ সে.	৪৩ সে.
আইনুন নিশাতের সিঙ্ক	আইনুন নিশাতের ক্লোজ শট	১০ সে.	৫৩ সে.
ঢাকার বাইরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি যানজট কমাতে কয়েকটি ফ্লাইওভার তৈরি করা হচ্ছে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।	দর্শকের শট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মিড শট	৩ সে. ৩ সে.	৫৯ সে.
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সিঙ্ক	স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ক্লোজ শট	১১ সে.	১ মি ১০ সে.
পুলিশ কমিশনার শহিদুল হক বলেন, আইন না মানার কারণেও যানজট হয়। চালকদের আইন মানতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানান তিনি।	সেমিনারের মিড শট কমিশনারের ক্লোজ শট দর্শকের মিড শট	৩ সে ২ সে. ২ সে.	১ মি ১৭ সে
দীপু চৌধুরী এনবিসি নিউজ, ঢাকা।	মন্ত্রীর মিড শট সেমিনারের লং শট	২ সে. ৩ সে.	১ মি ২২ সে

এটি ১ মিনিট ২২ সেকেন্ডের একটি প্যাকেজের ডোপ শিট

সাধারণত স্ক্রিপ্ট লেখার পর কিন্তু ছবি তোলার আগে ডোপ শিট করা হয়। সুতরাং ডোপ শিট হাতে থাকলে কী কী ছবি লাগবে তা ভালো বোঝা যায়। চলচ্চিত্র তৈরির জন্য ডোপ শিট অপরিহার্য।

www.pathagar.com

অনুশীলনী

১. সংবাদপত্র ও টিভি স্ক্রিপ্টের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? টিভি সংবাদের স্ক্রিপ্ট লেখার সময় কোনো বিষয়কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়?

২. পেগ স্টোরি কাকে বলে? জাতিসংঘ জনসংখ্যা দিবস, অ্যাসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশনের সংবাদ সম্মেলন, ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের সংবাদ ব্রিফিং ও জাতীয় প্রবীণ দিবস নিয়ে পেগ স্টোরির স্ক্রিপ্ট লিখুন।

৩. সাধারণ সংবাদ সম্মেলনের স্ক্রিপ্ট লেখার সময় কোন বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হয়?

৪. দুর্ঘটনার সংবাদ স্ক্রিপ্ট লেখার নিয়ম কী? ট্রেন দুর্ঘটনা ও বস্তিতে অগ্নিকাণ্ড নিয়ে স্ক্রিপ্ট লিখুন।

৫. অপরাধ বিষয়ক সংবাদ স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য কী কী তথ্য থাকা জরুরি। তথ্যগুলো কী পদ্ধতিতে সাজানো হয়?

৬. কূটনৈতিক রিপোর্টার হতে কোন কোন বিষয়ে জ্ঞান জানা থাকা জরুরি? শব্দ ও কথার কারুকাজের চেয়ে কূটনৈতিক সংবাদের স্ক্রিপ্টে নতুন তথ্যের গুরুত্ব অনেক বেশি--ব্যাখ্যা করুন।

৭. উভ (OOV) কী? সমাবেশ, সংবাদ সম্মেলন, মন্ত্রী সভার বৈঠক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠনের মিছিল ও সমাবেশ নিয়ে উভ লিখুন।

৮. লিঙ্ক, লিড বা In Vision কী? হার্ড লিড ও সফট লিডের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? বিভিন্ন ধরনের লিড বা লিঙ্ক এর উদাহরণ লিখুন।

৯. যখন কোনো সংবাদে দুটি বা তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ থাকে তখন কোন বিবেচনায় আপনি একটি বিষয়কে আপনার লিঙ্কের শুরুতে নিয়ে আসবেন?

১০. টিভি স্ক্রিপ্ট লেখার ক্ষেত্রে কীভাবে সময় গণনা করা হয় ? একুশের বইমেলায় কবিতা ও প্রবন্ধের বই এর গুরুত্ব ও বেচাকেনা কমে যাচ্ছে এর উপর স্ক্রিপ্ট লিখে ২ মিনিটের প্যাকেজের ডোপ শিট তৈরি করুন।

www.pathagar.com

অধ্যায় ১২
ভিডিও চিত্র সম্পাদনা

সংবাদ, অনুষ্ঠান বা যে কোনো ধরনের টিভি প্রোডাকশনের তিনটি পর্ব থাকে। ক্রমানুসারে একে বলা হয়,

১.প্রি-প্রোডাকশন
২.প্রোডাকশন
৩. পোস্ট প্রোডাকশন।

একজন প্রতিবেদকের মূল কাজ প্রি-প্রোডাকশন পর্বে আর তিনি অভিজ্ঞতা ও কাজে কতটা দক্ষ তা প্রমাণিত হয় তার প্রোডাকশনে। পোস্ট প্রোডাকশন পর্বে প্রতিবেদকের কোনো কাজ নেই বললেই চলে।

স্টেশন থেকে ঘটনাস্থল, ঘটনাস্থলে তথ্য, ছবি ও বক্তব্য সংগ্রহের পর দরকার হলে প্রতিবেদক পিটিসি দেন, এরপর স্টেশনে ফিরে এসে স্ক্রিপ্ট লেখেন এরপর কী করেন?

বার্তা সম্পাদক প্রতিবেদকের স্ক্রিপ্ট দেখে ফাইনাল করার পর প্রতিবেদককে ভিডিও এডিট প্যানেলে যেতে হয়; যেখানে একজন ভিডিও এডিটর থাকেন। যিনি প্রতিবেদকের স্ক্রিপ্টের ভয়েজ ওভারের উপর ভিডিও চিত্রগুলো জোড়া লাগিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ তৈরি করে দেন। একজন প্রতিবেদক ঘটনাস্থল থেকে ৪০ মিনিটের ফুটেজ আনতে পারেন কিন্তু তার দেড় মিনিট ভয়েজ ওভারের জন্য দরকার হবে দেড় মিনিট ফুটেজ। বাকি ফুটেজ কাজে লাগবে না। আর তাই ভিডিও এডিটরকে উপযুক্ত ফুটেজ বেছে বেছে ভয়েজ ওভারের উপর সাজাতে হয়।

টুইন টাওয়ার কনসেপ্ট

আগেই বলেছি একজন প্রতিবেদককে স্ক্রিপ্ট লেখার সময়ই তার ফুটেজ নিয়ে ভাবতে হয়। প্রতিবেদক তার ডেস্কে বসে একটি টাওয়ার নির্মাণ করেন, যাকে

www.pathagar.com

বলা হয় ভয়েজ টাওয়ার, আর আরেকটি টাওয়ার তৈরি হয় এডিট প্যানেলে, যাকে বলা হয় ফুটেজ টাওয়ার। এই ভয়েজ আর ফুটেজ মিলে তৈরি হয় টুইন টাওয়ার বা একটি পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ (ভিডিও প্রোডাকশন)। আর এই টাওয়ার এর মাঝখানে ডিজাইন হিসেবে গ্রাফিক্স, এমবিয়েন্ট ইত্যাদি যোগ করা হয়।

ধরা যাক প্রতিবেদকের স্ক্রিপ্ট খুব ভালো, কিন্তু ছবি ভালো নয় বা ফুটেজের সাথে ভয়েজ ওভারের মিল নেই অর্থাৎ চিত্র সম্পাদনা ভালো হয়নি তাহলে কি ভালো টাওয়ার গড়ে উঠবে? অপরদিকে ছবি খুব ভালো কিন্তু প্রতিবেদকের স্ক্রিপ্ট দুর্বল বা ছবি ভালো কিন্তু প্রতিবেদকের উচ্চারণে সমস্যা, তখন?

ফলে দর্শকদের একটি ভালো প্যাকেজ বা সংবাদচিত্র উপহার দিতে টুইন টাওয়ারের গাথুঁনি ভালো হওয়া চাই। একই সাথে সবার নজর কাড়ার জন্য এর ডিজাইনটাও ভালো হতে হবে যেন একবার নজর পড়লে কেউ আর চোখ ফেরাতে না পারে।

ভিডিও এডিট প্যানেলে ছবি বাছাইয়ের কিছু নিয়ম

১. স্ক্রিপ্টের সাথে ছবির মিল রাখুন (Always reference the visuals) : চালের দাম বেড়েছে এই সংবাদের সাথে চালের আড়ত দেখান ধানের ক্ষেত নয়। উচ্চ শিক্ষা নিয়ে প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছবি দেখাবেন স্কুলের নয়। স্ক্রিপ্টে যখন বাজারের কথা বলছেন তখন স্কুলের ছবি দেখানো যাবে না। ছবি দিয়েই আপনার বক্তব্য প্রমাণ করতে হবে তা না হলে দর্শক বুঝতে পারবে না।

২. ছবি যেন গল্প বলে (Let the visuals tell some of the story) : ছবিগুলো এমনভাবে একটার পর একটা সাজাতে হবে যেন একটা গল্প তৈরি হয়। বর্ণনা ছাড়াই যেন দর্শক বুঝতে পারে কী হয়েছিল। দরকার মতো মাঝখানে এমবিয়েন্ট ছেড়ে দিতে হবে যেন সেই আওয়াজ শুনেই দর্শক অনেক কিছু বুঝে নিতে পারে। ছবি বাছাই এর সময় রিপোর্টার ও ভিডিও এডিটরকে ভাবতে হবে যে ছবিটা ব্যবহার করছি এই ছবি ব্যবহারের যুক্তি কী ? যে ঘটনার কথা বলা হচ্ছে, এই ছবি কি সেই ঘটনাকে প্রমাণ করে ? ধরা যাক বিমান দুর্ঘটনা হয়েছে, সেখান থেকে আনা যত শট আছে তার প্রত্যেকটি ব্যবহারের সময় মনে প্রশ্ন আসতে হবে এই ছবিটি কি আসলেই এই সংবাদের জন্য দরকারি ?

www.pathagar.com

৩. উত্তেজনাপূর্ণ/চাঞ্চল্যকর/ রোমাঞ্চকর ছবির দিকে মনোযোগ দিন (Watch out for sensationalism): চাঞ্চল্য বা রোমাঞ্চ হচ্ছে মানুষের অন্যরকম আচরণ (different things to different people) । যে কোনো ধরনের উত্তেজনা, হাসি, কান্না, ভাঙচুর, সংঘর্ষ, সুন্দরী রমণী, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইত্যাদি ধরনের ছবির দিকে সব মানুষের আলাদা আকর্ষণ থাকে। ধরা যাক, সশস্ত্র বাহিনীর কুচকাওয়াজ চলছে, সব কিছু সুশৃঙ্খল। এর মধ্যে একজন প্যারেডের রাস্তায় পানির বোতল ছুড়ে মারল, সেই ছবিটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

৪. খালি শটের চেয়ে লোকসমাগম শট ভালো (Shots with people) : টিভি সংবাদের বেশিরভাগ স্টোরিই হয় মানুষকে ঘিরে। তাই যে শটে মানুষের সমাগম বেশি সেটিই ব্যবহার করুন। খালি ভবন, অফিস, বাজার, স্টেশন, পার্ক এর চেয়ে সেখানে লোকজনের সমাগম বা আসা যাওয়ার শট অনেক বেশি দর্শনীয়।

৫. জড় শটের চেয়ে চঞ্চল শট ভালো (Action rather than still shots) : যে ছবিতে গতি নেই সেই শট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দর্শকের চোখ আকর্ষণ করে না। কোনো ভবনের জিভি দেখানোর চেয়ে মানুষ ঢুকছে বা বেরিয়ে যাচ্ছে এই ধরনের শট ব্যবহার করা উচিত। যেমন দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের চেয়ে অ্যাকশনরত পুলিশের ছবি দর্শককে অনেক বেশি আকর্ষণ করে। মন্ত্রীর চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে তিনি ফাইল দেখছেন বা টেলিফোনে কথা বলছেন– এমন শট ব্যবহার করা উচিত।

৬. লং শটের চেয়ে মিড ও ক্লোজ শট ভালো (Mid/Closeups rather than wide shot): টিভি স্ক্রিন ছোট তাই সেখানে লং বা ওয়াইড শটের চেয়ে মিড বা ক্লোজ শটের ছবি দর্শক সহজে বুঝতে পারে। এজন্য অবশ্যই প্যাকেজে লং শটের চেয়ে মিড বা ক্লোজ শট বেশি রাখা উচিত।

৭. ক্যামেরার কারুকাজের শট ব্যবহার করুন (Shots with restrained camera movement) : লাগাতার ওয়াইড, মিড, ক্লোজ শটের চেয়ে মাঝে মাঝে ক্যামেরার নানা রকম শট ব্যবহার করা উচিত। যেমন প্যান শট, টিল্ট (আপ-ডাউন), জুম (ইন-আউট), ট্র্যাকিং বা ওয়াকিং শট ইত্যাদি। যেমন একটা প্যাকেজে যদি ১০টা শট ব্যবহার করা হয় সেখানে একটা করে প্যান, জুম, টিল্ট থাকা উচিত।

www.pathagar.com

৮. যে শট তারই শব্দ ব্যবহার করুন (Shots with ambient sound) : জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের আলাদা শব্দ আছে। শব্দ শুনলেই আমরা টের পাই কী হচ্ছে। তাই ছবির সাথে যে শব্দ আসে তাই ব্যবহার করা উচিত। এতে ছবির আসল বৈশিষ্ট্য টিভি পর্দায় ফুটে ওঠে।

৯. অস্বচ্ছ ছবি বাদ দিন (Avoid generic visuals) : শটের মধ্যে কাঁপুনি, ডিজিটাল ব্রেক, আউট অব ফোকাস (অস্বচ্ছ), রেজুলেশন লস ইত্যাদি শট বাদ দিন। এতে দর্শকের চোখ বিরক্ত হয়। তবে দুর্লভ ঘটনার ক্ষেত্রে শট যা পাওয়া যায়, তাই ব্যবহার করা যেতে পারে।

Visual Sequence বা দৃশ্য চিত্র

শব্দের পর শব্দ বসিয়ে যেমন বাক্য হয় তেমনি ফুটেজের পর ফুটেজ বসিয়ে তৈরি হয় Visual Sequence. তবে বাক্যে শব্দের ব্যবহার অর্থপূর্ণ হতে হবে। যদি বাক্যটি হয় এমন:

আকাশে গরু ওড়ে ভাসে নদী

উপরের বাক্যটি কি কোনো অর্থ তৈরি করে বা মনের ভাব প্রকাশ করে ? নিশ্চয় না। তাই Visual Sequence এর ক্ষেত্রেও ফুটেজ এর ব্যবহার অর্থপূর্ণ হতে হবে।

তাহলেই বাক্যের সংজ্ঞার মতো আমরা বলতে পারি –এক বা একাধিক শব্দের ব্যবহারে যে ফুটেজ বা দৃশ্যগুলো দর্শকের কাছে কোনো ঘটনাকে অর্থপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলে তাকে Visual Sequence বা দৃশ্য চিত্র বলে।

চোখের ডাক্তাররা বলে থাকেন যে যখন আমাদের চোখ দৃশ্য দেখে অর্থ তৈরি করে তখনই আমরা দৃশ্যটি বুঝতে পারি।

চোখ কীভাবে দেখে। ধরুন পল্টন ময়দানে জনসভা হচ্ছে, আপনি ময়দানে হাজির হয়েই তো একটা বড় জনসমাগম দেখতে পাবেন। এরপর মঞ্চ, এরপর মঞ্চে বসা লোকজন, যাদের আপনি চেনেন তাদের দিকে আগে চোখ যাবে। অর্থাৎ হয়ত আপনি প্রধান ও বিশেষ অতিথিকে দেখতে পাবেন। এরপর আপনি দেখবেন কত লোক ময়দানে এসেছে। তাদের হাতে কী আছে ? রোদে তারা কষ্ট পাচ্ছে কিনা ? হাততালি দিচ্ছে কিনা ? কে বক্তব্য রাখছে। জনগণ কি তার কথা শুনছে ?

www.pathagar.com

বুঝলেন তো জনসভার সিকোয়েন্স তৈরির সময় কীভাবে ফুটেজ একটার পর একটা সাজাবেন। আপনার চোখ যেভাবে দেখে তাই-ই হচ্ছে ছবির ব্যাকরণ।

চোখ প্রথমে Wide, Mid এবং Close up এইভাবে ধাপে ধাপে দেখে। একবারে Wide থেকে Close up এ চলে যায় না। কিছুক্ষণ সবকিছু স্থির ভাবে দেখে। তারপর আশপাশে তাকায় বা Pan করে। আবার স্থির হয়। উপর নিচে কী আছে দেখে নেয় অর্থাৎ Till up/Tilt down করে। হঠাৎ দূরের কিছু ভালো লেগে গেলে চোখ Zoom in করে। কিছুক্ষণ তা মনোযোগ নিয়ে দেখে আবার চোখ ফিরিয়ে নেয় বা Zoom Out করে।

হরতালের দিন, রাজপথে সংঘর্ষ চলছে। ফুটেজ কীভাবে সাজাবেন? প্রথমে ওয়াইড শটে পুলিশের ধাওয়া। পরপর দুটো মিড শট। পুলিশ তাড়াচ্ছে, পিকেটাররাও দৌড়াচ্ছে। এরপর দৌড়রত পিকেটারদের পায়ের ক্লোজ শট, পুলিশের টিয়ার সেল মারার ক্লোজ শট, তারপর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ধুমায়িত এলাকার ওয়াইড শট। তাহলেই তো ছবি কথা বলবে। তা না করে যদি দেখান পুলিশ অ্যাকশন নিচ্ছে পরের শটে পিকেটাররা চুপচাপ বসে আছে। সেই ছবি কি অর্থপূর্ণ হবে ?

Visual Sequence বা দৃশ্য চিত্র সাজানোর নিয়ম

১. মানি শটে শুরু মানি শটে শেষ (Begin with the best establishing shot and end) : আপনি যে ঘটনা দর্শককে জানাতে চান, তা প্রমাণ করার জন্য আপনার সবচেয়ে মোক্ষম শট কোনটি? অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার মানি শট অবশ্যই আগুনের লেলিহান শিখা। কিন্তু পরদিন যখন ফলোআপ করতে যাবেন, সেদিনও কি আপনি আগের দিনের আগুন দিয়ে শুরু করবেন? একটু বদলে দিন না; আগুনে কিছুটা পুড়ে যাওয়া শখের গিটার বা বাচ্চার খেলনা হতে পারে মানি শট। বিদ্যুৎ সংকটের প্যাকেজ তো মোমবাতি দিয়ে শুরু করতে পারেন। পানি সংকটের মানি শট হতে পারে সারি সারি সাজানো খালি কন্টেইনার। প্রথম শট দেখিয়েই আপনি দর্শক বাজিমাত করতে পারেন, যদি শটটি সত্যই আপনার মোক্ষম অস্ত্র হয়। প্রতিবন্ধীদের নিয়ে সেমিনারের প্যাকেজ আপনি সেখানে আসা কোনো প্রতিবন্ধীর হুইল চেয়ার দিয়ে শুরু করতে পারেন।

শেষ শটটিও এমন হতে হবে যেন দর্শক মনে রাখে। এক্ষেত্রে মন্তাজ (Montage) বা সম্পর্ক স্থাপনকারী ফুটেজের আশ্রয় নিতে পারেন। অর্থাৎ একটি দৃশ্য দেখলে আরেকটি দৃশ্যের কথা মনে আসে। যেমন অগ্নিকাণ্ডের ফলোআপ ঘটনা শেষ করতে পারেন চুলার আগুন দেখিয়ে বা সড়ক দুর্ঘটনার পর পিটিসি দিতে পারেন– নিরাপদে গাড়ি চালান– লেখা সাইনবোর্ডের সামনে। একসময়ের

www.pathagar.com

একুশে টিভির রিপোর্টার তুষার আব্দুল্লাহ তার বিদ্যুৎ সংকটের স্টোরির পে অফ দিয়েছিলেন ঝুলন্ত আঙুর ফলের থোকা দেখিয়ে (আঙুর ফল টক) যার অর্থ দাঁড়ায় বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের প্রত্যাশা জনগণের সামনে ঝুলতেই থাকবে।

২. ধারাবাহিকতা মেনে চলা (Maintain continuity) : বেশিরভাগ দর্শকেরই কিছু আগের শটের কথা মনে থাকে। তাই আপনি যদি ছবির ব্যাকরণ বা ধারাবাহিকতা মেনে না চলেন দর্শক ঠিকই ধরে ফেলবে। এক্ষেত্রে তিনটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। স্থান (Location), সময় (Time) ও ঘটনা (Action)।

স্থান (Location) : কোথায় ঘটনা ঘটছে কোনো রাস্তায় বা কোনো পার্কে, ধরুন মিছিল হচ্ছে প্রথম শটটি দেখালেন প্রেসক্লাবের সামনে মিছিল যাচ্ছে পল্টনের দিকে তাহলে পরের শটগুলো সেদিকেই হবে। মাঝখানে আপনি মৎস্যভবন দেখালেন। আপনার কন্টিনিউটি নষ্ট হবে।

সময় (Time) : জনসভা শুরু হয়েছে বিকেলে শেষ হতে হতে সন্ধ্যা। শেষ দিকে প্রথম দিকের আলো ঝলমলে শট ব্যবহার করা যাবে না। আবার শুরুতে অন্ধকার ছবি ব্যবহার করাও যাবে না। ছবির অভাব হলে একান্তই উপায় না থাকে সে ক্ষেত্রে প্যানেলে ছবির আলো কমিয়ে বা বাড়িয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঘটনা (Action) : চোখ যেভাবে দেখে ছবি সেভাবেই সাজাতে হবে। প্রথম শটে দেখালেন কাঁদনে গ্যাসের ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে, পরের শটে দেখালেন সব কিছু পরিষ্কার তা করা যাবে না। প্রথম শটে সব পরিষ্কার আর পরের শটে সব ধোঁয়ায় ছেয়ে আছে তা ব্যবহার করা যাবে না। মাঝখানে টিয়ার সেল ছোড়ার বা পড়ার শট দেখাতে হবে। প্রথম শটে দেখালেন রক্তাক্ত মানুষ পড়ে আছে পরে দেখালেন পুলিশ লাঠিচার্জ করছে তাহলে কন্টিনিউটি থাকবে না। আগে দেখাবেন লাঠিচার্জ তারপর রক্তাক্ত মানুষ।

৩. নানা ধরনের শট ব্যবহার করুন (Provide variety shots) : একঘেয়েমি কাটাতে পরপর একই ধরনের শট ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। সাক্ষাৎকার দেখাচ্ছেন প্রথমে ওয়াইড শট দেখান এরপর মিড শট তারপর ওভার দ্য শোল্ডার আবার ওয়াইড এইভাবে দেখান। এতে দর্শকের চোখ কৌতূহলী হয় : এরপর কোন শট এরপর কী দেখাবে। আপনি যদি কোনো একটা জনসভা এক ওয়াইড শটে প্যাকেজ শেষ করেন কেউ দেখবে? তাই বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের শট ব্যবহার করুন, ক্লোজ শট দৈর্ঘ্য কম রাখুন, ওয়াকিং শট এর দৈর্ঘ্য ৫/৭ সেকেন্ডে হলেও ক্ষতি নেই।

৪. শটের দৈর্ঘ্য কম রাখুন (Use short length) : শটের দৈর্ঘ্য কম রাখুন। সাধারণত ৩ বা ৪ সেকেন্ডের শট ব্যবহার করুন। প্যান, জুম ইত্যাদি

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য একটু বেশি হতে পারে। শটের দৈর্ঘ্য কম হলে বেশি শট ব্যবহার করতে পারবেন।

৫. ইনসার্ট ও প্রতিক্রিয়ামূলক শট ব্যবহার করুন (Use insert and reaction shots) : যে কোনো বিষয়কে ফুটিয়ে তুলতে ইনসার্ট এবং প্রতিক্রিয়া শট খুব দরকারি। জনসভার সময় হাততালির ফাঁকে কোনো বৃদ্ধ বা মহিলার ঘর্মাক্ত মুখের ক্লোজ আপ শট অনেক বেশি অর্থ তৈরি করে।

শব্দ সম্পাদনা

এডিট প্যানেলে ভিডিও চিত্রের পাশাপশি তিন ধরনের শব্দ সম্পাদনা করা হয়। সেগুলো হচ্ছে শটের সাথের শব্দ বা Ambient Sound, সিঙ্ক এবং পিটিসির শব্দ বা Sound Bite এবং প্রতিবেদকের ভয়েস ওভার।

মাটির যেমন অনেক স্তর আছে, তেমনি এডিটিং সফটওয়ারে গ্রাফিক্স, ছবি ও শব্দের আলাদা আলাদা স্তর আছে। সবার উপরে থাকে গ্রাফিক্স স্তর (সাধারণত ২টি)। এরপর ফুটেজ বা ভিডিও স্তর (২টি) তার নিচে শব্দ বা অডিও স্তর (৩টি)। এই স্তরগুলো প্রয়োজন মতো আরও বাড়ানো যায়। যদি অনেকগুলো গ্রাফিক্স, ভিডিও বা অডিও একসাথে মিক্স করতে হয় তখন ভিডিও এডিটররা স্তর আরও বাড়িয়ে নেন।

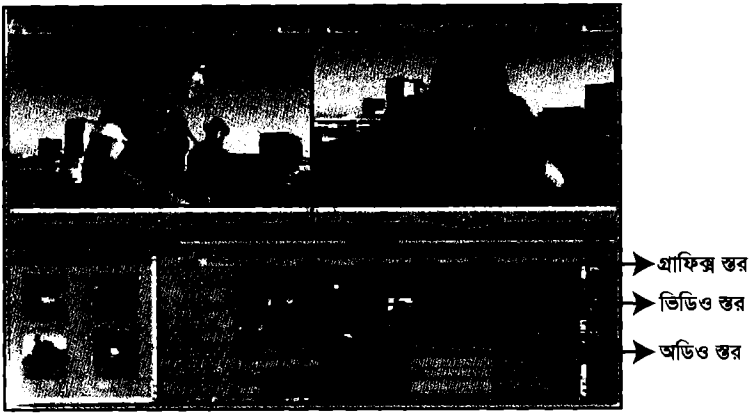

শব্দের তিনটি স্তরের একেকটিতে একেক ধরনের শব্দ বসানো হয়। প্রথম স্তরে Ambient Sound , দ্বিতীয় স্তরে সিঙ্ক (Sound Bite) বা পিটিসি আর শেষ স্তরে ভয়েজ ওভার। এডিট প্যানেলে ব্যবহৃত VTR (Video Tape Recorder) যন্ত্রে সাউন্ড লেভেল মিটার থাকে সেখানে কোন স্তরের সাউন্ড লেভেল কত তা

www.pathagar.com

দেখা যায়। শব্দের এক কে বলা হয় ডেসিবেল বা db । সম্প্রচার মাধ্যমের জন্য সর্বোচ্চ 20db মানের শব্দ ব্যবহার করা হয়।

এডিট প্যানেলে যে কোনো শব্দ কমানো বা বাড়ানো যায়। একটি শব্দের সাথে আরেক শব্দ মিলিয়ে দেওয়া যায় তাকে বলা হয় dissolve. এছাড়া শব্দের নানা রকম সংশোধন ও ইফেক্ট বসিয়ে শব্দকে দরকার মতো আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।

চূড়ান্ত সম্পাদনা

ভয়েজ ওভারের উপরে উপযুক্ত ফুটেজগুলো একটার পর একটা বসিয়ে শব্দ কমিয়ে বাড়িয়ে এবং গ্রাফিক্স/এস্টন ব্যবহার করে প্যাকেজ বা উভ তৈরি করা হয়। তৈরি হওয়ার পর যেসব স্টেশনে অটোমেটিক ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করা হয় সেখানে প্যাকেজটি Mix down দিয়ে আলাদা কোড দিয়ে মূল সার্ভার এ পাঠানো হয়। বুলেটিনের সময় লিঙ্ক শেষ হবার সাথে সাথে সার্ভার থেকে প্যাকেজ বা উভ এর নির্দিষ্ট কোড-এ এন্টার দিলে তা প্রচার হতে থাকে। আর যেসব স্টেশনে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কাজ হয় না সেখানে আলাদা টেপে স্টোরিটি VTR (Video Tape Recorder) এর সাহায্যে Download নিতে হয়। এরপর ও এবং প্যাকেজের নাম, রিপোর্টারের নাম লিখে টেপের গায়ে সেঁটে দিয়ে বার্তা প্রযোজকের কাছে বুঝিয়ে দিতে হয়। যখন বুলেটিন চলে তখন লিঙ্ক শেষ হবার সাথে সাথে কন্ট্রোল রুম থেকে VTR (Video Tape Recorder) এর সাহায্যে টেপটি Play করা হয়।

অনুশীলনী

১। এডিটিং সফটওয়ারে কয়টি স্তর থাকে? সেখানে শব্দ সম্পাদনার জন্য কীভাবে কাজ করা হয়?

২। Visual Sequence বা দৃশ্যচিত্র কী? চোখ কীভাবে কাজ করে? ফুটেজ কি চোখের দেখার নিয়মে সাজানো উচিত– ব্যাখ্যা করুন।

৩। Visual Sequence বা দৃশ্য চিত্র সাজানোর নিয়মগুলো কী ?

৪। টুইন টাওয়ার কনসেপ্ট কী? এডিট প্যানেলে কীভাবে ছবি বাছাই করবেন?

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

স্ক্রিপ্ট লেখার সময় যে বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে

১। উত্তম পুরুষ পরিহার

Quote বা উদ্বৃতি ছাড়া কোনো অবস্থাতেই সংবাদে উত্তম ও মধ্যম পুরুষে লেখা যাবে না। সব সময় নাম বা সর্বনাম পুরুষে লিখতে হবে।
পুরুষ তিন প্রকার।

উত্তম পুরুষ– আমি, আমরা
মধ্যম পুরুষ– আপনি, তুমি, তুই, তোমরা
নাম বা সর্বনাম পুরুষ– রহিম, করিম, রাজু, সে, তিনি, তারা, আলোচকরা, বক্তারা, বিশেষজ্ঞরা।

ভুল	সঠিক
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমি যতদিন ক্ষমতায় আছি ততদিন দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাব।	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তিনি যতদিন ক্ষমতায় থাকবেন ততদিন তিনি দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবেন।
আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেছেন, দোষ আমাদের নয় সব দোষ আপনাদের।	ওই ঘটনার জন্য বিএনপিকে দায়ী করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ।
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমি বেঁচে থাকলে আপনাদের না খেয়ে মরতে দেব না।	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন তিনি বেঁচে থাকতে কাউকে না খেয়ে মরতে হবে না।

২। নামের সংক্ষিপ্তকরণ করা যাবে না।

কারো পূর্ণ নামকে সংক্ষিপ্ত আকারে বলা যাবে না।

www.pathagar.com

মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে কোনোভাবেই 'মখা আলমগীর' লেখা যাবে না।
সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে কোনোভাবেই 'সাকা চৌধুরী' লেখা যাবে না।

ব্রাকেট এর মধ্যে পদবি সংক্ষিপ্ত আকারে থাকলে তার পূর্ণরূপ লিখতে হবে।

কর্নেল (অব) অলি আহমেদকে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল অলি আহমেদ

৩। দল, গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দলের নাম ইচ্ছেমত লেখা যাবে না।

আওয়ামী লীগকে ---আ'লীগ
জামায়াতকে ---– জামাত
জাতীয় পার্টিকে---জাপা
একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিকে ---ঘাদানি কমিটি
WHO (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ডব্লু এইচ ও) কে ----হু
FAO (জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বা এফ এ ও) কে ----ফাও লেখা যাবে না।

তবে রাজনৈতিক বা সামাজিক সংগঠনটি যদি নিজেদের নামের সংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশ করে তা বলা যাবে। যেমন:
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে---বিএনপি
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টিকে----বিজেপি
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশকে– টিআইবি লেখা যাবে।

৪। এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা কথায় লিখতে হবে।

ভুল : ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় ৩ জন মারা গেছে। আহত হয়েছে ২৭ জন। তাদের মধ্যে ৭ জনের অবস্থা গুরুতর।

সঠিক : ঢাকা আরিচা মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন জন মারা গেছে। আহত হয়েছে ২৭ জন। তাদের মধ্যে সাত জনের অবস্থা গুরুতর।

৫। টানা লম্বা সংখ্যা এড়িয়ে চলুন যতটা সম্ভব কথায় প্রকাশ করুন।

ভুল : জনতা ব্যাংকের মগবাজার শাখা থেকে দুপুরে একদল সন্ত্রাসী ৭,১৪,০৬,৫৩০ টাকা ভল্ট ভেঙে লুট করে নিয়ে গেছে।
ভুল : জনতা ব্যাংকের মগবাজার শাখা থেকে দুপুরে একদল সন্ত্রাসী ৭ কোটি ১৪ লাখ ০৬ হাজার ৫৩০ টাকা ভল্ট ভেঙে লুট করে নিয়ে গেছে।
সঠিক : জনতা ব্যাংকের মগবাজার শাখা থেকে দুপুরে একদল সন্ত্রাসী সাত কোটি ১৪ লাখ ছয় হাজার পাঁচশো ৩০ টাকা ভল্ট ভেঙে লুট করে নিয়ে গেছে।

www.pathagar.com

৬। ভগ্নাংশ ও শতাংশকে কথায় লিখুন

১/৪ = চারভাগের এক ভাগ।
২০ % = ২০ শতাংশ/ শতকরা ২০ জন/শতকরা ২০ ভাগ
১.২৫=এক দশমিক দুই পাঁচ
১৩.৩২= ১৩ দশমিক তিন দুই

৭। রোমান হরফে লেখা যাবে না

বিশ্বযুদ্ধ II = দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লিখতে হবে
VI শ্রেণী = ষষ্ঠ শ্রেণী
রাজা জর্জ V = রাজা পঞ্চম জর্জ লিখতে হবে।

৮। তারিখ লেখার নিয়ম মেনে চলুন

১ জানুয়ারি/১ এপ্রিল= পয়লা জানুয়ারি/পয়লা এপ্রিল
২ জানুয়ারি/ ২ এপ্রিল= দোসরা জানুয়ারি/ দোসরা এপ্রিল
৩ জানুয়ারি/ ৩ এপ্রিল= তেসোরা জানুয়ারি/ তেসরা এপ্রিল
৪ জানুয়ারি/ এপ্রিল= চৌঠা জানুয়ারি/ চৌঠা এপ্রিল
৫-১৮ জানুয়ারি/এপ্রিল= ৫ জানুয়ারি, ৭ এপ্রিল, ১৮ জানুয়ারি
১৯-৩১ জানুয়ারি/ এপ্রিল= ১৯ শে জানুয়ারি, ২২ শে এপ্রিল, ৩০ শে জানুয়ারি

৯। বয়স লেখার নিয়ম মেনে চলুন

সংবাদপত্রে সাধারণত বয়স লেখা হয় ব্রাকেট এর মধ্যে।
যেমন- সড়ক দুর্ঘটনায় প্রকৌশলী হামিদুল হক (৪২) ঘটনাস্থলেই মারা যান।
শিশু রিনি (৯) মৃত্যুর সালে লড়াই করছে।
তবে টেলিভিশনে লেখার নিয়ম- ৪২ বছর বয়সী প্রকৌশলী হামিদুল হক ঘটনাস্থলেই মারা যান।
নয় বছরের শিশু রিনি মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে।

১০। মানহানিকর শব্দ এড়িয়ে চলতে হবে

লেখা যাবে না: মেথররা এক মিছিল বের করে।

www.pathagar.com

লিখুন: পরিচ্ছন্ন কর্মীরা এক মিছিল বের করে/ দলিত সম্পদায়ের লোকেরা এক মিছিল বের করে।

লেখা যাবে না: পঙ্গু ও কানাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
লিখুন: শারীরিক ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

লেখা যাবে না: খুনি আমজাদের ফাঁসির দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসী।
লিখুন: খুনের দায়ে অভিযুক্ত আমজাদের ফাঁসি দাবি করেছে এলাকাবাসী।

১১। অবশ্যই সূত্র জানাতে হবে।

রিপোর্টার কীভাবে এবং কোন জায়গা থেকে তথ্য জেনেছেন টিভি দর্শকদের তা অবশ্যই জানাতে হবে। এবং প্রমাণসহ তা তুলে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো রকম লুকোচুরির সুযোগ নেই।

বঙ্গভবনের একজন কর্মকর্তা জানান/ বঙ্গভবনের একটি সূত্র জানায়--- বঙ্গভবনের কে জানিয়েছে বলুন।
একটি বিশ্বস্ত সূত্র জানায়-- তিনি কে, কী করেন? --তা জানাতে হবে।
জানা গেছে----- কে জানিয়েছে বলুন, সমস্যা কী?
অভিযোগ পাওয়া গেছে----- সরাসরি বলুন, কে অভিযোগ করেছে?

স্ক্রিপ্টে কঠিন শব্দের বদলে সহজ শব্দ ব্যবহার করুন

কঠিন শব্দ	সহজ শব্দ
অজ্ঞাত	অজানা
অতিরিক্ত	বাড়তি/বাকি
অনুষ্ঠিতব্য	হতে যাচ্ছে, অনুষ্ঠিত হবে
অবহিত করা	জানানো
অব্যাহত থাকা	চলতে থাকা
অধিক	বেশি
অস্বীকৃতি	অস্বীকার
অসমাপ্ত	বাকি আছে/ শেষ হয়নি
আগমন	আসা
আমদানিকৃত	আমদানি করা
আতঙ্ক	ভয়
আশা প্রকাশ	আশা করা

www.pathagar.com

অবিরাম/লাগাতার	একটানা/টানা
অবকাশ	সুযোগ
ইন্তেকাল	মারা যাওয়া
উদ্বৃত্ত	বাড়তি
উপলব্ধি	বুঝতে পারা
উপর্যুপরি	পরপর/ একের পর এক
উন্মুক্ত	খোলা
একাত্মতা	একমত
কঠোর	শক্ত
কামনা করা	চাওয়া
ক্রয়	কেনা
ক্রমশ	আস্তে আস্তে
খাদ্য	খাবার
গ্রহণ করা	নেওয়া
চার্জশিট	অভিযোগপত্র
তদারকি	দেখাশোনা
দরিদ্র	গরিব (হত দরিদ্র বলা যাবে)
দৃষ্টান্ত	উদাহরণ
দ্রুত	শিগগিরই/ তাড়াতাড়ি/ জলদি
দৈর্ঘ্য	লম্বা
নির্ভেজাল	খাঁটি
নির্মাণ	তৈরি
নির্ধারণ করা	ঠিক করা
নেতৃবৃন্দ	নেতারা
পরিবর্তন	বদল
পরিদর্শন	ঘুরে দেখা
পর্যাপ্ত	যথেষ্ট/ ঠিক মতো
পুঞ্জীভূত	জমে থাকা
প্রকার	রকম
প্রত্যাবর্তন	ফেরা
প্রদক্ষিণ	ঘোরা
প্রণয়ন	তৈরি
প্রস্তুত	তৈরি
প্রয়োজন/ প্রয়োজনীয়	দরকার/ দরকারি
প্রেরণ	পাঠানো
প্রস্থ	চওড়া/ পাশে

www.pathagar.com

প্রতিরোধ	ঠেকানো
প্রত্যাহার	তুলে নেওয়া
পৃথক	আলাদা
ফলশ্রুতিতে	ফলে
বিভিন্ন রকম	নানা রকম
বিচ্ছিন্ন	আলাদা
বিক্ষোভ প্রদর্শন	বিক্ষোভ করা/ বিক্ষোভ দেখানো
ব্যবস্থা গ্রহণ	ব্যবস্থা নেওয়া
ব্যাহত	বাধা পাওয়া
বৃদ্ধি পেয়েছে	বেড়েছে
মুনাফা	লাভ
মেয়াদোত্তীর্ণ	সময় শেষ হওয়া
মৃত্যুবরণ	মারা যাওয়া
যত্রতত্র	যেখানে সেখানে
সমগ্র	পুরো/ গোটা
সম্পন্ন	শেষ
সাক্ষাৎ	দেখা
সম্পৃক্ত	জড়িত
সূচনা	শুরু
সংগ্রহ	জোগাড়
সরু	চিকন .
স্থান	জায়গা

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই বই লিখতে গিয়ে যেসব বই বা নিবন্ধের সহায়তা নেওয়া হয়েছে

১। Cohler, David Keith
Broadcast Journalism
2nd Edition, Prentice Hall, New Jersey

২। Broussard Joseph, E
Writing & Reporting Broadcast News & Holgate, Jack F
2nd Edition, Macmilan Publishing, New York & London

৩। Hewitt, John
Writing for Broadcast News
2nd Edition, Mayfield Publishing, California, London & Toronto

৪। আবদুল্লাহ, তুষার
রিপোর্টার
প্রথম প্রকাশ-ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা

৫। আলমগীর, ফারুক
সম্প্রচার সংবাদ রূপরেখা
প্রথম প্রকাশ-পলল প্রকাশনী, ঢাকা

৬। তারিক, নঈম
টেলিভিশন সাংবাদিকতা
প্রথম প্রকাশ-জনান্তিক প্রকাশনী, ঢাকা

৭। সহিদ উল্যাহ, মোহাম্মদ
বেতার টেলিভিশন সাংবাদিকতা
প্রথম প্রকাশ-বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৮। রহমান, নওজেসুর
টিভি অনুষ্ঠান নির্মাণ কৌশল
প্রথম প্রকাশ-জয়তী প্রকাশনী, ঢাকা

৯। Radio Television News Directors Association-USA, Code of Broadcast News Ethics -2008

www.pathagar.com

১০। কব, ক্রিস
সাক্ষাৎকার কৌশল (নিবন্ধ)
প্রকাশক-ইউএসএইড, ঢাকা
১১। আশরাফ, নাজমুল
কী লিখবেন কী লিখবেন না (নিবন্ধ)
১২। ওয়েব সাইট : বিবিসি, সিএনএন, আল জাজিরা, ফক্স নিউজ, এনবিসি ও উইকিপিডিয়া

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সুজন মেহেদী। পুরো নাম কাজী মেহেদী হাসান সুজন। জন্ম ১৯৭৮ সালে ফরিদপুরে। বেড়ে উঠেছেন যশোর জেলার সাগরদাঁড়িতে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে অনার্সসহ মাস্ট করেছেন। ছাত্রাবস্থায় 'এনটিভি' থে সাংবাদিকতা জীবন শুরু। এরপর কাজ করেছে 'চ্যানেল ওয়ানে'। কবি হওয়ার শখ ছি হয়েছেন সাংবাদিক। ঘুরেছেন দেশের এ প্র থেকে ও প্রান্ত। দেশ ও দেশের বাই সাংবাদিকতার ওপর নানা ধরনের প্রশিক্ষ নিয়েছেন। পেশাগত কাজে ভারত, পাকিস্তা নেপাল, ভুটান, কুয়েত, মালয়েশিয়া, জার্মা সুইডেন, ডেনমার্ক ও যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছেন বর্তমানে সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম নি গবেষণা করছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে সুজন মেহেদী বিবাহিত। মাহফুজা আক্তার লাকী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জনসংযোগ কর্মকর্তা।

www.pathagar.com

ঐতিহ্য
ISBN 978-984-8863-91-6